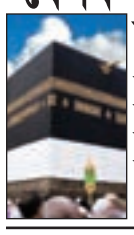
আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৬ || সংখ্যা ২৮ || সোমবার || চৈত্র ২৮ || ১৪২৮ || রমাদান ১০ || ১৪৪৩ || Vol. 26 || Issue 27 || 11 April || 2022 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

যেসব শর্তে এবার হজ করতে পারবেন



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: এ বছর নিজ দেশের ও বাইরের মিলিয়ে মোট ১০ লাখ মুসলিমকে পবিত্র হজব্রত (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

অভিনেতা উইল স্মিথের অস্কারে যোগদান নিষিদ্ধ



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: অস্কার অনুষ্ঠানের সময় মঞ্চে কমেডিয়ান ক্রিস রককে চড় মারার জেরে অভিনেতা (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

ডিপোর্টেশনে থাকা ইমিগ্র্যান্টদের জন্য সুখবর

রওশন হক: ইমিগ্রেশনের কারণে আমেরিকা থেকে বিতাড়িত (ডিপোর্টেশন) হওয়ার ভয়ে আছে যেসব অভিবাসীরা তাদের জন্য বাইডেন প্রশাসনের পক্ষ থেকে সুখবর রয়েছে। গত সপ্তাহে প্রশাসনের এক নির্দেশনায় প্রসিকিউটরদের কিছু কিছু ডিপোর্টেশন মামলা ডিসমিস করে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ নির্দেশের ফলে আমেরিকা থেকে বিতাড়িত হওয়ার আদেশ মাথায় নিয়ে থাকা বহু অভিবাসীদের মুখে হাসি ফুটবে। বিষয়টিকে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ঘোষণা অনুযায়ী আমেরিকায় একটি মানবিক অভিবাসন ব্যবস্থা (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

যুক্তরাষ্ট্রে ফিতরা ৮ থেকে ৩৮ ডলার

যুক্তরাষ্ট্রে এ বছর সর্বোচ্চ ৩৮, ২৮,১৫ এবং সর্বনিম্ন ৮ ডলার ফিতরাহ নির্ধারণ করা হয়েছে। নিউ ইয়র্ক শরীয়াহ বোর্ড এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আর বাংলাদেশে ফিতরার হার জন প্রতি (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

প্রধানমন্ত্রিত্ব হারালেন ইমরান



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: শেষমেশ ক্ষমতাচ্যুতই হলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। শনিবার রাতে দেশটির পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে তাঁর বিরুদ্ধে আনা বিরোধীদের অনাস্থা প্রস্তাবের ওপর ভোটাভুটি হয়। অনাস্থা প্রস্তাবের ওপর এ ভোটাভুটিতে ইমরানের বিরুদ্ধে ভোট পড়েছে ১৭৪টি। ৩৪২ আসনের জাতীয় পরিষদে প্রস্তাবটি পাসের জন্য দরকার ছিল ১৭২ ভোট। ভোটাভুটি শুরুর আগমুহূর্তে পদত্যাগের ঘোষণা দেন জাতীয় পরিষদের স্পিকার আসাদ কায়সার। পদত্যাগের ঘোষণায় স্পিকার বলেছেন, মন্ত্রিসভা থেকে 'গুরুত্বপূর্ণ নথি' পেয়েছেন তিনি; যা বিরোধী দলের নেতা এবং পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতিকে দেখার জন্য তিনি আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আসাদ কায়সার বলেন, 'আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এবং (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

কানাডায় বিদেশিদের কাছে বাড়ি বিক্রি বন্ধ!

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: আগামী দুই বছরে বিদেশিদের কাছে বাড়ি বিক্রি করবে না কানাডা সরকার। তবে কানাডায় পড়াশোনা করছেন এমন শিক্ষার্থী, কানাডীয় প্রতিষ্ঠানের বিদেশি কর্মী এবং সে দেশে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী বিদেশিদের ওপর বাড়ি কেনার নিষেধাজ্ঞা (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

ধাক্কা খেয়ে পেলেন কোটি ডলার



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: লটারিতে অনেকের ভাগ্য খোলে, এটি পুরোনো কথা। তবে (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

৬০ বছরের ইতিহাস ভেঙে বিশ্ববাজারে খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ইউক্রেন-রাশিয়া সংঘাতের জেরে দীর্ঘ ৬০ বছরের ইতিহাস ভেঙে আন্তর্জাতিক বাজারে গত মার্চ মাসে খাদ্যপণ্যের রেকর্ড মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ। বিগত (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

রেকর্ড রেমিট্যান্স গেলো যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে



ঢাকা ডেস্ক: সংযুক্ত আরব আমিরাতকে ডিঙিয়ে প্রবাসী আয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে উঠে এসেছে যুক্তরাষ্ট্র। চলতি বছরের মার্চে রেকর্ড পরিমাণ রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন দেশটিতে থাকা বাংলাদেশী প্রবাসীরা। এই মাসে প্রবাসীরা ৩০ কোটি (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

নিউইয়র্কের সেহরি ও ইফতার সময়

		সেহরি শেষ	ইফতার
১১ এপ্রিল	১০ রমাদান	৪.৫৭	৭.৩৩
১২ এপ্রিল	১১ রমাদান	৪.৫৫	৭.৩৪
১৩ এপ্রিল	১২ রমাদান	৪.৫৩	৭.৩৫
১৪ এপ্রিল	১৩ রমাদান	৪.৫১	৭.৩৬
১৫ এপ্রিল	১৪ রমাদান	৪.৪৯	৭.৩৮
১৬ এপ্রিল	১৫ রমাদান	৪.৪৮	৭.৩৯
১৭ এপ্রিল	১৬ রমাদান	৪.৪৬	৭.৪০

বাংলাদেশের আগামী নির্বাচন চার কারণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ



মতিউর রহমান চৌধুরী: বাংলাদেশের আগামী নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেন গুরুত্বপূর্ণ? এটাও খোলাসা করেছেন ঢাকাস্থ বৃটিশ হাইকমিশনার রবার্ট চ্যাটারটন ডিকসন। এক সাক্ষাৎকারে অন্তত চারটা কারণের কথা উল্লেখ করেছেন (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

CENTURY 21
AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway,
Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed
Sales Assoricate

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave
Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street
Long Island City, NY 11101

QA TEK SOLUTIONS
MOST POPULAR IT COURSES:
Software Testing with Selenium
& Accessibility Testing
Data Analysis with Power BI
QA TEK SOLUTIONS INC.
An Information Technology Company
NY (347) 259-1930, (347) 658-9284 VA (571) 457-0371
89-16 175th St., CF-4, Jamaica, NY 11432
6 Pidgeon Hill Drive, Suite 220, Sterling, VA 20165
admin@qateksolutions.com www.qateksolutions.com

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public
- Bookkeeping - Business Formation
- Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

স্বল্পমূল্যে Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's
Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

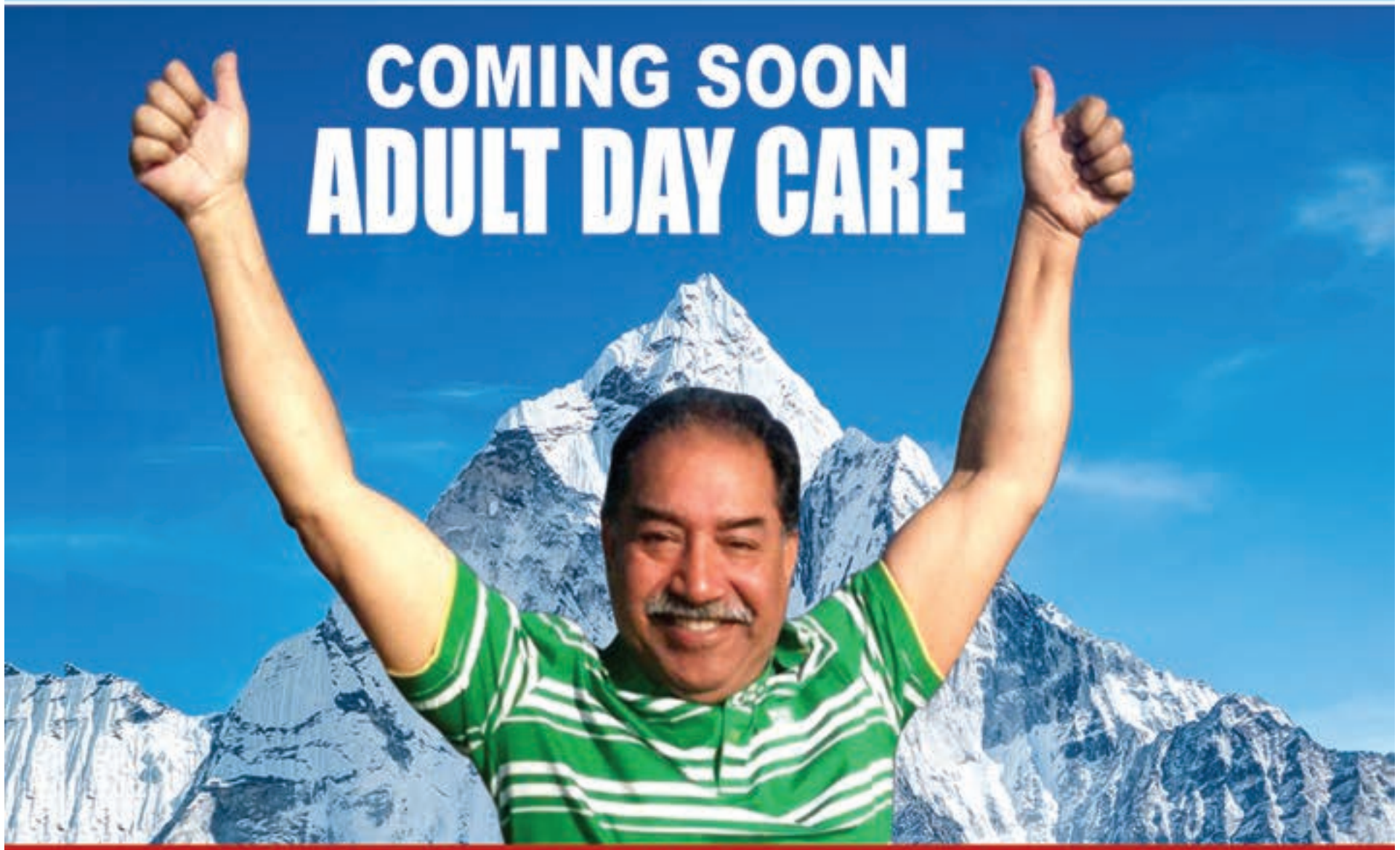
হোম কেয়ার

বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে

ALEGRA HOME CARE INC.

BANGLA CDPAP SERVICES

CARE WITH LOVE IS HUMANITY....



72-28 BROADWAY, JACKSON HTS, NY 11372
TEL: 718-708-9751 | FAX: 718-424-2603

BANGLA
CDPAP
SERVICES



ABU ZAFAR MAHMOOD
CEO & President
646-769-0966
ceo@banglacdpap.com

BANGLA CDPAP SERVICES INC.
ALEGRA HOME CARE INC.

বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে
CARE WITH LOVE IS HUMANITY....

Location

Corporate Office
72-26 Broadway, 2nd Floor,
Jackson Heights, NY 11372
888-212-3237 (Toll Free)

www.banglacdpap.com
info@banglacdpap.com
888-212-3237 (Toll Free)

Jackson Heights Office
72-28 Broadway, 1st Floor,
Jackson Heights, NY 11372
718-708-9751, 646-769-0966

Brooklyn Office
544 Mcdonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
718-675-0209, 646-769-0966

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

The Weekly Bangla Patrika // Monday // April 11 // 2022

নতুন আন্তর্জাতিক সম্পাদক মুকিবকে বেলজিয়াম বিএনপি'র অভিনন্দন



জামান সরকার, হেলসিঙ্কি থেকেঃ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি)-এর নবনিযুক্ত কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আহমেদ আলী মুকিবকে বিএনপির বেলজিয়াম শাখা অভিনন্দন জানিয়েছে। এক অভিনন্দন বার্তায় বেলজিয়াম বিএনপির সভাপতি সাইদুর রহমান লিটন ও সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন বাবু বলেন, আহমদ আলী মুকিবের নেতৃত্বে আমরা প্রবাসে বিএনপিকে নতুন রূপে গড়ে তুলব। আমাদের ভালোবাসা আপনাকে এই অবস্থানে সাজিয়েছে। আশা করি আপনিও আমাদের প্রত্যাশা পূরণ করবেন। আমাদের ভালোবাসা ও সমর্থন সবসময় আপনার পাশে থাকবে।" বিএনপি নেতৃবৃন্দ বলেন, আহমদ আলী মুকিবের নতুন সাংগঠনিক কার্যক্রম প্রবাসে বিএনপির সাংগঠনিক কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী ও দক্ষ করে তুলবে। তারা আগামীতে আহমেদ আলী মুকিবের সাফল্য কামনা করেন তাকে নিয়োগ দেয়ার জন্য দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।



আড়াই প্যাচের জিলিপিতেও খলিলের বাজারমাত

(শেষের পাতার পর)

করে হলেও ৫০০ বছর তো হবেই। সম্ভবত মধ্যযুগে ফারসিভাষী তুর্কিরা ভারত আক্রমণ করার পরই কোনো একটা সময়ে জিলাপি চলে আসে এ অঞ্চলে। রাস্তার পাশের দোকানে,মেলায় এই জিলাপির সাক্ষাত পেলেও এই জিলিপি কিন্তু মোটেও অবহেলার নয়। এর রয়েছে আভিজাত্য। অনেক পুরনো ইতিহাস। শুরু করা যাক একটি বই দিয়ে; নাম 'কিতাব-উল-তাবিখ'। পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন এই রান্নার বইটি লেখা হয়েছিল দশম শতকের শুরুতে। এই বইতেই পারস্যের এক ব্যক্তি মুহম্মদ বিন হাসান আল-বাগদাদী উল্লেখ করেন একটি বিশেষ পদের। নাম 'জুলবিয়া'। প্রায় একই সময় সায়ার অল-ওয়ারাকের লেখা একটি আরবের রান্নার বইতেও এই নামটি পাওয়া যায়। জুলবিয়ার সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য এই দুটি বই থেকেই জানতে পারেন ঐতিহাসিকরা।

ইরানে যান দোকানে এই আড়াই প্যাচের জিলিপির দেখা পাবেন। অবশ্য রেসিপিটা ভিন্ন। সেই জিলিপিতে চিনির পরিবর্তে মধু এবং গোলাপ জলের মিশ্রণ থাকে। সেই জিলিপি আটলান্টিক পার হয়ে উত্তর আমেরিকার বাজারে কখন যে আসন গাড়লো তার সঠিক হিসাব না থাকলেও বাঙালীর খাদ্য তালিকায় জিলাপি তার স্থানটি পাকাপোক্ত করেছে তা এই ছবিটি দেখার পর নিশ্চয়ই কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। আরো অবাক হবার মতো ঘটনা এই এত্তো বড় জিলাপির স্তুপ ভেনিস হয়ে যায় প্রতিদিন ইফতার শুরু হবার আগেই। (প্রতিবেদনের সাথে প্রকাশিত ছবিটি তোলা হয়েছে ব্রঙ্কসের খলিল বিরিয়ানী হাউস থেকে।)

কথা বলেছিলাম খলিল বিরিয়ানীর স্বত্বাধিকারী শেফ খলিলুর রহমানের সাথে। মাত্র দু সপ্তাহ আগে তিনি 'আমেরিকান প্রেসিডেন্টের লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট এওয়ার্ড' পেয়ে হৈ চৈ ফেলে দিয়েছেন বাংলাদেশী কমিউনিটিতে। হয়তো ভুলই বল্লাম, মুলধারায় ওস্বীকৃতি মিলেছে তার এই অর্জনের। ওয়াশিংটনে ইউএস সিনেটে মেজরিটি লিডার চাক সুমার, কংগ্রেসওম্যান আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও, নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর লুইস সিপুলভিদা, এসেম্বলিওম্যান কারিনা রায়েস, সিটি কাউন্সিলওম্যান আমান্দা ফারিয়া সহ অনেক মূলধারার রাজনীতিক তার এই অর্জনকে অভিনন্দিত করেছেন।

জানতে চেয়েছিলাম- আপনার স্বাস্থসম্মত খাবারে মুগ্ধ নিউইয়র্কের ক্রেতারা। এবার রোজায়ও বাজার মাত করলেন জিলিপি দিয়ে- রহস্যটা কি বলবেন?

মৃদু হেসে খলিল জানান- রোজায় বাংঙালীর ইফতারে যে খাবারটি অত্যাবশ্যকীয় তার একটি হচ্ছে এই জিলিপি। জিলিপি অনেক দোকানেই তৈরি হয়। সব জিলিপির স্বাদ এক নয়। আমিও আমার দোকানের জিলিপির সাথে নিজস্ব কিছু রেসিপি যুক্ত করেছি যেজন্য আমার গ্রাহকরা এটা গ্রহন করেছেন। আমার সামনে জিলাপির যে স্তুপ দেখছেন এটাই শেষ নয়। সন্ধ্যা পর্যন্ত ক্রমাগত ভাজা হবে কিচেনে। শুনে খুশী হবেন ইফতার পর্যন্ত কোন জিলিপিই অবিক্রিত থাকেনা দোকানে।

খলিল আরো জানান, তার দোকানে গুড়, চিনি সহ নানা পদের জিলিপি তৈরি হয়। ভিন্ন স্বাদের এই জিলিপির স্বাদ গ্রহনের জন্য তিনি প্রবাসীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

আমরা যতই আধুনিক হই জিলাপি কিন্তু দেশ ও প্রবাসের সর্বত্র গণমানুষের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। কূটবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মনকে এখনও সর্বত্র জিলাপির প্যাঁচের সাথে তুলনা করা হয়। তবে জিলাপি নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি যতই হোক, মজাদার জিলাপিকে যতই কূটবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের সাথে তুলনা করা হোক, দেশে-বিদেশে যতই নিত্যনতুন মিষ্টান্ন বা ডেজার্টের আগমন ঘটুক, তবু জিলাপির আবেদন হয়তো কোনোদিনই কমবে না। কারণ এখনো মেলায় গেলে, কিংবা রাস্তার পাশে গরম গরম জিলাপি দেখলে জিভে জল চলে আসে, জিলাপিতে একেকটি কামড় দেয়ামাত্র স্নায়ুকোষগুলোতে বিশেষ ভালোলাগার উপলব্ধি ছড়িয়ে পড়ে। জিলাপি আমাদের স্মৃতিমেদুরতাকেও উসকে দেয়, মনে পড়িয়ে দেয় ছোটবেলায় জিলাপি খেতে গিয়ে রসে মাখামাখি হওয়া কিংবা জিলাপির লোভে মিলাদ পড়তে বসে থাকার সেই মিষ্টি দিনগুলোকে।

আরো একটা কথা বলি- মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরেরও কিন্তু অত্যন্ত পছন্দের মিষ্টি ছিল এই জিলিপি। এজন্য জিলিপির আরেকটা নাম 'জাহাঙ্গিরি'!

আর কথা নয়। আপনার নিত্যদিনের মজাদার ইফতারির সাথে যুক্ত হোক খলিলের মজাদার জিলিপি। সেই স্বাদে আপনার ইফতার হয়ে উঠুক আরো বর্ণিল ও আনন্দময়।

সোনালী এক্সচেঞ্জের বিকাশ সার্ভিস চালু

(শেষের পাতার পর)

চিন্তা করে বাংলাদেশে বিকাশ একাউন্টে টাকা পাঠানোর সেবা চালু করেছে। বিভিন্ন ব্যাংক একাউন্টে এবং ক্যাশ পিকআপের মাধ্যমে প্রবাসী আয় বাংলাদেশে পাঠানোর সুবিধা থাকা সত্বেও দীর্ঘদিন ধরে সবার চাহিদা ছিলো 'বিকাশ একাউন্টে' কীভাবে টাকা পাঠানো যায়? আর এটাও সত্য বাংলাদেশের শহর-গ্রাম সর্বত্রই 'বিকাশ' অর্থ লেনদেনের একটি জনপিপ্রয় মাধ্যম।

বিকাশ-এর মাধ্যমে বিদেশ থেকে টাকা পেপ্ররনের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বৈধ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত। তাই বিকাশের সাথে সোনালী ব্যাংকের এক চুক্তির মাধ্যমে সোনালী ব্যাংকের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হিসেবে সোনালী এক্সচেঞ্জ চালু করেছে এ সেবা। এখন থেকে যে কেউ সোনালী এক্সচেঞ্জে গিয়ে গ্রাহকের নাম এবং বিকাশ একাউন্ট নাম্বার দিয়ে বাংলাদেশে টাকা পাঠাতে পারবেন। এজন্য সোনালী এক্সচেঞ্জ অতিরিক্ত কোনো সার্ভিস চার্জ নেবে না। বিকাশের মাধ্যমে টাকা পৌঁছে যাবে অতি দ্রুত। টাকার রেটও থাকবে সকল ব্যাংকের মতো সমান। আর সরকার প্রদত্ত ২.৫% প্রণোদনাও নিশ্চিত পাবে। প্রাপক ব্যাংকে না গিয়েও নিকটবর্তী বিকাশ এজেন্টের থেকে টাকা তুলতে পারবেন বা অন্যান্য লেনদেন করতে পারবেন। প্রতি লেনদেনে প্রেরণের সর্বোচ্চ সীমা টাকা ১,২০,০০০.০০ (পরিবর্তন যোগ্য) ও মাসে সর্ব্বোচ্চ টাকা ৪,০০,০০০.০০ (পরিবর্তন যোগ্য)। এ জন্য প্রাপকের মোবাইল নম্বরটি বিকাশে অবশ্যই রেজিষ্টার্ড হতে হবে। প্রবাসী ভাই-বোনদের সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু হিসাবে সোনালী এক্সচেঞ্জ এই সার্ভিস চালু করতে পেরে খুবই আনন্দিত। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

Hillside Medical & Pain Management

164-05 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432

Ph: (718-297-6090

PHYSICAL THERAPY

আমরা বাংলা, হিন্দী, স্প্যানিশ ও ফিলিপিন ভাষায় কথা বলি

ফিজিক্যাল থেরাপি
আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত





WE ARE OPEN
We have missed you





Mask, gloves, face shield, hand sanitizer available for all patients

Our primary goal is health safety of our patient. We provide extra care & precautions to safely treat our patients in compliance with CDC & DOH guidelines. During COVID-19 we monitor vital signs of our patients to ensure ongoing good health. We take most medical insurances. Medicare, Worker's Compensation and N/F



বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জোর চেষ্টা

দরকার প্রতিটি হত্যার তদন্ত

গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। গত বছরের ১০ ডিসেম্বর দেয়া এ নিষেধাজ্ঞায় আরও অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন এই বাহিনীর সাবেক ও বর্তমান মিলিয়ে সাত শীর্ষ কর্মকর্তা। বাংলাদেশে পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। কিন্তু হত্যার শিকার পরিবারগুলো কোন প্রতিকার পায়নি। দেশি-বিদেশী মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানের সতর্কীকরণ ও পরামর্শে সরকার কান পাতেনি। যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার খড়্গ নেমে এসেছে দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। এ নিষেধাজ্ঞা উঠাতে হলে একই ধরনের প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে। অর্থাৎ উত্থাপিত অভিযোগের সুরাহা হতে হবে। এ বিষয়ে আমাদের সরকারের তেমন কোনো উদ্যোগ দৃশ্যমান নয়। অথচ নিষেধাজ্ঞা দেয়ার পর থেকেই বাংলাদেশ সরকার অনেকটাই চাপাচাপি করছেন এটি প্রত্যাহারের জন্য। তাদের সব চেষ্টা বিফল হলেও তা বন্ধ হয়নি। এখন তারা নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সাথে জোরালো দেন-দরবার করে যাচ্ছেন।

ওয়াশিংটনে গত ৬ এপ্রিল বুধবার অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের অষ্টম নিরাপত্তা সংলাপে অংশ গ্রহণের পর পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন সাংবাদিকদের জানান, র‍্যাবের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞাকে যুক্তরাষ্ট্র ভুল সংশোধনের উপায় হিসেবে দেখছে। নির্বাহী আদেশে এটি প্রত্যাহারের সুযোগ নেই।

২০১৭ সালে নারায়ণগঞ্জের চাঞ্চল্যকর সেভেন মার্ডারের ঘটনায় আদালত ১৬ র‍্যাব সদস্যকে মৃত্যুদন্ড দিয়েছিলেন অপহরণ ও খুনের দায়ে। এ অবস্থায় গুম, নির্যাতন ও বিচারবহির্ভূত হত্যার ঘটনা সরকার অস্বীকার করলেও তা কোনোভাবেই ধোপে টেকে না। সরকার বলেছে, ভুল তথ্যের ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্র এ নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। তথ্য ভুল হলে সরকারের দায়িত্ব সঠিক তথ্য সরবরাহ করা। সেটা তারা এরই মধ্যে করেছেন। যুক্তরাষ্ট্র সেগুলো খতিয়ে দেখবে বলেছে।

গণতান্ত্রিক সমাজে রাষ্ট্রের বিধিবদ্ধ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি বেআইনি হত্যার অভিযোগও গুরুতর। বেসরকারি মানবাধিকার সংস্থা অধিকারের হিসেবে র‍্যাব ২০০৯ থেকে ২০২১ সালে অন্তত এক হাজার ২৫৫ ব্যক্তিকে বিচারবহির্ভূত হত্যা করে। একই সময়ে ৬০৫ জন গুমের শিকার হন। এর মধ্যে ১৯০টির সাথে র‍্যাবের জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। নিখোঁজ এসব মানুষের ৮১ জনের লাশ পাওয়া গেছে। ১৫৪ জন এখনো নিরুদ্দেশ। প্রশ্ন হলো, ২০০৯ সাল থেকে এসব অভিযোগ যখন উত্থাপিত হয়েছে তখন সরকার কী করেছে? একটি ঘটনারও কি তদন্ত হয়েছে?

বিগত একযুগ ধরে বাংলাদেশ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর আইন ভঙ্গের প্রবণতা ক্রমান্বয়ে ঊর্ধ্বমুখী। সরকারের কোনো ভূমিকা দেখা যায়নি। তবে গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যা, হেফাজতে মৃত্যু ও নির্যাতনের বহু ঘটনায় সরকার সুবিধাভোগী। বিশেষ করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী যখন বিরোধী দলমতের মানুষের ওপর চড়াও হয়েছে। সাধারণ মানুষও বিচারবহির্ভূত হত্যার ঘটনায় নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন দেশ থেকে গুম, বিচারবর্হির্ভূত হত্যা ও হেফাজতে মৃত্যু বন্ধ হওয়া। এসব অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্র শুধু একটি বাহিনী র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। সরকারের উচিত ছিল এসব নিয়ে অনেক আগেই তদন্ত কমিশন গঠন। এখনো তার কাজ একটিই; একটি শক্তিশালী কমিশন গঠন করে মানবাধিকার লঙ্ঘনের সব ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করা। সেখানে র‍্যাব পুলিশকে নির্দোষ পেলে ভালো কথা। যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার চেয়েও এটি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তাতে সরকারের আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য, যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার পর গত চার মাসে একটিও বিচারবহির্ভূত হত্যা ঘটেনি। গুম খুনের শিকার মানুষের জন্য এ নিষেধাজ্ঞা তাই আশীর্বাদ হিসেবে এসেছে। আশা করব, সরকার প্রকৃত ঘটনা উদঘাটনে আন্তরিক হবে। চিরতরে বন্ধ করা হবে বেআইনি কর্মকান্ড।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর ২০ মার্চ আরাকানের রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের ওপর ২০১৭ সালে পরিচালিত সেনা অভিযানকে গণহত্যা বলে স্বীকৃতি দিয়েছে।

সংবাদমাধ্যমের বরাতে জানা যায়, সেসময় মিয়ানমার সরকার আরাকান রাজ্যে কয়েক শতাব্দী ধরে বসবাসরত রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের নাগরিকত্ব চূড়ান্তভাবে বাতিল ঘোষণা করে। একই সঙ্গে ১২ লক্ষাধিক বেসামরিক মানুষের ওপর নির্বিচারে ধর্ষণ, লুণ্ঠন, বসতবাড়িতে অগ্নিসংযোগ এবং হত্যাকান্ডের মতো বর্বরোচিত হামলা চালায় খোদ সেনাবাহিনী। নিজ দেশের সশস্ত্র বাহিনীর অত্যাচার থেকে প্রাণে বাঁচতে ১০ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা শরণার্থী ভিড় জমান প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের সীমান্তে। বিশ্বের সপ্তম ঘনবসতিপূর্ণ একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে বাংলাদেশের পক্ষে এত বিপুলসংখ্যক শরণার্থীর দায়িত্ব গ্রহণ করাটা ছিল মারাত্মক চ্যালেঞ্জের বিষয়। তথাপি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী স্রেফ মানবিক বিবেচনায় নিপীড়িত মানুষের জন্য সীমান্ত খুলে দেন। এ ঘটনার পর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদের নিয়মিত আসর বসেছে অন্তত পাঁচবার। পৃথিবীর বহু দেশে নিপীড়িত নাগরিকদের সুরক্ষা দিতে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে মোতায়েন করা হয়েছে হাজার হাজার শান্তিরক্ষী। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে বেশকিছু সন্ত্রাসী সংগঠন ও সন্ত্রাসের মদদদাতা দেশের তালিকা।

কিন্তু রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের ওপর মিয়ানমার সরকারের গণহত্যার বিচার (আন্তর্জাতিক আদালতে উগান্ডার দায়েরকৃত মামলা ব্যতীত) এবং মাতৃভূমি থেকে বলপূর্বক বিতাড়িত মিয়ানমারের নাগরিকদের নিজ দেশে ফিরিয়ে নেওয়ার কোনো কার্যকর আন্তর্জাতিক উদ্যোগ আমাদের চোখে পড়েনি।

এ অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর কর্তৃক অতি সম্প্রতি রোহিঙ্গাদের ওপর মিয়ানমারের সেনা অভিযানকে গণহত্যা বলে স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়টাকে কোনো কোনো মহল বৈশ্বিক মানবাধিকার সংরক্ষণের পথে একটি মাইলফলক হিসাবে উপস্থাপন করছেন। আমার মতে, বিষয়টিকে মোটেও অতটা সরলভাবে বিবেচনার সুযোগ নেই।

যুক্তরাষ্ট্রের এ ঘোষণার সঙ্গে মানবাধিকার সংরক্ষণ ও রাজনৈতিক কৌশলের আন্তঃসম্পর্কের বিষয়টি ভেবে দেখার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। কারণ রোহিঙ্গা ইস্যুটি এমন একটা সময় সামনে এলো, যখন রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধের পটভূমি তৈরি এবং ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক অভিযান শুরুর পরবর্তী সময়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো জোটের কার্যক্রম নিয়ে চলছে বহুমাত্রিক আলোচনা। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিগত কয়েক দশকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও রাষ্ট্রীয় দমন-নিপীড়নের ঘটনাগুলোয় পশ্চিমা দেশগুলোর ভূমিকাও আলোচনায় আসতে শুরু করেছে।

আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, পৃথিবীর মানুষ এখন শত শত আলোকবর্ষ দূরের নক্ষত্র মন্ডলের Realtime গতিবিধি নিজেদের তৈরি টেলিস্কোপের চোখে পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম। অথচ নিজ গ্রহে মিয়ানমারের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশে সরকারি বাহিনী কর্তৃক বারো লক্ষাধিক নিরস্ত্র নাগরিককে ভিটেমাটি থেকে পৈশাচিক কায়দায় উচ্ছেদ এবং তাদের সম্পদ, সম্ভ্রম ও জীবনের ওপর বীভৎস আক্রমণের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত পুরোপুরি হত্যা যাচ্ছে না। যদিও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলো ২০১৭ সালেই পর্যাপ্ত তথ্যপ্রমাণসহ আরাকানের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর চলমান গণহত্যা বন্ধে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে বারবার নিবেদন পেশ করেছিল। তথাপি বিশ্ব সম্প্রদায় ছিল কার্যত নিষ্ক্রিয়। ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় জাতিসংঘ অবশ্য দায়সারা গোছের একটি কমিশন গঠন করেছিল। জাতিসংঘের ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং মিশন খানিকটা দেরিতে হলেও তাদের প্রতিবেদনে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর পরিচালিত সেনা অভিযানে গণহত্যার কথা উল্লেখ করেছিল; কিন্তু বীভৎস এ গণহত্যার বিচার এবং রাখাইনে বসবাসরত অবশিষ্ট রোহিঙ্গাদের ওপর চলমান গণহত্যামূলক কার্যক্রম বন্ধে নিরাপত্তা পরিষদ বা সাধারণ পরিষদকে আমরা থাকতে দেখেছি দায়সারা ভূমিকাতেই। আবার প্যালেস্টাইনের নারীশিশুসহ নিরস্ত্র অধিবাসীদের বলপূর্বক উচ্ছেদ করে ইসরাইলের নতুন নতুন বসতি স্থাপন এবং যখন তখন পানি, বিদ্যুৎ বা ওষুধের মতো

আরাকানের গণহত্যার স্বীকৃতি ও বিশ্বব্যবস্থার স্বরূপ

॥ মোহাম্মদ ফজলুর রহমান খান্ ॥

জীবনধারণের অত্যাবশ্যকীয় রসদ সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া ইসরাইলের রুটিন ওয়ার্কের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসবের পাশাপাশি খানা তল্লাশির নামে ফিলিস্তিনের অধিবাসীদের গ্রেফতার, নির্যাতন চলে আসছে সাত দশকের বেশি সময় ধরে। ইসরাইলী সশস্ত্র বাহিনীর অত্যাধুনিক সমরাস্ত্রসজ্জিত বিধ্বংসী আগ্রাসনের জবাবে ফিলিস্তিনীদের সামান্য প্রতিরোধ প্রচেষ্টাকে আখ্যায়িত করা হচ্ছে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড হিসাবে। ফিলিস্তিনীদের প্রতিরোধের স্পর্ধা (!) চিরতরে মুছে



ফেলতে বসতবাড়ি, স্কুল ও হাসপাতালের মতো বেসামরিক স্থাপনায় নির্বিচারে ইসরাইলের কামানের গোলাবর্ষণ কিংবা বোমারু বিমান দিয়ে হামলা পশ্চিম তীর ও গাজা উপত্যকার সাধারণ চিত্র। এ অসম ও অনাকাঙ্খিত যুদ্ধ নিরসনে পরাশক্তিগুলো বা তাদের তৈরীকৃত বহুজাতিক মঞ্চ জাতিসংঘকে কার্যকর কোনো উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি; শোনা যায়নি আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে দখলদার ইসরাইলের বিরুদ্ধে আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক অবরোধ আরোপের সংবাদ। তবে ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক আগ্রাসনের পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমা দেশগুলোর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া একেবারেই ভিন্নতর। সার্বভৌমত্ব রক্ষায় ইউক্রেনীয় প্রতিরোধ যোদ্ধাদের সামরিক, অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক সহযোগিতা নিশ্চিতকরণে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এটা সত্য, ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক আগ্রাসন মানবিক বিশ্বব্যবস্থায় নিঃসন্দেহে অপ্রত্যাশিত। আবার এটিও অস্বীকার করার উপায় নেই, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষাপট তৈরিতে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন ন্যাটো জোটের ভূমিকাও প্রশ্নবিদ্ধ। তাছাড়া, এ যুদ্ধ আমাদের সামনে আরও একটি সত্যকে স্পষ্ট করেছে; তা হলো, যে কোনো ধরনের অভ্যন্তরীণ বা বৈদেশিক জুলুমের বিরুদ্ধে মানবিক, আর্থিক এবং সামরিক সহযোগিতার আয়োজন করা পৃথিবীর সমৃদ্ধ রাষ্ট্রগুলোর জন্য ২৪ ঘণ্টা সময়ই যথেষ্ট।

এ বাস্তবতায়, আরাকান ও ফিলিস্তিনের মতো বহুদশক ধরে নিপীড়নের শিকার জনপদগুলোর প্রসঙ্গটা আবারও বিশ্ববাসীর সামনে চলে আসে। কেন জাতিসংঘ বা মানবাধিকার সংরক্ষকের দাবিদার রাষ্ট্রগুলো এ জনপদগুলোয় সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তৎপর হচ্ছে না? এর পেছনে কি কেবল আধিপত্য বিস্তার বা করপোরেট স্বার্থই মুখ্য ভূমিকায় রয়েছে? নাকি বিশ্বব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে কোনো অদৃশ্য চলক? এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর খুঁজে পেতে হবে বিশ্বজুড়ে ঘটে চলা ঘটনাপ্রবাহ থেকেই।

আমাদের মনে রাখতে হবে, অসংখ্য ঘটনার ভিড়ে দু-একটি বিশেষ ঘটনা, কখনো কখনো একটি সমাজ, রাষ্ট্র এমনকি পুরো বিশ্বব্যবস্থার মানবিক মূল্যবোধের স্বরূপ উন্মোচন করে দেয়। সভ্যতার শাশ্বত মানদন্ডে মানবসংস্কৃতির গতিধারা অনুধাবনে বিশেষায়িত জ্ঞানের চেয়ে অধিকতর প্রয়োজন নির্মোহভাবে চলমান ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণের মানসিকতা। ধর্ম, বর্ণ, ভাষা প্রভৃতি বিভাজন রেখার ঊর্ধ্বে থেকে ঘটনাবলির আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারাটাই সভ্যতার স্বরূপ উন্মোচনে যথেষ্ট। আর বিদ্যমান বাস্তবতায় একটি সর্বজনীন ও আদর্শ মানবিক বিশ্বব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ এবং রাষ্ট্রগুলোর জাতিসত্তার স্বকীয়তা রক্ষায় এগিয়ে আসতে হবে সবাইকে।

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, ময়মনসিংহ সরকারি কলেজ, ময়মনসিংহ
e-mail: frkhan62@yahoo.com

নামাজের সময়-সূচী

এপ্রিল	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
ফজর	৫.০২	৫.০০	৪.৫৮	৪.৫৬	৪.৫৪	৪.৫৬	৪.৫১
সূর্যোদয়	৬.২২	৬.২০	৬.১৯	৬.১৭	৬.১৬	৬.১৪	৬.১৩
জোহর	১২.৫৭	১২.৫৬	১২.৫৬	১২.৫৬	১২.৫৬	১২.৫৫	১২.৫৫
আসর	৫.৩৬	৫.৩৭	৫.৩৮	৫.৩৮	৫.৩৯	৫.৪০	৫.৪০
মাগরিব	৭.৩২	৭.৩৩	৭.৩৪	৭.৩৫	৭.৩৭	৭.৩৮	৭.৩৯
এশা	৮.৫১	৮.৫২	৮.৫৩	৮.৫৫	৮.৫৬	৮.৫৭	৮.৫৯

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

মুজিবনগর সরকার কাছ থেকে দেখা

মোনায়েম সরকার

১০ এপ্রিল, ১৯৭১ সালের এই দিনে বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীন সরকার গঠিত হয় এবং ১৭ এপ্রিল মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে এ সরকার শপথ গ্রহণ করে। বর্তমানে এ জায়গার নামকরণ করা হয়েছে 'মুজিবনগর' নামে। মুজিবনগর সরকার গঠনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে যারা অবগত আছেন-তাদের কাছে এ লেখার গুরুত্ব অতটা না থাকলেও নতুন প্রজন্মের মানুষের কাছে সেদিনের ইতিহাস নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার কিভাবে, কোন প্রেক্ষাপটে গঠিত হয়েছিল; প্রত্যেক বাঙালীরই তা জানা উচিত। সময়ের হিসাবে মুজিবনগর সরকারের বয়স ৫১ বছর হলেও আজও আমার কাছে মনে হয় সেদিনের ঘটনা। ৫১ বছরের স্মৃতি কিছুটা ধূসর হলেও সেই স্মৃতি কোনো দিনই মলিন হওয়ার নয়। অত্যন্ত বিপদসংকুল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহচররা এ সরকার গঠনে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। বাঙালী জাতির ইতিহাসে ১০ এপ্রিল চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

বাংলাদেশ আজ একটি স্বাধীন দেশ। বাংলাদেশের মানুষ এখন স্বাধীন দেশের নাগরিক। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশ পরাধীন ছিল। তার নিজস্ব মানচিত্র ছিল না, পতাকা ছিল না, ছিল না শাসনতন্ত্র তথা সংবিধান। এগুলো সবই এখন বাংলাদেশের আছে। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে একটি স্বৈরাচারী সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে বাংলার আপামর জনতা যে দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ গড়ে তোলে-সেই প্রতিরোধই পরে বিজয় রূপে আমাদের সামনে আবির্ভূত হয়। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলি বিশ্ববাসীকে অবাক করে দিয়েছে। শুধু জনগণের ঐক্যের শক্তিতে একটি ছোট্ট ভূখন্ডের মানুষ স্বাধীন হতে পারে, এ অপরূপ দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে সম্ভবত বাঙালীরাই স্থাপন করেছে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর তৎকালীন পূর্ব বাংলায় প্রতিদিনই ঘটতে থাকে অভাবিত ঘটনা। পাকিস্তানী দখলদার বাহিনী অপারেশন সার্চলাইটের পরে উন্মত্ত হয়ে ওঠে বাঙালী জাতিকে চিরতরে ধ্বংস করার জন্য। 'একটি বুলেট একটি বাঙালী'-এমনটাই ছিল পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর মনোভাব। অপ্রত্যাশিত সেই দম আটকানো পরিবেশে বাঙালী মুক্তির উপায় খুঁজতে থাকে। মুক্তির লক্ষ্যে তারাও সংঘটিত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তখন পাকিস্তানের কারাগারে। দেশে চলছে মুক্তিযুদ্ধ। কিভাবে ওই মুক্তিযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটবে, তা ছিল অনেকটাই অনিশ্চিত পথ যাত্রা। যেই বঙ্গবন্ধুর ডাকে সর্বস্তরের বাঙালী রাজপথে নেমে লড়াই করবে; সেই বঙ্গবন্ধু তখন বাঙালীর মাঝে নেই। দিশেহারা বাঙালীর সামনে তখন আবির্ভূত হন বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ কয়েকজন সহচর। তারা বুদ্ধির বলে দিশেহারা বাঙালী জাতিকে একসূত্রে গাঁথার লক্ষ্যে মুজিবনগর সরকার গঠন করেন ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল। এ সরকার গঠন প্রক্রিয়ার ভেতরে অনেক দূরদর্শী মানুষের শ্রম জড়িত ছিল। দেশ-বিদেশের অনেক শুভাকাঙ্খী এসে দাঁড়িয়েছিল মুজিবনগর সরকারের পাশে। মহান মুক্তিযুদ্ধের ধারাকে একটি সুশৃঙ্খল রূপ দিতে এবং বাঙালীর বিজয় নিশ্চিত করতে মুজিবনগর সরকারের অবদান অনস্বীকার্য।

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠিত হলে বাঙালীদের মধ্যে নতুন প্রাণসঞ্চারিত হয়। ১৭ এপ্রিল এই সরকারের মন্ত্রিপরিষদ শপথ গ্রহণ করে। এ শপথ শুধু একটি অস্থায়ী সরকারের শপথ অনুষ্ঠান ছিল না-এ অগ্নিশপথের মধ্যে নিহিত ছিল পরাধীন পূর্ব বাংলাকে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও স্বাধীন করার প্রেরণা। বলতে দ্বিধা নেই, মুজিবনগর সরকার গঠন ও তাদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের ফলে দেশ-বিদেশে বাঙালীদের পক্ষে জনমত সুদৃঢ় হয়। তখন বাংলাদেশবিরোধী চক্র ছাড়া পৃথিবীর সব শান্তি ও স্বাধীনতাকামী মানুষই বাংলাদেশকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানায়। মুজিবনগরের সরকারের যারা সম্মানিত সদস্য ছিলেন, তাদের মধ্যে দুই-একজন বাদে সবাই বাংলাদেশের অস্তিত্বে আস্থাবান ছিলেন। তারা একটি স্বাধীন স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ার জন্য শেষ পর্যন্ত বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে গেছেন। তৎকালীন মুজিবনগর সরকারের যারা প্রাণভোমরা ছিলেন-দুই-একজন বাদে তারা প্রত্যেকেই দেশপ্রেমিক ছিলেন। ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতার বিশ্বস্ত সহচর। ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিব হত্যাকান্ডের পর এরাও অনেকে অন্ধকার কারাপ্রকোষ্ঠে নির্মমভাবে নিহত হন।

মুজিবনগর সরকার বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানায় অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে গঠিত হলেও এদের কর্মকান্ড পরিচালিত হয় ভারতের মাটি থেকে। কলকাতা ৮ নম্বর থিয়েটার রোডের বাড়িতে এ সরকারের অফিস স্থাপন করা হয়। সেখান থেকেই পরিচালিত হয় মুজিবনগর সরকারের চোখ ধাঁধানো কর্মকান্ড। মুজিবনগর সরকারের সবচেয়ে বড় অবদান বাংলাদেশকে স্বাধীনতা উপহার দেওয়া। সেদিন এ সরকারের সদস্যরা যেভাবে প্রতিটি কাজ সম্পন্ন করেছে, আজকের দিনে তা ভাবতে গেলে অবাক না হয়ে পারা যায় না।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে এগিয়ে যাচ্ছে আজকের নতুন বাংলাদেশ। এই নতুন বাংলাদেশ এক সময় 'তলাবিহীন ঝুড়ি' বলে খেতাব পেলেও এখন এদেশ বিশ্বের সামনে উন্নয়নের রোল মডেল হিসাবে পরিগণিত। বাংলাদেশের এ উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে ১৯৭১ সালের মতো সব বাঙালীকেই আজ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অংশগ্রহণ করা দরকার।

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে আমিও লড়াই করেছি। খুব কাছ থেকে দেখেছি মুজিবনগর সরকারের কর্মকান্ড। মুক্তিযুদ্ধের প্রতিটি ঘটনাই মুজিবনগর সরকার গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতেন। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া থেকে শুরু করে বহির্বিশ্বের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করাসহ এমন কোনো কাজ নেই, যা তারা করেনি। এমনকি যুদ্ধ-আক্রান্ত বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করে যুদ্ধ পরিচালনার কৌশলও নির্ধারণ করে মুজিবনগর সরকার। দেশ ও দেশের মানুষের জন্য মুজিবনগর সরকারের অনন্য অবদান আজ আমরা অনেকেই ভুলতে বসেছি। কেউ কেউ সেই ইতিহাস ভোলানোর ষড়যন্ত্রও করেছে। এখনো সেই ষড়যন্ত্র অব্যাহত আছে বলেই মনে করি।

একটি অসম যুদ্ধ পরিস্থিতি মোকাবিলা করেও কিভাবে নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত মুজিবনগর সরকার মুক্তিযুদ্ধে প্রেরণা জুগিয়েছে, তার একটি উদাহরণ তুলে ধরতে চাই। মুক্তিযুদ্ধ যখন চলছে, আমি তখন ন্যাপকর্মী (ন্যাপ মোজাফফর)। সে সময় কলকাতায় ন্যাপ অফিসের যাত্রা শুরু হলে আমি তখন পার্টি কর্তৃক অফিস সম্পাদক হিসাবে ন্যাপ অফিসের দায়িত্বভার গ্রহণ করি। আমাদের অফিসে তখন অনেক মানুষই আসতেন। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির জন্য তখন বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো। তেমনি একটি বিষয় ছিল প্রকাশনা। একদিন আমি গ্রেনেড হাতে নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার দৃশ্য সংবলিত 'মুক্তিযুদ্ধের জয়ের কৌশল' নামে একটি বইয়ের কভার এঁকে দেওয়ার অনুরোধ জানাই পটুয়া কামরুল হাসানকে। সেদিন কামরুল হাসানের সঙ্গে বরেণ্য কথাসাহিত্যিক শওকত ওসমানও ছিলেন। তিনি আমার এ প্রস্তাবে রাজি না হয়ে বরং উত্তেজিত হয়ে আমাকে বলেন-'ইডিয়েট, কামরুলের কী গ্রেনেড আঁকার জন্য জন্ম হয়েছে? যে কোনো আর্মির বইয়ে গ্রেনেডের ছবি পাবে; তাই দিয়ে বইয়ের প্রচ্ছদ এঁকে নাও।' এই বলে তিনি হনহন করে চলে যান। পরের দিন 'ওরা মানুষ হত্যা করছে, আসুন আমরা পশু হত্যা করি' (ANNIHILATE, THESE DEMONS) সংবলিত ক্যাপশন সহযোগে ইয়াহিয়ার দানবাকৃতি মুখের রক্তাক্ত ছবি সহযোগে একটি পোস্টার ডিজাইন করে নিয়ে আসেন। এ পোস্টার দেখে আমি ভীষণ খুশি হয়ে উঠি এবং তাকে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন ভাইয়ের কাছে যেতে বলি। তৎকালীন মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদও পোস্টারটি দেখে অত্যন্ত খুশি হন এবং পটুয়া কামরুল হাসানকে আর্থিকভাবে পুরস্কৃত করেন। এ পোস্টারটি পরবর্তী সময়ে মুজিবনগর সরকার কর্তৃক প্রকাশিত হয় এবং সারা বিশ্বে ব্যাপক আলোড়ন তোলে।

কথাটি এ কারণে বললাম যে, একটি সরকার যখন প্রবাসের মাটিতে বসে স্বদেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য প্রাণপণ লড়াই করে যাচ্ছে, তখন একটি সামান্য পোস্টার নিয়েও যে সেই সরকার কতটা আবেগী ছিল; সেটা পরিষ্কার বোঝা যায়। মুজিবনগর সরকার বাঙালীর বিজয় ত্বরান্বিত করতে এমন কোনো পদক্ষেপ নেই, যা তারা গ্রহণ করেনি। এ প্রসঙ্গে আট সদস্যবিশিষ্ট ক্যাবিনেট কলসালটিং কমিটির কথা উল্লেখ করা আবশ্যক। এ কমিটিতে ছিলেন-তাজউদ্দীন আহমদ, এএইচএম কামরুজ্জামান, ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী, খন্দকার মোশতাক আহমেদ, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ, কমরেড মনি সিং, মনোরঞ্জন ধর প্রমুখ। এ ক্যাবিনেট কলসালটিং কমিটির দূরদর্শিতার কারণেই রাশিয়া জাতিসংঘে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবের বিপক্ষে ভেটো দেয় এবং আমেরিকার সপ্তম নৌবহরের বিরুদ্ধে রাশিয়া ২০তম নৌবহর পাঠানোর ঘোষণা দিলে সপ্তম নৌবহর ফেরত যেতে বাধ্য হয়। বহির্বিশ্বে বাঙালীদের পক্ষে ব্যাপক জনমত গড়ে ওঠে। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমেরিকা, চীন, মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ দেশ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ছিল। এমনকি ক্যাবিনেট কনসালটিং কমিটির সদস্য বিশ্বাসঘাতক খন্দকার মোশতাক আহমেদও নানারকম ষড়যন্ত্র করেছিল মুজিবনগর সরকারের বিরুদ্ধে। এদের বিরোধিতা সত্ত্বেও মুজিবনগর সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনে। বাঙালীর স্বল্পশক্তি দিয়ে পাকিস্তানের মতো একটি বৃহৎ শক্তিকে পরাজিত করার ইতিহাস মুজিবনগর সরকারের হাতেই রচিত হয়েছিল। এ জন্য মুজিবনগর সরকারকে চিরদিন আমাদের শ্রদ্ধা জানাতে হবে।

আজকের বাংলাদেশ মূলত ত্রিশ লাখ শহীদের প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত। কিন্তু এ অর্জনের পেছনে ছিল মুজিবনগর সরকারের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও জাতীয় চার নেতা-সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী, এএইচএম কামরুজ্জামানের অসামান্য আত্মত্যাগ। মুজিবনগর সরকার সেদিন সব রকমের প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে যেভাবে বাংলার মাটিকে শত্রুমুক্ত করে স্বাধীনতা আনে, তা এক বিস্ময়কর মহা-উপাখ্যানই বটে। মুজিবনগর সরকারের প্রসঙ্গ এলেই কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করতে হয় ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও তার সরকারকে। এ ছাড়া ডিপি ধর, পিএন হাকসার ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ব্রেজনেভ, পদগোর্নি, কোসিগিনের ভূমিকার কথাও বিনম্রচিত্তে স্মরণ করতে হয়। সেদিনের সেই প্রতিকূল পরিবেশে বাঙালী ও বাংলাদেশবান্ধব এসব মহান মানুষ ও তাদের দেশ আমাদের পাশে না দাঁড়ালে যুদ্ধ নিঃসন্দেহে আরও দীর্ঘায়িত হতো এবং বাঙালীর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পেত।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে এগিয়ে যাচ্ছে আজকের নতুন বাংলাদেশ। এই নতুন বাংলাদেশ এক সময় 'তলাবিহীন ঝুড়ি' বলে খেতাব পেলেও এখন এদেশ বিশ্বের সামনে উন্নয়নের রোল মডেল হিসাবে পরিগণিত। বাংলাদেশের এ উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে ১৯৭১ সালের মতো সব বাঙালীকেই আজ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অংশগ্রহণ করা দরকার। দল-মত-নির্বিশেষে সবশ্রেণি পেশার মানুষ এদেশকে গড়ে না তুললে কোনো উন্নয়নই টেকসই হবে না। দেশের স্বার্থে, মুক্তিযুদ্ধে নিহত এবং সম্ভ্রম হারানো মা-বোনের ত্যাগকে মহিমান্বিত করতে আজ আমাদের সব বিভেদ ভুলে গিয়ে ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিলের মতো আবার শপথ নিতে হবে-এদেশ আমাদের অহঙ্কার। আমাদের দেশ আমরাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় এবং মুজিব আদর্শে গড়ে তুলব। জয় বাংলা।

লেখক: রাজনীতিবিদ, লেখক। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ফর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ



বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া



SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

QATAR AIRWAYS

Emirates

TURKISH AIRLINES

SAUDIA

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

Digital Travel Astoria

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

We are on Facebook

website: www.digitaltraveltour.com

কী পরিকল্পনায় ছিল পাকিস্তান

মো: ইখতিয়ার উদ্দিন রিবা

ক) ১৯৬৯ সালের ১৪ ডিসেম্বর আমেরিকার রাষ্ট্রদূত রাওয়ালপিন্ডি থেকে পূর্ব পাকিস্তান প্রসঙ্গে পাকিস্তানী জনমতের প্রেরিত রিপোর্টে বলেছেন যে, 'one hears talk of possible secession by East Pakistan but the Pathans... getting rid of the troublesome Bengali.' (পূর্ব- পাকিস্তানের সম্ভাব্য বিচ্ছিন্নতার কথা শোনা গেলেও সেটি পাকিস্তানের জন্য কোনো দুঃখজনক আঘাত বলে পাঠানরা সার্বজনীনভাবে মনে করে না। বিরক্তিকর বাঙালিদের বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়ায় এমনকি অনেকে আনন্দিত)। (তথ্য-পূর্বোল্লিখিত The American Papers, 1965-1973, p-309)

খ) বইটির ৩৮২ পৃষ্ঠা মতে, ১৯৭০ সালের ১ জুন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে এক সম্মেলনে খান আবদুল কাইউম খান আফগানিস্তান ও ইরানের সাথে পাকিস্তানের কনফেডারেশন করার পক্ষে বক্তব্য দেন। ফলে শেখ মুজিব একে 'বিশ্বাসঘাতকতা' বলে আখ্যায়িত করেন। দৃশ্যত তার বাঙালী জাতীয়তাবাদের প্রতি-উত্তরে কাইউম খান বলেন, 'আমরা সর্বক্ষেত্রেই পরস্পরকে অধিকতর সহযোগিতা করতে পারি।'

গ) নিউইয়র্কের The Capital Express পত্রিকার সম্পাদক বি. জেড খসরুর 'Myths and Facts, Bangladesh Liberation War' বইটির ৫৯ পৃষ্ঠায় : আসন্ন নির্বাচন ও পূর্ব পাকিস্তান প্রসঙ্গে বেলুচিস্তানের গভর্নর গাউস বকশ বিজেনজোর এক প্রশ্নোত্তরে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বলেন, 'Sooner or later East Pakistan will have to be amputed. And, if at all that is to happen, why let them suck our blood for two or three more years?' (আজ হোক বা কাল, পূর্ব পাকিস্তানকে কর্তন করতেই হবে। যদি তাই হয় তবে আরো দুই বা তিন বছর কেন তাদেরকে আমাদের রক্ত চুষতে দেবো?)

ঘ) Richard Sission and Leo E. Rose wjwLZ War and Secession, Pakistan, India, and the Creation of Bangladesh বই-এর ১৫০-১৫১ পৃষ্ঠার তথ্য মতে, ১৯৭১-এ পূর্ব পাকিস্তান বিষয়ে কোনোভাবেই ভারতকে না জড়ানোর প্রকাশ্য পরামর্শ দিয়েছিলেন প্রবীণ নেতা রাজা গোপালাচারী, তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম. করুণানিধি এবং প্রাক্তন সেনাপ্রধান জেনারেল কারিয়াপ্পা। ভারতীয় কিছু কর্মকর্তারও মতামত ছিল, 'Indian interests were better served by an East Pakistan that was, in fact, ÔcaptiveÕ to India, and thus a complication to decision making in Islamabad, than they would be by a seeond large Islamic state in the subcontinent.' (উপমহাদেশে দ্বিতীয় বৃহত্তর ইসলামী রাষ্ট্র হওয়ার চেয়ে ভারতীয় স্বার্থ বেশি রক্ষিত হতো পূর্ব পাকিস্তানে, যা বস্তুত বন্দিরূপে ভারতে আবদ্ধ থাকার জন্য ইসলামাবাদের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ জটিল হতো)

ঙ) ১৯৭১ সালের ৪ ডিসেম্বর। পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে ভারত সেনা অগ্রসর করানোয় ইংল্যান্ডের ডেইলি মিরর পত্রিকায় জন পিলজার ভারতকে প্রথম আক্রমণকারী বলে অভিহিত করেন। প্রতি-উত্তরে ইন্দিরা গান্ধী বলেন, 'If any country thinks that calling us aggressor it can press us to forget our national interest, then that eountry is living in its own foolÕs paradise.' (যদি কোনো দেশ আমাদেরকে প্রথম আক্রমণকারী বলে আমাদের জাতীয় স্বার্থ ভুলাতে চাপ দিয়ে থাকে, তবে সে দেশ তারই বোকার স্বর্গে বাস করছে)। (পূর্বোল্লিখিত Bangladesh Documents, v-2, p-224)

চ) রাশিয়া ঐ যুদ্ধে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করলেও, পাকিস্তানের পরাজয়ের অবস্থায় ১২-১৪ ডিসেম্বর আফগান বাদশাহ জহির শাহ অনিমন্ত্রিতভাবে মস্কো গিয়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে আফগানিস্তানের সাথে যুক্ত করার অনুরোধ করলে রাশিয়া অসম্মতি জানায়। অবশ্য এর কারণ তার গোপন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সময়ের অপেক্ষা। অর্থাৎ এর মাত্র সাত বছর পরেই ১৯৭৯ সালের ১৬ জানুয়ারী ইরানের শাহানশার দেশ ত্যাগ এবং ২৭ ডিসেম্বর আফগানিস্তানে সোভিয়েত রাশিয়ার সামরিক অভিযান শুরু।

রাশিয়া ঐ যুদ্ধে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করলেও, পাকিস্তানের পরাজয়ের অবস্থায় ১২-১৪ ডিসেম্বর আফগান বাদশাহ জহির শাহ অনিমন্ত্রিতভাবে মস্কো গিয়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে আফগানিস্তানের সাথে যুক্ত করার অনুরোধ করলে রাশিয়া অসম্মতি জানায়। অবশ্য এর কারণ তার গোপন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সময়ের অপেক্ষা। অর্থাৎ এর মাত্র সাত বছর পরেই ১৯৭৯ সালের ১৬ জানুয়ারী ইরানের শাহানশার দেশ ত্যাগ এবং ২৭ ডিসেম্বর আফগানিস্তানে সোভিয়েত রাশিয়ার সামরিক অভিযান শুরু।

ছ) ১৯৭১ সালের ১৫ ডিসেম্বর মোটামুটি একটি আপস-রফার রাশিয়ান সমর্থিত প্রস্তাব জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে পোল্যান্ড কর্তৃক উত্থাপিত হলে ভুট্টো এর অনুলিপি ছিঁড়ে ক্রন্দনরত অবস্থায় কক্ষ থেকে দ্রুত বের হয়ে যান। ফলে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব না হওয়ায় পরের দিন ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে পূর্ব পাকিস্তানে সেনারা আত্মসমর্পণ করেন। (তথ্যে বলা হয়, ৩৪ হাজার নিয়মিত সেনা+১১ হাজার মিলিশিয়া ও বেসামরিক পুলিশ। শিশু ও মহিলাসহ বেসামরিক নাগরিক আরো ৪৭ হাজারসহ মোট সংখ্যা ৯২ হাজার)

জ) অবশ্য এদেরকে নিরাপদে ফিরিয়ে নিতে পারার মতো ব্যবস্থা আগেই করা হয়েছিল। পাকিস্তানের অতি গোপন সহযোগিতা ও মধ্যস্থতায় চীন-মার্কিন কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার ১৯৭১ সালের ৯ জুলাই পাকিস্তান থেকে চীনে গিয়ে বিষয়টি চূড়ান্ত করেন। ২৫ অক্টোবর জাতিসঙ্ঘ থেকে তাইওয়ানকে বহিষ্কার করিয়ে তার সদস্য পদ দেয়া হয় চীনকে, যার সময়মতো বারংবারের ভেটোতে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার আলোচিত হয় ও জাতিসঙ্ঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ প্রাপ্তি আটকে যায়। অবশেষে ভারতের মধ্যস্থতায় পাকিস্তানের স্বীকৃতি প্রদান এবং ভারতের জিম্মায় বন্দী থাকা ১৯৫ যুদ্ধাপরাধীসহ সব সৈন্য প্রত্যাবর্তনে অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে যায়। কিন্তু, বাংলাদেশকে তার ন্যায্য ভাগ না দেয়ার উছিলাগত যুদ্ধে যেন চিরস্থায়ী দায়মুক্তি নিয়ে গেল পাকিস্তান।

ঝ) অ্যান্থনি মাসকারেনহাসের 'A Legacy of Blood' বই-এর ৮৭ পৃষ্ঠা মতে, ১৯৭৫-এর শেষদিকে খন্দকার মোশতাক আহমদের ক্ষমতা গ্রহণের পরে পাকিস্তানের সাথে সুসম্পর্ক বা এমনকি পুনঃএকত্রীকরণে অনেকের প্রচেষ্টায় ভুট্টোর ছিল আপত্তি। তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আজিজ আহামদ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে বলেছিলেন, 'রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সম্পর্ক বা আরো একটু বেশি ছাড়া আর কিছুই নয়। অতি উৎসাহী কিছু লোক আছে যারা বেশি কিছু চায়; কিন্তু তাদেরকে উৎসাহিত করছি না, বরং নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।'

ঞ) সম্ভবত, সালটি ১৯৮০ বা '৮১। বাংলাদেশের সাথে উন্নত সম্পর্ক স্থাপনে করাচিতে একটা প্রবল জনমত প্রকাশ পায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে সে দেশের প্রভাবশালী দৈনিক জং পত্রিকায় জনৈক রাশেদি অথবা কোরেইশি নামীয় এক রাজনৈতিক নেতার কলাম প্রকাশিত হয়। ওই দিনই প্রবাসে এক সহকর্মী আমাকে সেটি পড়ে শোনান। এটাতে লেখকের সার কথাটি ছিল, 'আইউব খান পূর্ব পাকিস্তানকে ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন। তাই যা হওয়ার, সেটিই হয়েছে; আবার কী?' 'আসসালামু আলাইকুম, খোদা হাফেজ' বলে লেখায় ইতি টানা হয়।

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে পেজনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকার যে কোন নতুন ব্যবসার নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে বসবাস করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
চাকরি দেয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি/পরিচালক হয়ে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং ৩ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিপ্যারালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

আবদুল আজিজ নঈমীর পিতৃবিয়োগ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন উত্তর আমেরিকা ইনক'র সদ্য বিদায়ী সভাপতি আবদুল আজিজ নঈমীর পিতা আলহাজ্ব আবদুস ছমদ সওদাগর ইন্তেকাল করেছেন। তিনি বার্ধক্যজনিত রোগে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ২০ মার্চ রোববার রাত সাড়ে ৯টায় চট্টগ্রামের সার্জিস্কোপ মেডিকেল সেন্টারে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৮ বছর। মৃত্যুকালে তিনি ৪ ছেলে, ২ মেয়ে নাতি-নাতনিসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে যান। পরদিন ২১ মার্চ সোমবার চট্টগ্রাম শহরের দেবপাহাড় জামে মসজিদে জোহরের নামাজের পর মরহুমের প্রথম নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ঐদিন আছরের নামাজের পর গ্রামের বাড়ি রাঙ্গুনিয়া উপজেলার সরফভাটা ইউনিয়নের আবদুর রাজ্জাক কারিগর মাদ্রাসা মাঠে দ্বিতীয় নামাজে জানাজা শেষে মীরেরখিল ছমদ মেম্বার বাড়ি জামে মসজিদের সামনে পারিবারিক কবরস্থানে তার মরদেহ দাফন করা হয়।



শোক প্রকাশ: আলহাজ্ব আবদুস ছমদ সওদাগরের মৃত্যুতে তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ এমপি। এক বিবৃতিতে তিনি তার রূহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং তার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

এছাড়াও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলাম-নাই এসোসিয়েশন উত্তর আমেরিকা ইনক'র পক্ষ থেকে সংগঠনের সভাপতি সাবিনা শারমিন নিহার ও সাধারণ সম্পাদক রতন চৌধুরী গভীর শোক প্রকাশ করে মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

Alam Podiatry, P.C.

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY
১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো আমাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশাকরি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানোর চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

ব্রুকলীন থেকে ওবায়েদ খানের প্রশ্নঃ

আমার চাচা আমার বাবার জন্যে আবেদন করেছিলেন। আবেদনে উল্লেখ করা ছিলো যে তিনি বিবাহিত এবং তার সন্তান আছে। কিন্তু যখন ইউএস সিটিজেনশীপ এবং ইমিগ্রেশন সার্ভিস থেকে পিটিশন এপ্রুভ হয়েছিলো ঐ এপ্রুভাল নোটিশে শুধুমাত্র আমার বাবার নাম উল্লেখ করা ছিলো।

এ কারণে এখন আমার জানার বিষয় হচ্ছে আমার মা এবং ভাইয়ের জন্যে এ ব্যাপারে কোন সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে কিনা? আমি আপনার পরামর্শর অপেক্ষায় রইলাম। অনুগ্রহ করে আমাকে যথার্থ পরাশর্ম দিয়ে উপকৃত করবেন।

ওবায়েদ খানের প্রশ্নের উত্তরঃ

আমার ধারনা আপনার ভাই অবিবাহিত এবং ২১ নিম্ন বয়সের। 'ডিরাইভেটিভ বেনিফিসিয়ারী' হিসেবে আপনার বাবার সাথে ইমিগ্রেশন ভিসার জন্যে কোয়ালিফাই করবেন। ডিরাইভেটিভ বেনিফিশিয়ারী হচ্ছে- একজন ইমিগ্র্যান্ট হবেন এমন ব্যক্তির স্পাউস অনুর্ধ ও অবিবাহিত।

এই অবিবাহিত এবং অনুর্ধ ২১ বছর বয়সের সন্তান ঐ ব্যক্তির ফ্যামিলি অথবা এমপ্লয়মেন্ট প্রেফারেন্স ক্যাটাগরিতে পড়ে। আপনার চাচা পিটিশনার ফাইল করেছেন আপনার বাবার জন্যে। তারপর ডিরাইভেটিভ বেনিফিশিয়ারী প্রক্রিয়ায় আপনার মা এবং ভাই পেপার ওয়ার্কের জন্যে অন্তর্ভুক্ত হবেন।

এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্যে একজন অভিজ্ঞ এটর্নীর সাথে দেখা করে আলোচনা করবেন।

কুইন্স থেকে সোহেল খানের প্রশ্নঃ

আমি একজন ইউএস এর সিটিজেন। আজ আমি আমার একটা বিশেষ প্রয়োজনে এই বিভাগে আপনার পরামর্শের জন্যে লিখছি। বিষয়টি হচ্ছে আমার এদেশে আসার সময় আমার মায়ের জন্ম তারিখ উল্লেখ করতে হয়েছিলো। কিন্তু আমার মায়ের যে জন্ম তারিখ উল্লেখ করেছিলাম সেখানে ভুল জন্মতারিখ দেয়া হয়েছিলো। যদিও সব জায়গায় একই জন্ম তারিখের উল্লেখ ছিলো। কিন্তু একন আমি আমার মায়ের জন্ম তারিখ পরিবর্তন করতে চাই। কিন্তু এ জন্ম তারিখ পরিবর্তন করতে পারব কিনা?

আমার মায়ের জন্ম তারিখ পরিবর্তন করা না গেলে আমার ভাইবোনের জন্ম তারিখ পরিবর্তন করতে হবে। এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই আর তাহলো যে আমার বাবা মায়ের বিয়ের সময় তাদের ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন করা হয় নাই। সে কারণে এখন কিভাবে সেটি দেখাবো?

সোহেল খানের প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনার মা বাবার জন্ম তারিখ সম্পর্কে যা বলতে চাই তা হচ্ছে যে তাদের জন্ম তারিখ সম্পর্কে সঠিক সহ দেবেন। আগে উল্লেখ করা জন্ম তারিখ ভুল ছিলো বলে সত্য কথা উল্লেখ করা ভালো।

আর আপনার মা বাবার যে তারিখে বিয়ে হয়েছিলো অর্থাৎ ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশনে যে তারিখ বিয়ে হয়েছে সেই সঠিক তারিখ দিয়ে ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট উঠাতে হবে। এ ব্যাপারে আমাদের পরামর্শ হচ্ছে বিস্তারিত জানার জন্যে প্রয়োজনে যে কোনে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার আগে একজন অভিজ্ঞ এটর্নীর সাথে আলোচনা করা ভালো। কারণ ভুল করে অসুবিধায় পড়ার চাইতে আগে থেকে পরামর্শ নিয়ে সঠিক পথে অগ্রসর হওয়া ভালো বলে আমরা মনে করি।



আপনাদের জন্যে আরো একটি পরামর্শ হচ্ছে আপনারা যদি নিয়মিত আমাদের এই বিভাগ পড়েন তবে তা থেকে হয়তো আপনার প্রশ্নের মতো প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে ধারণা পেয়ে যাবেন।

নিউইয়র্ক থেকে হাসান চৌধুরীর প্রশ্নঃ

আমি ভিজিট ভিসায় এদেশে এসে কে কেসের জন্যে ফাইল করেছিলাম আমার সেই কেসটি অস্বীকৃতি হয়ে গেছে এবং আমার উপর ডিপোর্টেশন অর্ডার আছে। তারপর আমি এখানে বিয়ে করেছি। আমার স্ত্রী একজন ইউএস সিটিজেন। একজন ইউএস সিটিজেন হিসেবে সে আমার জন্যে আবেদন করতে চায়। কিন্তু আমার জানার বিষয় হচ্ছে যেহেতু আমার উপর ডিপোর্টেশন অর্ডার আছে সেকারণে আমার ইউসে সিটিজেন স্ত্রী আপমার জন্যে আবেদন করার ব্যাপারে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে কিনা?

এই বিভাবের মাধ্যমে আপনার পরামর্শ পেলে উপকৃত হবো এবং কৃতজ্ঞ থাকবো।

হাসান চৌধুরীর প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনার কেস অস্বীকৃত হবার পর আপনার উপর ডিপোর্টেশন অর্ডার আছে। এরপর একজন ইউসে সিটিজেনকে বিয়ে করেছেন বলে চিঠিতে উল্লেখ করেছেন।

এ ব্যাপারে আমাদের পরামর্শ হচ্ছে প্রথমতঃ আপনি যা করতে পারেন তা হচ্ছে, আপনার স্ত্রী ইউএসসিআইএসকে আই-১৩০ ফর্ম স্বাক্ষর করে এই মর্মে পাঠাবেন যে আপনি বিবাহিত এবং আপনাকে বেনিফিট দেয়ার জন্যে আবেদনে করছেন।

কোন ইউএস নাগরিককে বিয়ে করার ভিত্তিতে গ্রিনকার্ডের জন্য আবেদন করতে আপনাকে প্রথমে রিম্যুভাল আদেশ মুক্ত করতে হবে। এ জন্যে সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে রিম্যুভাল কেস পুনরুজ্জীবিত করে তা খারিজ করে চিফ কাউন্সেলের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য আবেদন করা। কারো যদি আইনগতভাবে পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন ঝামেলা না থাকে এবং এদেশের আইন মান্য করে চলার ক্ষেত্রে বিঘ্ন না ঘটে আরো সেই সাথে কোন ক্রিমিনাল রেকর্ড না থাকে তবে তার রিম্যুভাল আদেশ খালিজ করে দেয়ার নীতি গত বছর থেকে প্রবর্তন করা হয়েছে।

এই সাথে উল্লেখ যে আপনার যদি আই-১৩০ ইতোমধ্যেই অনুমোদিত হয়ে থাকে, তবে আপনার সম্ভাবনা ক্ষেত্র উজ্জ্বল। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি একবার অনুমোদন দিলে তা সোশাল হিসেবে ইমিগ্রেশন কোর্ডে উত্থাপিত হবে। আর তখন কেসটি রিওপেন হবে এবং আপনি গ্রিনকার্ডের জন্যে আবেদন করার যোগ্যতা অর্জন করবেন।

এ ব্যাপারে প্রয়োজনবোধে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে আলোচনা করতে পারেন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের করোনামুক্ত সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪
ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০
ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

* Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases
* Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

শ্রীলঙ্কায় উত্তেজনা দাঙ্গায় রূপ নিতে পারে

গত ৩ এপ্রিল রোববার শ্রীলঙ্কার মন্ত্রীরা নিজ নিজ দপ্তর থেকে পদত্যাগ করেছেন। তবে এই পদত্যাগ দেশের চলমান অর্থনৈতিক সংকটের সমাধান খুঁজে পেতে ব্যর্থ সরকারের হতাশার বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। যাই হোক, এই পদক্ষেপ সংকট সমাধানের পথ তৈরি কিংবা সংকট কমিয়ে আনার মতো কোনো কাজেই লাগবে না।

বিদায়ি সরকারের মূল সমস্যা হচ্ছে মানুষ যে যন্ত্রণা সয়ে আসছে, তা বুঝতে না পারা।

গত বছর রাসায়নিক সার ও অন্যান্য কৃষি-রাসায়নিক আমদানির ওপর সরকার অযৌক্তিক নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল। এরপর কৃষকরা যখন সারের অভাবে ভুগে আন্দোলনে নামেন, তখন কৃষিমন্ত্রী মাহিন্দানন্দ আলুথগামেজ পাল্টা অভিযোগ দাঁড় করিয়েছিলেন যে এই আন্দোলনের পেছনে বিরোধী দলগুলো জড়িত। তাঁর যুক্তি ছিল, কৃষকদের আন্দোলন করার কোনো কারণই নেই। পরে তিনি একেবারেই ভুল প্রমাণিত হন এবং শেষ পর্যন্ত কৃষি-রাসায়নিকের ওপর নিষেধাজ্ঞায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য সরকার ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করে। সেই ক্ষতিপূরণ সরকার এখনো দেয়নি বলে কৃষকদের অভিযোগ আরেকটি ভিন্ন গল্প।

একইভাবে বিদায়ি সরকারের নেতারা ঊর্ধ্বমুখী দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকারের ব্যর্থতা এবং গ্যাস, জ্বালানি ও বিদ্যুতের সীমাহীন সংকটের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়া বিক্ষোভের জন্য বিরোধী দলগুলোকে দায়ী করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু এই বিক্ষোভের সমর্থনে সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টগুলোর যে ধরন এবং আন্দোলনকারীদের যে অসংগঠিত বৈশিষ্ট্য, তাতে এটা স্পষ্ট যে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই মাঠে নেমেছেন। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিক্ষোভের আয়োজন করেছেন, যাঁদের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টলতা রয়েছে।



এখন এই দোষারোপে না গিয়ে অভূতপূর্ব মূল্যবৃদ্ধির পরও জনগণ যে ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে তার জন্য সরকারের অবশ্যই প্রশংসা করা উচিত। কারণ অল্প সময়ের মধ্যে কিছু ক্ষেত্রে তিন গুণ মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে এবং এ ক্ষেত্রে এটাও স্পষ্ট ছিল যে সরকারের নিষ্ক্রিয়তা ও ত্রুটিপূর্ণ পদক্ষেপগুলোই এ জন্য দায়ী। মূল্য নিয়ন্ত্রণকে চ্যালেঞ্জ করা বাণিজ্য মাফিয়াদের সামনে সরকারের নিষ্ক্রিয়তা এবং এ বিষয়কে কেন্দ্র করে গত বছর সরকারের জরুরি অবস্থা জারি করা ছিল একদমই অভাবনীয় বিষয়।

উদাহরণস্বরূপ, গত অক্টোবরে সরকার চিনির আমদানি শুল্ক প্রতি কেজিতে ৫০ রুপি থেকে কমিয়ে ২৫ সেন্ট করার পরও ব্যবসায়ীরা যখন চিনির দাম বাড়িয়েছিলেন, তখন আইন, ক্ষমতা ও হস্তক্ষেপ করার জন্য একটি প্রক্রিয়া থাকা সত্ত্বেও এ বিষয়ে কিছুই করেনি সরকার। পরে সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের এখতিয়ারে থাকা একই প্রক্রিয়া অকেজো হয়ে যায়, যখন ঘাটতি না থাকার পরও চালের দাম ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। এটা স্পষ্ট যে কর্তৃপক্ষ বাণিজ্য মাফিয়াদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত জনগণ যখন উঠে দাঁড়ায়, তখন সরকার দ্রুত জরুরি আইন আরোপের মতো নিপীড়নমূলক ব্যবস্থার আশ্রয় নেয়। তারা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয় যে দমনমূলক ব্যবস্থা পরিস্থিতিকে আরা তীব্র করে তুলতে পারে। এ ছাড়া বিক্ষোভকারীদের যখন চরমপন্থী অভিহিত করা হয়, তখন লোকজনের মধ্যে আন্দোলনের প্রতি অপ্রতিরোধ্য সমর্থন জোগায়।

বিদায়ি সরকারের নেতারা যদি এখনো বুঝতে না পারেন এবং সত্যিকার অর্থেই জনগণের ক্ষোভ উপলব্ধি করতে না চান, তাহলে তাঁদের অবশ্যই জনতার কাছে যেতে হবে। যদি সম্ভব হয়, তাহলে তাদের একটি সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হবে, 'আপনারা কিভাবে আপনাদের সন্তানের খাবার তৈরি করবেন, যদি আপনাদের বাড়িতে গ্যাস, কেরোসিন বা বিদ্যুৎ না থাকে?

প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষে গত সোমবার তাঁর নিজের শ্রীলঙ্কা পোদুজানা পেরামুনাসহ (এসএলপিপি) সংসদের সব রাজনৈতিক দলগুকে মন্ত্রিত্বের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে এবং দেশটির চলমান সংকট মোকাবেলায় একসঙ্গে কাজ করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। যদিও তাঁর দলের প্রশাসনের অযোগ্যতা মেনে নেওয়ার জন্য তাঁকে অবশ্যই প্রশংসা করা উচিত, তবু তিন বছর ধরে বিরোধীদের পরামর্শ উপেক্ষা করে তিনি কিভাবে শেষ পর্যন্ত বিরোধী দলগুলোর ক্ষমতার ওপর নির্ভর করার সিদ্ধান্ত নিলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়।

এই পরিস্থিতিতে যদি বিক্ষোভ অব্যাহত থাকে, তাহলে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য বা বিক্ষোভকারীদের ওপর রক্তাক্ত দমনের পরিবেশ তৈরি করার জন্য অসাধু গোষ্ঠী পরিস্থিতি নিজেদের পক্ষে নেওয়ার চেষ্টা করবে। মূলত বিক্ষোভের মালিকানা, নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশনা দেওয়ার মতো লোক না থাকায় এই গোষ্ঠীকে সহযোগিতা করতে পারে, যার প্রমাণ ইতিহাসেও রয়েছে। গত বৃহস্পতিবার মিরিহানায় প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষের বাসভবনের কাছে বিক্ষোভের সময় শত শত পুলিশ সদস্যের উপস্থিতিতেই একজন মাত্র ব্যক্তি সেনাবাহিনীর ব্যবহৃত একটি বাসে আগুন দেয়। এটি একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত।

সৌভাগ্যবশত, এখন পর্যন্ত এই ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার পথপ্রদর্শক হয়ে উঠিনি কেউ। কিন্তু এর কোনো নিশ্চয়তাও নেই। কারণ এই ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা সংক্রামক হয়ে উঠতে আমরা দেখেছি ১৯৮৭ সালে লঙ্কা-ভারত শান্তিচুক্তির বিরুদ্ধে বিক্ষোভের সময়।

এই পরিস্থিতিতে সর্বদলীয় সরকার গঠনের জন্য রাষ্ট্রপতির আহ্বানে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিক্রিয়া যা-ই হোক না কেন, শ্রীলঙ্কানদের সামনে একটি কঠিন সময় মুখোমুখি হতে হবে।

সূত্র: সম্পাদকীয়, দ্য মিরর (শ্রীলঙ্কা), ভাষান্তরিত অনলাইন থেকে।

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী
Moin Choudhury, Esq.
Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY
মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।
সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.
917-282-9256
Moin Choudhury, Esq
Email: moinlaw@gmail.com
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration
(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com



Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানের রাজনীতিতে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব

ড. ফরিদুল আলম

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ইউক্রেনের বাইরে দক্ষিণ এশিয়ার দুটি রাষ্ট্র শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তান চরম অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনায় দেখা যায়, দেশ দুটির অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিপর্যয়ের নেপথ্যে অনেক কারণের মধ্যে এই যুদ্ধ সবচেয়ে বড় একটি কারণ।

১৯৪৮ সালে স্বাধীনতা লাভের পর সবচেয়ে খারাপ সময় অতিক্রম করছে দক্ষিণ এশিয়ার দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলঙ্কা। দেশটিতে খাদ্য থেকে শুরু করে জ্বালানি, ওষুধ, স্কুলের শিক্ষার্থীদের কাগজসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের জন্য হাহাকার।

বিদ্যুৎ উৎপাদন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। রাতের বেলা সড়কবাতিগুলো নিভিয়ে দেওয়া হয়। রীতিমতো ঘোষণা দিয়ে প্রতিদিন ১০ থেকে ১২ ঘণ্টা বিদ্যুবিহীন থাকছে দেশটি। সাধারণ মানুষের ক্ষোভের মাত্রা এমন পর্যায়ে গেছে যে কয়েক দিন আগে তারা প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষের বাসভবন ঘেরাও করেছিল। অবস্থা বেগতিক দেখে সরকার জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে। এই জরুরি অবস্থার ঘোষণা সরকারকে আরো বেকায়দায় ফেলে দেয়। পুলিশ ও সেনাবাহিনী নির্বিচারে সাধারণ মানুষের ওপর হয়রানি চালানোর ক্ষমতা পেয়েছে–এই ধারণায় বিক্ষোভ আরো দানা বাঁধে। এমন অবস্থায় সরকারের ২৬ জন মন্ত্রী এবং ৪১ জন সংসদ সদস্য সরকার ও দল থেকে বের হয়ে যান এবং তাঁরাও রাজাপক্ষে ভ্রাতৃদ্বয়ের সরকারের পদত্যাগ দাবি করেন। প্রবল বিতর্কের মুখে অবশেষে গত ৫ এপ্রিল জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করা হয়। উল্লেখ্য, প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষের বড় ভাই সাবেক প্রেসিডেন্ট মাহিন্দা রাজাপক্ষে বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁরা মোট চার ভাই বর্তমান সরকারের ক্যাবিনেট মন্ত্রী, একজন নন-ক্যাবিনেট মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপক্ষের এক ছেলে নন-ক্যাবিনেট মন্ত্রী এবং তাঁদের পরিবারের মধ্য থেকে একাধিক সংসদ সদস্য রয়েছেন। এ ধরনের পরিবারতন্ত্র শ্রীলঙ্কার ইতিহাসে আগে কখনো দেখা যায়নি।

শ্রীলঙ্কার রাজনৈতিক পরিস্থিতির এই পর্যায়ে সর্বত্রই রাজাপক্ষে পরিবারের একচ্ছত্র পরিবারতন্ত্র কায়েমকে বড় করে দেখা হলেও সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনায় দেখা যায়, সরকারের কিছু উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা সময়ের বিবেচনায় যথার্থ হিসেবে বিবেচিত হয়নি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সমুদ্র থেকে উদ্ধার করা জায়গা নিয়ে কলম্বো পোর্ট সিটি, হাম্বানটোটা সমুদ্রবন্দর, হাম্বানটোটায় নতুন বিমানবন্দর এবং ৯৯ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের এক্সপ্রেসওয়ে। এর প্রতিটি প্রকল্পেই চীন ছিল অন্যতম ঋণ প্রদানকারী। এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নে গত এক দশকে শ্রীলঙ্কা চীনের কাছ থেকে ১০ বিলিয়ন ডলারের বেশি ঋণ নিয়েছে, অথচ সেই অর্থে দেশটিতে বিদেশি বিনিয়োগ ঘটেনি। দেখা যাচ্ছে, তাদের মোট ঋণের ১০ শতাংশ চীনের কাছ থেকে নেওয়া এবং অন্যান্য উৎস থেকে সার্বভৌম বন্ড ইস্যু করে তারা ঋণ নিয়েছে এবং বন্ড ইস্যু করে নেওয়া ঋণের পরিমাণ মোট ঋণের ৪৭ শতাংশ।

যখন দেখা গেল এই বন্ডের বিনিময়ে নেওয়া ঋণের কিস্তি পরিশোধের সময় চলে এসেছে তখন উপলব্ধি করা হলো যে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে অর্থের জোগান দেওয়া যাচ্ছে না। বলা হচ্ছে, চলতি বছরের মধ্যে তাদের সাত বিলিয়ন ডলারের বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করতে হবে, অথচ দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংকে গচ্ছিত আছে এক বিলিয়ন ডলারেরও কম। এ অবস্থায় নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণা করা সময়ের ব্যাপার মাত্র বলে অনুমান করা যায়।

অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাতে এ ক্ষেত্রে ভারত এগিয়ে এসেছে। তারা তাদের ক্রেডিট লাইন থেকে এক বিলিয়ন ডলার ঋণ সহায়তা দিয়েছে শ্রীলঙ্কাকে, যা দিয়ে তারা খাদ্য, ওষুধ, জ্বালানি এবং কিছু বকেয়া পরিশোধ করেছে। উল্লেখ্য, এর আগে গত বছর শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ নির্দেশনায় বাংলাদেশ সরকার শ্রীলঙ্কাকে ২০ কোটি ডলার ঋণ প্রদানের নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়, যা গত বছর প্রদান করা হয়েছে। দুঃখের বিষয় হচ্ছে, নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হলেও শ্রীলঙ্কা বাংলাদেশের দেওয়া ঋণের কোনো কিস্তি পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে। এরই মধ্যে তারা আবারও অতিরিক্ত ২৫ কোটি ডলার চেয়ে অনুরোধ করেছে। তাদের বর্তমান প্রয়োজনের বিবেচনায় আরো অনেক অর্থের প্রয়োজন। সরকার বিভিন্ন দেশের কাছে সহায়তা চেয়েছে।

> **এদিকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান এমন একসময়ে দেশটির প্রধানমন্ত্রী পদে অভিষিক্ত হন যখন পাকিস্তান পিপলস পার্টি ও মুসলিম লীগের (নওয়াজ) প্রতি সাধারণ মানুষের ঘৃণা চরমে গিয়ে পৌঁছেছিল। পাকিস্তানের সরকার ব্যবস্থায় অঘোষিতভাবে সেনাবাহিনীর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল বরাবরই। সরাসরি সেনাশাসনের অবসান ঘটলেও সরকারের অনেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সেনাবাহিনীর সম্পৃক্ততা থাকে।**

এই পরিস্থিতির জন্য মূলত দুটি কারণকে দায়ী করা যায়। প্রথমত, কভিড-১৯ জনিত কারণে তাদের আয়ের সবচেয়ে বড় উৎস পর্যটন খাত গত দুই বছরে মারাত্মকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। সবচেয়ে বেশি পর্যটক আসে যে দেশ থেকে সেই চীনা পর্যটকের সংখ্যা গত বছর ছিল মাত্র ৩০ শতাংশ। এ ছাড়া গোতাবায়া সরকার সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দেওয়ার জন্য করের পরিমাণ ১৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৮ শতাংশ করেছিল, যা অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে অর্থ সরবরাহ আরো কমিয়ে দেয়। কৃষিতে অর্গানিক পদ্ধতির মাধ্যমে ধীরে ধীরে ফলন বাড়ানোর কৌশল অবলম্বন করতে গিয়ে ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবের মধ্যে পড়েছে। খাদ্য আমদানির ৫০ শতাংশই রাশিয়া থেকে আসত, যা এখন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। যে উচ্চাভিলাষী প্রকল্পগুলোকে বর্তমানে দায়ী করা হচ্ছে, সেগুলো কিন্তু বর্তমান সরকারের আমলে গৃহীত নয়, বরং ১৫ বছরের পুরনো। বিশ্বরাজনীতি ও অর্থনীতির এই ক্ষণে এসে তাদের এর বিরূপ পরিস্থিতির শিকার হতে হচ্ছে।

এদিকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান এমন একসময়ে দেশটির প্রধানমন্ত্রী পদে অভিষিক্ত হন যখন পাকিস্তান পিপলস পার্টি ও মুসলিম লীগের (নওয়াজ) প্রতি সাধারণ মানুষের ঘৃণা চরমে গিয়ে পৌঁছেছিল। পাকিস্তানের সরকার ব্যবস্থায় অঘোষিতভাবে সেনাবাহিনীর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল বরাবরই। সরাসরি সেনাশাসনের অবসান ঘটলেও সরকারের অনেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সেনাবাহিনীর সম্পৃক্ততা থাকে। কিছুদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল সেনাপ্রধান কামার জাভেদ বাজওয়ার সঙ্গে ইমরান খানের সম্পর্ক ভালো না। সেনাবাহিনী প্রধানসহ শীর্ষ পদের কিছু কর্মকর্তার অভিযোগ, ইমরান খান সেনাবাহিনীর র‍্যাংককে পাত্তা না দিয়ে নিজের মতো করে তাঁর পছন্দের সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে সেনাবাহিনীর মধ্যে এক ধরনের বিভাজনের চেষ্টা করেছেন। তিনি ধারণা করেছিলেন, তাঁর আস্থাভাজন সেনা কর্মকর্তারা যেকোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তাঁর সঙ্গে থাকবেন। মূলত তাঁদের পরামর্শেই তিনি রাশিয়া কর্তৃক ইউক্রেনে আক্রমণ শুরু হওয়ার আগে রাশিয়া সফর করেন এবং যে মুহূর্তে রাশিয়া ইউক্রেনে হামলা শুরু করে সে সময় তিনি সেখানেই ছিলেন। বিষয়টি সেনাপ্রধানসহ সেনাবাহিনীর ইমরানবিরোধী অংশটি যুক্তরাষ্ট্রকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিল এবং যখন জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে রাশিয়ার বিরুদ্ধে আনা নিন্দা প্রস্তাবে পাকিস্তানের সমর্থন পাওয়া গেল না, তখন থেকে তা চরম আকার লাভ করে। এখানে উল্লেখ্য, ইমরান খানের বিরুদ্ধে অনেক দিন ধরেই সেনাবাহিনী, ধনকুবের ও পিটিআইয়ের প্রভাবশালী নেতা জাহাঙ্গীর তারিনের নেতৃত্বে তাঁর দলের একটি অংশ একাট্টা হচ্ছিল। তারা কেবল ইমরান খানকে ক্ষমতাচ্যুত করতে মোক্ষম সুযোগ খুঁজছিল। বস্তুত ইউক্রেন যুদ্ধের পর ইমরান খানের বিরুদ্ধে যখন অনাস্থা প্রস্তাব সংসদে উত্থাপন করা হয় তখন দেখা যায় মুত্তাহিদা কওমি মুভমেন্ট (এমকিউএম), যারা তাদের দলের ৯ জন সংসদ সদস্য নিয়ে ইমরান খানের সরকারকে সমর্থন দিয়েছিল, তারা সরকারের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে। এর বাইরে ইমরান খানের নিজ দলের দুই ডজনের অধিক সংসদ সদস্য দল থেকে বের হয়ে যান। পরিস্থিতি সব শেষে এমন পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছিল যে দেখা যায় অনাস্থা প্রস্তাবের ওপর ভোটাভুটি হলে ৩৪২ আসনের জাতীয় পরিষদে ১৯৯টি ভোট ইমরান খানের বিরুদ্ধে যায় এবং মাত্র ১৪২টি ভোট ইমরান খানের পক্ষে থাকে, অথচ অনাস্থা প্রস্তাব ঠেকিয়ে দেওয়ার জন্য তাঁর প্রয়োজন ১৭২টি ভোট। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে ইমরান খানের পরামর্শে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক জাতীয় পরিষদ বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। এর আগে পার্লামেন্টে সভাপতিত্বকারী ডেপুটি স্পিকার অনাস্থা প্রস্তাবকে অসাংবিধানিক আখ্যা দিয়ে তা বাতিল করে দেন। পরে বিষয়টি পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টে গড়ায়।

সার্বিক পরিস্থিতি বলছে, দক্ষিণ এশিয়ার এই দেশ দুটিতে সরকারের পতন আসন্ন। তবে মূল বিষয় হচ্ছে, বিদ্যমান বাস্তবতায় সরকারের পরিবর্তন তাদের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিতে ভারসাম্য আনতে পারবে না। পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা দুটি ভিন্ন অভ্যন্তরীণ সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। পাকিস্তানে যদি আগামী ৯০ দিনের মধ্যে জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং তা যদি নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন হয়, তাহলে বর্তমান জনমত জরিপ বলছে, ইমরান খানই আবার ক্ষমতাসীন হবেন। এ ক্ষেত্রে পাকিস্তানের প্রবল ক্ষমতাধর সেনাবাহিনী এটা হতে দেবে কি না সেটা এক বড় প্রশ্ন। আর শ্রীলঙ্কায় যদি রাজাপক্ষে পরিবারের বাইরের বিরোধীদের মধ্য থেকে কেউ সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পান, তাহলে তাঁরাই বা কী করে রাতারাতি দেশকে বিপুল ঋণের ভার থেকে মুক্ত করে সাধারণ মানুষের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনবেন–সেটাও এক বড় প্রশ্ন। একসময় হয়তো যুদ্ধ থেমে যাবে কিন্তু আজকের এই ক্ষত দক্ষিণ এশিয়ার দেশ দুটিতে অনেক দিন পর্যন্ত থেকে যাবে।

লেখক: অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

রুটির সঙ্কটে মিসর



মো: বজলুর রশীদ

ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধ পূর্ব ইউরোপের একটি অংশে হলেও মিসর ও আরব বিশ্বের কিছু দেশে তার বিষ নিঃশ্বাস পড়ছে। দরিদ্র মিসরীয়রা গমের রুটি খেয়েই জীবন ধারণ করেন। মূলত মিসরীয়দের কাছে গমের রুটি প্রিয় খাবার। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, মিসরে বছরে ৯৩ মিলিয়ন রুটি উৎপাদিত হয়। মিসরকে ফি বছর প্রায় ১৪ মিলিয়ন টন গম আমদানি করতে হয়। প্রায় সবটুকুর উৎস হলো রাশিয়া-ইউক্রেন। রাশিয়া থেকে ৯ মিলিয়ন ও ইউক্রেন থেকে তিন মিলিয়ন টন। মানে প্রয়োজনের ৯০ শতাংশ এই দুই দেশ থেকে আসে।

যুদ্ধের কারণে শিপিং বিপর্যয়ও প্রকট হয়েছে। তার পর যোগ হয়েছে আমেরিকান ও ইউরোপীয় নিষেধাজ্ঞা যার মধ্যে রয়েছে রাশিয়ান ব্যাংকগুলোতে সুইফট পেমেন্ট সিস্টেম বন্ধ করে দেয়া। জেনারেল আল সিসি কিভাবে অর্থ স্থানান্তর করবেন তা খুঁজে পাননি এখনো। সিসি এর মধ্যে সে দিন ঘোষণা দিয়েছে, গমের সরবরাহ নিয়ে উদ্বেগের কোনো কারণ নেই। কারণ মিসরে চার মাসেরও বেশি সময়ের গমের মজুদ রয়েছে এবং স্থানীয় গম-ফসল কাটার মৌসুমও এপ্রিলে শুরু হবে। সরকার আরো জানায়, অন্যান্য উৎস থেকে সঙ্কটের সময় গম পাওয়ার জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বিভিন্ন দেশে দুর্ভিক্ষ অবস্থা দেখা দিলেও সরকার ঘোষণা দেয়, পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য মজুদ রয়েছে- এখানেও এমনি অবস্থা।

কিন্তু অন্যান্য উৎস থেকে গম পেতে মিসরের ওপর আর্থিক চাপ সৃষ্টি হবে ও উচ্চ মূল্য দিতে হবে। সম্প্রতি মিসরীয় সরবরাহ মন্ত্রণালয় খরচের কারণে গম সংগ্রহের একটি আন্তর্জাতিক দরপত্র বাতিল করেছে। সরকার ভর্তুকি দিয়ে রুটির দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা এর আগে অনেকবার হয়েছে। তবে এ সময়ে মূল্য বৃদ্ধি পেলে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হবে। কেননা নানাবিধ কারণে জনগণ ফুঁসছে। সিসি সেনাবাহিনীকে ব্যাপক ক্ষমতা দিয়েছেন প্রশাসন ধরে রাখার জন্য; আবার না কখন সেনাবাহিনী-জনগণ মুখোমুখি অবস্থানে আসে।

> **আইএমএফ ঋণের শর্ত বাস্তবায়নে ভর্তুকির চূড়ান্ত বিলুপ্তির জন্য প্রতি বছর এটি হ্রাস করা হয়। জ্বালানি, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য অনেক কৌশলগত পণ্যসহ সব ভর্তুকি হ্রাস করা এক চলমান বিষয়। দরিদ্রদের জন্য এ পদ্ধতি এক অশনি সঙ্কেত। প্রায় ৩০.৩ মিলিয়ন মিসরীয় নাগরিক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। মহামারী বিস্তারের কারণে, দারিদ্র্যের হার আরো বৃদ্ধিই পেয়েছে।**

মিসরের পর্যটন শিল্প আয়ের এক সমৃদ্ধ খাত। কোভিড মহামারীর কারণে পর্যটন ধস থেকে বেরিয়ে আসার লড়াই যখন চলছে তখন ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধ সে প্রচেষ্টাকে হতাশ করেছে। মিসরীয় পর্যটন তথ্য মতে, সে দেশে রাশিয়ান ও ইউক্রেনীয় পর্যটকরা প্রতি বছর মিসরের মোট পর্যটকদের প্রায় ৩৩ শতাংশ হয়ে থাকেন। হুরগাদা ও শারম আল-শেখ মিসরের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পর্যটন শহরে পরিণত হয়েছে। রাশিয়ান ও ইউক্রেনীয় পর্যটনের নেতৃস্থানীয়দের গন্তব্য এখানেই। এসব পর্যটক যুদ্ধের পর সব রিজারভেশন বাতিল করে দিয়েছে, তাই আয়ও বন্ধ। যুদ্ধ শেষ হলেই যে, আবার সবাই দলে দলে মিসরে ছুটবে তার ভরসাও নেই। যুদ্ধে যে ধ্বংস ও উদ্বাস্তুর সংখ্যা সেগুলো নিরসন করতে এক দশক কুলাবে কি না, এখনো হিসাব-নিকাশ হয়নি।

অবশেষে মিসর ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট চাপে পড়ল। এর মধ্যে শীর্ষে রয়েছে জ্বালানির দাম। যুদ্ধের ফলে ২০১৪ সালের পর প্রথমবারের মতো ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ১০০ মার্কিন ডলারকে ছাপিয়ে ওপরে উঠেছিল। মিসরে তেল ব্যারেলগুলোর দাম ৬১ মার্কিন ডলার নির্ধারিত ছিল। এই বৃদ্ধির ফলে জ্বালানি ভর্তুকি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, ফলে সরকারি বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা পাগলা ঘোড়ায় পরিণত হতে চলেছে। নিট জ্বালানির দাম বাড়বে, মুদ্রাস্ফীতিকে হুমকির মুখে ফেলবে। গবেষকরা বলছেন, তেলের দাম ২০০ ডলারে উঠতে পারে!

মিসরীয় প্রবাদ আছে, 'যারা দরিদ্রদের জীবিকাকে টার্গেট করে তারা জিতে না'; রুটি আছে তো পরিবারে শান্তি আছে। ফরাসি বিপ্লব থেকে ১৯৭৭ সালে আনোয়ার সাদাতের বিরুদ্ধে মিসরীয় বিদ্রোহের অন্তরালে কাজ করেছে রুটি। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, আইএমএফের প্রেসক্রিপশন অনুসারে অর্থনীতির ধকল সামলাতে রুটির দাম বাড়ানো হয় ১ শতাংশ। একই সাথে আরো কিছু কৌশলগত পণ্যের দাম বাড়িয়ে বাজেট ঘাটতি মোকাবেলার জন্য এবং মিসরকে সেই ঘাটতি মোকাবেলায় সহায়তা করার জন্য আর্থিক ঋণ দিতে সম্মত হয় আইএমএফ। রুটির দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত রেডিও স্টেশনগুলোর মাধ্যমে সব মিসরীয়ের কাছে পৌঁছানোর সাথে সাথে ব্যাপক বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে এবং পুলিশ তাদের মুখোমুখি হতে অক্ষম হয়। সরকার এই মূল্যবৃদ্ধি থেকে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল, তবে তা কিছু সময়ের জন্য, আজকের বিশাল মূল্য বৃদ্ধির সাথে তুলনীয় নয়।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নাগরিকদের ক্লান্ত-অবসন্ন করে দেয়, কেবল দরিদ্রই নয় বরং মধ্যবিত্ত শ্রেণীও ভুক্তভোগী হয়। তবে দ্রুত মিসরে মধ্যবিত্ত শ্রেণী হ্রাস পাচ্ছে; কেননা এই শ্রেণী দরিদ্র শ্রেণীর সাথে যোগ হচ্ছে। বলা হয়, কোনো সমাজে, মধ্যবিত্ত শ্রেণী হচ্ছে সেই দেশের স্তম্ভ যা ভারসাম্য বজায় রাখে। কিন্তু মিসরে বলতে গেলে এখন মাত্র দু'টি শ্রেণী রয়েছে- ধনী, উচ্চ ও পরাক্রমশালী, যারা ১ শতাংশের মতো, অপরটি দরিদ্র শ্রেণী যারা মিসরীয় জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠকে প্রতিনিধিত্ব করে। মূল্যবৃদ্ধি, সেই আদি থেকে অর্থনৈতিক সঙ্কট মিসরের স্থায়ী সমস্যায় পরিণত হয়। অর্থ ও আরো অর্থের জন্য যুক্তরাষ্ট্র, আমিরাত ও সৌদির ওপর ভরসা করে দিন কাটায় মিসর।

আল-সিসি মিসরীয়দের অবাক করে দিয়ে ভর্তুকিযুক্ত রুটির দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন। ৬৭ মিলিয়ন নাগরিক ভর্তুকি রুটি সরবরাহ থেকে উপকৃত। তাদের এখন মাথায় হাত দেয়ার অবস্থা। মিসরীয়দের জন্য রুটি-সমস্যার চেয়ে বিপজ্জনক আর কিছুই নেই; এটি কেবল সাদাতের দিনগুলোতেই নয়, ২০০৮ সালে হোসনি মুবারকের শাসনামলেও বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছিল।

রুটি ভর্তুকির সুবিধাভোগীর সংখ্যা সাত কোটি ১০ লাখ মানুষ, যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। রুটি ভর্তুকির মূল্য ২৫০ কোটি ডলার এবং ২০ বিলিয়ন ডলারের সাধারণ বাজেটে মোট সহায়তার ১৬ শতাংশ হলো রুটির ভর্তুকি! আইএমএফ ঋণের শর্ত বাস্তবায়নে ভর্তুকির চূড়ান্ত বিলুপ্তির জন্য প্রতি বছর এটি হ্রাস করা হয়। জ্বালানি, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য অনেক কৌশলগত পণ্যসহ সব ভর্তুকি হ্রাস করা এক চলমান বিষয়। দরিদ্রদের জন্য এ পদ্ধতি এক অশনি সঙ্কেত। প্রায় ৩০.৩ মিলিয়ন মিসরীয় নাগরিক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। মহামারী বিস্তারের কারণে, দারিদ্র্যের হার (বাকি অংশ ১৪ পাতায়)

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl Jackson Heights, NY 11372 917-744-7308, 718-457-0813	87-54 168th Street, 2nd Fl Jamaica, NY 11432 718-406-5549	1 Blacksmith Lane Dix Hill, NY 11731 718-406-5549	2148 Starling Ave. Bronx, NY 10462 718-406-5549	175 B Forbell Street Brooklyn, NY 11208 718-406-5549	859 Fillmore Ave Buffalo, NY 14212 718-406-5549

রুটির সঙ্কটে মিসর

(১২ পাতার পর)

আরো বৃদ্ধিই পেয়েছে।

সহায়তার কথা বলা হচ্ছিল। এটি নাগরিকের একটি অন্তর্নিহিত অধিকার, যেমন- শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সহায়তা তহবিল, যা করদাতারা সম্পূর্ণরূপে অর্থায়ন করে, জনগণের পকেট থেকে, সরকারের পকেট থেকে নয়। একটি রুটির দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্তের মাধ্যমে যে ৪৪৬ মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করতে চায়, তা অর্জনের জন্য সরকার বাজেট ঘাটতি পূরণের অন্য অনেকগুলো বিকল্প ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারে। মিসরে রুটিই 'বসবাসের ভার', খাদ্যই দেশের কোটি কোটি নাগরিকের মর্যাদা রক্ষা করে।

ইউক্রেন-যুদ্ধ কয়েক হাজার মাইল দূরে 'রুটির যুদ্ধ' ছড়িয়ে দিয়েছে। বিশেষ করে খাওয়ার টেবিলে যুদ্ধের বোমা পড়ার আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায় যখন একটি রুটি ডিনার টেবিলে ভাগাভাগি করে খেতে হয়।

বিশ্বের গম রফতানির এক চতুর্থাংশেরও বেশি ইউক্রেন ও রাশিয়া সরবরাহ করে, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতেও অ্যালার্ম সৃষ্টি হয়েছে, বেড়ে গেছে রুটির দাম। রুটি ব্যয়বহুল হওয়ায় অনেক স্থানে যেমন- লেবাননে রুটি সংরক্ষণ করছে লোকজন। মিসরের বেকাররা বলছেন, ময়দার উচ্চদামের তাপ বেকারির চুল্লির চেয়েও বেশি। বিশ্লেষকরা মনে করেন, মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকাজুড়ে, ইউক্রেনের যুদ্ধ সৃষ্ট খাদ্যের দামের প্রভাব লাখ লাখ লোককে 'খাদ্য দারিদ্র্যের' দিকে ঠেলে দিচ্ছে। যেমন- ইয়েমেন, এখন সম্পূর্ণরূপে খাদ্য আমদানির ওপর নির্ভরশীল। ইউক্রেন থেকে ২৭ শতাংশ ও রাশিয়া থেকে ৮ শতাংশ গম কেনে। খাদ্যের অভাবে দুই বছর ধরে সেখানে দুর্ভিক্ষাবস্থা। এখন ইয়েমেনিদের মরার জন্য কোনো অস্ত্রের দরকার নেই।

সাত বছরের সঙ্ঘাতে ইয়েমেনের অর্থনীতি পর্যুদস্ত। কর্মসংস্থান তো নেই, খাদ্যের দাম দ্বিগুণ ছিল। অনেক স্থানে তিনগুণ, তা-ও চাহিদা মতো পাওয়া যায় না। দেশের ৩০ মিলিয়ন মানুষের অর্ধেকেরও বেশি ক্ষুধার্ত। আন্তর্জাতিক উদ্ধার কমিটি তথ্য প্রকাশ করেই চলছে- খাবার আসবে কিভাবে কোনো সমাধান নেই যেন। ২০২১ সালে অর্থায়নের ঘাটতির কারণে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি, ডব্লিউএফপি আট মিলিয়ন ইয়েমেনের নাগরিকদের সহায়তা সঙ্কুচিত করতে বাধ্য হয়েছিল। এখন সবাই ইউক্রেন শরণার্থী নিয়ে ব্যস্ত। ইয়েমেনের ক্ষুধার খবর নেয়া যেন আয়েশি ভাবনা।

মিসর বিশ্বের বৃহত্তম গম আমদানিকারক, ইউক্রেন ও রাশিয়া থেকে তার গমের ৯০ শতাংশ নিয়ে আসে। বিশ্ব ব্যাংকের মতে, মিসরের ১০ কোটি মানুষের এক-তৃতীয়াংশই কোভিড-১৯ মহামারী আঘাত হানার আগে থেকেই দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছিল। রুটিকে সাশ্রয়ী করার জন্য রুটির দামের ওপর সিলিং ধরে দিয়েছিল সরকার। ২০০৮ সালের পর থেকে আন্তর্জাতিক বাজারে দাম চড়া হলে সরকার ১৯৮০-এর দশকের পর ভর্তুকিযুক্ত রুটির দাম বাড়ায়। মিসরীয় বেকাররা এরই মধ্যে ব্যয়বহুল ময়দা ও রান্নার তেল সরবরাহের দংশন অনুভব করছিল। রাশিয়া ও ইউক্রেন গম ছাড়াও সূর্যমুখী তেলের প্রধান সরবরাহকারী।

লেবাননে খাদ্যের দাম আরো বৃদ্ধির সম্ভাবনা, ২০১৯ সালে শুরু হওয়া গভীর অর্থনৈতিক সঙ্কট এবং মুদ্রার অবমূল্যায়নে এরই মধ্যে দু'বেলা রুটি লাখ লাখ মানুষের নাগালের বাইরে চলে গেছে।

থমসন ফাউন্ডেশনের মতে, কেউ কেউ সপ্তাহান্তে স্টক বাড়ানোর চেষ্টা করেছিল, এই প্রত্যাশায় যে, সামনের দিনগুলোতে দাম বাড়বে। তা ছাড়া বেকারিতে একটির বেশি রুটির বান্ডিল পাওয়া প্রায় অসম্ভব। লোকজন বলে বেড়ায়, ইউক্রেনে নয় মিসর, লেবানন, ইয়েমেন ও সিরিয়ায় যেন যুদ্ধ হচ্ছে।

যদিও গম আমদানিতে ভর্তুকি দেয়া হয় এবং সরকার রুটির দাম বেঁধে দেয়, তবে রুটি এরই মধ্যে কিছু লেবানিজের জন্য বিলাসিতা হয়ে উঠেছে। একটি রুটির বান্ডিলের বেশি কেনার জন্য কালোবাজার সৃষ্টি হয়েছে, এখন রুটি খেয়ে বেঁচে থাকার যুদ্ধ শুরু হয়েছে!

ইউক্রেন সঙ্কটে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইয়েমেনসহ আরব বিশ্বের বিভিন্ন অংশে গম-রুটির অভাব ফুলে ফেঁপে উঠতে শুরু করেছে। লাখ লাখ মানুষ এরই মধ্যে অনাহারের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছাতে শুরু করেছে। এর প্রভাবে কিছু দেশে বিক্ষোভ ও অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, 'যদি কোনো যুদ্ধ এসব সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটায়, তা হলে তা মিসর, ইয়েমেন, লিবিয়া, লেবানন ও অন্যান্য দেশের মতো খাদ্য আমদানিনির্ভর দেশগুলোকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। ক্রমবর্ধমান শক্তি ও খাদ্যের দামের মধ্যে, ইউক্রেন সঙ্কট বেশ কয়েকটি দেশে নতুন করে বিক্ষোভ ও অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করতে পারে।

গত বছর মার্কিন কৃষি বিভাগ এক গবেষণায় প্রকাশ করে, মধ্যপ্রাচ্যে ২৬ মিলিয়ন টনেরও বেশি গম আমদানি করেছে যার বেশির ভাগই রাশিয়া ও ইউক্রেন থেকে। এ অঞ্চলটি বিদেশী শস্যের ওপর নির্ভরতা বাড়িয়ে তুলবে বলে পূর্বাভাস দেয়া হয়েছিল, যা গড় বৃষ্টিপাতের চেয়ে কম বৃষ্টিপাত এবং উচ্চ তাপমাত্রার কারণে বৃদ্ধি পায়, যা ইরান, ইরাক ও সিরিয়ায় গমের ফলনকে প্রভাবিত করে। ইয়েমেনে রুটি লাখ লাখ মানুষের জন্য একটি বিলাসিতা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে, যেখানে সাত বছরের যুদ্ধ বিশ্বের সবচেয়ে খারাপ মানবিক সঙ্কটের সৃষ্টি করেছে। ডব্লিউএফপির মতে, সিরিয়ার ১২.৪ মিলিয়ন মানুষ খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার সাথে লড়াই করছে, অথচ ২০১১ সালের গণ-অভ্যুত্থান ও পরবর্তী গৃহযুদ্ধের আগে, জনসংখ্যার চাহিদা পূরণে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল, কিন্তু এখন খাদ্য আমদানি করতে হচ্ছে। গত বছর রাশিয়া থেকে ১.৫ মিলিয়ন টন গম আমদানি করা হয়েছিল।

ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের পর বিশ্বব্যাপী গম সরবরাহ বাধাগ্রস্ত হয়েছে। ফলে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইয়েমেনের ক্ষুধা সঙ্কট এবং খাদ্যমূল্যের মূল্যস্ফীতি গভীরতর হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হচ্ছে।

ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম বলেছে, ইউক্রেন সঙ্কট মিসরের মতো আমদানিনির্ভর, ইয়েমেনে জ্বালানি ও খাদ্যের দাম, বিশেষ করে শস্যের দাম বাড়িয়ে তুলছে। গত এক বছরে অনেক এলাকায় খাদ্য খরচ দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে। ইয়েমেনের সঙ্ঘাত, রুটির অভাব ও মুদ্রাস্ফীতি লাখ লাখ ইয়েমেনিকে দুর্ভিক্ষের দ্বারপ্রান্তে ঠেলে দিয়েছে।

বিশ্ব খাদ্য সংস্থার প্রধান ডেভিড বিসলি মিসর ও ইয়েমেন প্রসঙ্গে কঠিন কথা বলেছেন, 'এখন অবস্থা এমন যে, ক্ষুধার্তদের খাওয়ানোর জন্য অন্য ক্ষুধার্তের কাছ থেকে খাবার নেয়া ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই'!

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত যুগ্মসচিব ও গ্রন্থকার

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063
OPEN 7 DAYS
6 Hours DDC Class Good For TLC

বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ
বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)
প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান
5 Hours Class Certificate
Road Lesson Local & H.Way
Road Test Appointment
Car for Road Test
যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান
আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই
Please Call
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল ওয়ান এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৩ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.

আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
সিটিজেনশীপ ফ্যামিলি পিটিশন NVC Case প্রসেসিং
স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট এফিডেভিট অব সাপোর্ট
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া

যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com





হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, **Autism, Autistic,** শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
NEW ADDRESS
72-08 Broadway
Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804

BUSINESS HOURS
Saturday 11:30 PM - 8PM
Sunday 11:30 PM - 8PM
Monday 11:30 PM - 8PM
Tuesday 11:30 PM - 8PM
Wednesday 11:30 PM - 8PM
Thursday 11:30 PM - 8PM
Friday CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

- বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
- অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21

Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

হায়রে নিয়তি! হায়রে পরিণতি



গোলাম মাওলা রনি

মানুষের নিয়তি নিয়ে এ রকম গল্প আমি দ্বিতীয়টি কোথাও শুনিনি। ইতিহাসের জনক হিরোডোটাস তার অমর গ্রন্থ দ্য হিস্টিরিয়াতে কাহিনীটি যেভাবে বর্ণনা করেছেন তাতে বিশ্বরাজ-নীতি, ক্ষমতার পালাবদল এবং মানুষের নিয়তিসংক্রান্ত পরিণতির যে বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে তা মানব ইতিহাসের সর্বকালের সেরা মাস্টার পিস হিসেবে সর্বমহলে স্বীকৃত।প্রাচীন দুনিয়ার সবচেয়ে পরাক্রান্ত এবং সবচেয়ে বড় দু'টি সাম্রাজ্যের যুদ্ধ এবং সেই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া দু'জন মহান শাসকের নাটকীয় জয়-পরাজয়ের কাহিনীর মধ্যে হিরোডোটাস যে নির্মম বাস্তবতা ফুটিয়ে তুলেছেন, তর গুরুত্ব বর্তমানকালেও কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

প্রাচীন দুনিয়ার যে দু'টি সাম্রাজ্যের কাহিনী আপনাদেরকে বলব তার একটির নাম ছিল লিডিয়া এবং অপরটির নাম মিডিয়া। লিডিয়া নতুন সাম্রাজ্য হলেও এর শাসক মহামতি সাইরাসের বিচক্ষণতা, বীরত্ব, ন্যায়বিচার এবং সর্বোপরি সাম্রাজ্যজুড়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার কারণে চলমান দুনিয়ার সব নাগরিক লিডিয়ার বাসিন্দা হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন এবং নিজ নিজ অবস্থান থেকে লিডিয়ার জন্য প্রার্থনা করতেন। বর্তমান ইরানকে কেন্দ্র করে লিডিয়ার বিস্তৃতি ঘটেছিল। ইরানসহ পুরো মধ্য এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা, আফগানিস্তান, চীন ও ভারতবর্ষের কিয়দংশ এবং ইউরোপের বিরাট অংশ নিয়ে লিডিয়া সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল। অন্য দিকে মিডিয়া ছিল ইউরোপের প্রধানতম শক্তিশালী সাম্রাজ্য যারা বংশপরম্পরায় প্রায় ২০০ বছর ধরে ইউরোপ শাসন করে আসছিল।

আমি যে সময়ের কথা বলছি, তখন মিডিয়ার সম্রাট ছিলেন ক্রেসাস, যিনি তার ধার্মিকতা, ন্যায়পরায়ণতা, দক্ষতা-বিচক্ষণতা এবং সর্বোপরি ভালো মানুষীর জন্য পুরো ইউরোপে মশহুর ছিলেন। তার সাম্রাজ্যের প্রজারা অতিশয় সুখী ছিলেন এবং তার রাজকোষ তখন ছিল কানায় কানায় পরিপূর্ণ। সুন্দরী স্ত্রী, যোগ্যতম আত্মীয়স্বজন এবং বিশ্বস্ত রাজকর্মচারীদের পরামর্শ নিয়ে তিনি একটি সুখময় পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন অতিবাহিত করছিলেন। ইউরোপজুড়ে তার সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি এবং সাম্রাজ্যের সর্বত্র সুশাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত থাকার কারণে তার সাথে যুদ্ধবিগ্রহ করার মতো কোনো প্রতিপক্ষ তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। ঠিক এই সময়ে তিনি খবর পেলেন যে লিডিয়া নামের নতুন একটি সাম্রাজ্য আত্মপ্রকাশ করেছে এবং লিডিয়ার সম্রাট অতি দ্রুততার সাথে সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটাচ্ছেন। সম্রাট ক্রেসাসের কাছে যখন লিডিয়ার সম্রাট সাইরাসের খবর পৌঁছাল তখন এই দুই সম্রাটের ক্ষমতার পরিধি, বিত্ত-বৈভব এবং সুনাম-সুখ্যাতির ব্যবধান ছিল অসম। বর্তমান জমানায় রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির সাথে যদি তুলনা করেন তবে সেই প্রাচীন দুনিয়ায় সম্রাট ক্রেসাসের অবস্থা ছিল পুতিনের মতো এবং সাইরাসের অবস্থা অনেকটা জেলেনস্কির মতো। ঠিক এই অবস্থায় সম্রাট ক্রেসাস কোনো কারণ ছাড়াই লিডিয়ার সম্রাট সাইরাসের বিষয়ে ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে পড়লেন এবং সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি লিডিয়া আক্রমণ করবেন। আগেই বলেছি, সম্রাট ক্রেসাস অতিশয় ভালো মানুষ ছিলেন এবং যথেষ্ট ধর্ম-কর্ম করতেন। তৎকালীন জমানার প্রধান ধর্মীয় বিশ্বাস দ্বারা তিনি প্রভাবিত ছিলেন এবং ধর্মীয় বিধিমতে যেসব কর্ম পুণ্যকর্ম বলে বিবেচিত হতো তিনি তা সাধ্যমতো করার চেষ্টা করতেন। ফলে পৃথিবীর তাবৎকালের ধর্মানুরাগী মানুষের মতো তারও ছিল একটি সংবেদনশীল মন যেখানে ঈর্ষাপরায়ণতা, ক্রোধ এবং অহেতুক যুদ্ধের দামামা নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, যুদ্ধের জন্য সর্বকালেই কতগুলো নীতি নৈতিকতা, প্রয়োজন এবং অপরিহার্যতার কার্যকারণ অনুসরণ করা হতো। যারা এই নিয়মগুলো মানতেন না তারাই একটি অন্যায্য যুদ্ধের কবলে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতেন। কেউ কেউ হয়তো সাময়িকভাবে জয়ী হতেন, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে তাকে অবশ্যই অন্যায্য যুদ্ধের পরিণতি ভোগ করতে হতো।

আমার আশা ছিল, সোলন সুখী মানুষের তালিকায় আমার নামটি সবার আগে বলবেন; কিন্তু তিনি সেটি না করে সুখী মানুষ হিসেবে একজন অখ্যাত ব্যক্তির নাম বললেন। আমি খুব কষ্ট পেলাম এবং মনের ক্ষোভ গোপন রেখে বললাম, তাহলে দ্বিতীয় সুখী ব্যক্তিটি কে! এবারও তিনি অন্য আরেকজনের নাম বললেন। আমি তৃতীয় সুখী ব্যক্তির নাম জিজ্ঞাসা করলে তিনি অকপটে তৃতীয় ব্যক্তির নাম বললে, আমি রাগে অভিমানে নিজের প্রতি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলি। আমি সোলনকে ভর্ৎসনা আরম্ভ করি।

সম্রাট ক্রেসাস লিডিয়ার বিরুদ্ধে যে যুদ্ধের পরিকল্পনা করছিলেন সেটির ন্যায্যতা নিয়ে তার মনে একধরনের প্রশ্নের উদ্রেক হচ্ছিল। নিজের দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটানোর জন্য তিনি ধর্মীয় নেতাদের পরামর্শ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেন। তৎকালীন জমানায় গ্রিসের ডেলফির মন্দির অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং প্রভাবশালী উপাসনালয় ছিল। এ মন্দিরের পুরোহিতের ভবিষ্যৎবাণীর যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল। সুতরাং সম্রাট ক্রেসাস ডেলফির মন্দিরে বহুমূল্যবান উপহার পাঠালেন এবং মন্দিরের পুরোহিতের কাছে সম্ভাব্য যুদ্ধের পরিণতি সম্পর্কে জানতে চাইলেন। পুরোহিত সম্রাটের প্রশ্নের উত্তর দিলেন সাঙ্কেতিক ভাষায়। তিনি যুদ্ধের পরিণতি সম্পর্কে জানালেন যে, এই যুদ্ধের ফলে দুটো শক্তিশালী সাম্রাজ্যের মধ্যে একটি সাম্রাজ্য পরিপূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

পুরোহিতের উত্তর লাভের পর সম্রাট ক্রেসাস কোনো রকম বাছবিচার না করেই ধরে নিলেন যে, দুটো শক্তিশালী সাম্রাজ্যের মধ্যে যেটির পতন ঘটবে সেটি হলো লিডিয়া। সুতরাং তিনি মহা-সমারোহে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করলেন এবং প্রতিপক্ষকে আশ্চর্য করে দিয়ে ঝড়ের গতিতে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। যুদ্ধ শুরু হলো এবং ইতিহাসের নিদারুণ এক পরিণতি ঘটিয়ে সে দিনের যুদ্ধে ক্রেসাস শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলেন। বিজয়ী সম্রাট সাইরাসের কাছে গ্রেফতার ক্রেসাসকে হাজির করা হলো এবং তিনি কোনো বিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ পরাজিত সম্রাটকে জ্বলন্ত চিতার মধ্যে ফেলে হত্যার নির্দেশ দিলেন।

শিকলবন্দী সম্রাট ক্রেসাসকে চিতার কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। তিনি অবনত মস্তকে ধীরলয়ে চিতার দিকে এগোতে থাকলেন। তিনি তৎকালীন প্রথা অনুযায়ী বিজয়ী সম্রাটের কাছে প্রাণভিক্ষা চাইলেন না অথবা নিজের বীরত্ব ও সাহস প্রদর্শনের জন্য মৃত্যুর আগে প্রতিপক্ষকে লক্ষ করে অশ্লীল ভাষায় গালাগাল দিলেন না। সম্রাট ক্রেসাসের এই অবস্থা দেখে বিজয়ী সম্রাট সাইরাসের মনে দয়ার উদ্রেক হলো। তিনি ক্রেসাসকে ক্ষমা করে দিলেন এবং তার সামনে হাজির করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু ততক্ষণে পুরো পরিস্থিতি মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল। অর্থাৎ বিজয়ী রাজার নির্দেশে আগুন জ্বালানোর পর তা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। কিন্তু রাজা যখন সেই আগুন থেকে আবার সম্রাট ক্রেসাসকে ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দিলেন এখন রাজার লোকেরা শত চেষ্টা করেও আগুন নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিল না।

উল্লিখিত অবস্থায় বন্দী ক্রেসাস তার হাত দুটোকে আসমানের দিকে তুলে ধরলেন এবং বললেন ওহে মহাপ্রভু: সারাটি জীবন তোমার ইবাদত করেছি; কিন্তু বিনিময় তোমার কাছে কিছুই চাইনি। আজকের এই ভয়াল দিনে তোমার কাছে নিবেদন- যদি দয়া হয় তবে আগুনটি নিভিয়ে দাও। কারণ অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে রাজা আমায় ক্ষমা করেছেন; কিন্তু তার লোকেরা চেষ্টা করেও আগুন নেভাতে পারছে না। সম্রাট ক্রেসাসের প্রার্থনার পর সেখানে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটল। হঠাৎ কোথা থেকে একরাশ কালো মেঘ এসে এমন প্রবল বর্ষণ ঘটাল যে মুহূর্তের মধ্যে সব আগুন নিভে গেল। সম্রাট ক্রেসাসকে বিজয়ী সম্রাট সাইরাসের সামনে আনা হলো। এবারো তিনি নিশ্চুপ রইলেন। সাইরাস প্রশ্ন করলেন- মহাত্মন! চিতার সামনে দাঁড়িয়ে আপনি বিড় বিড় করে কী বলছিলেন! ক্রেসাস বললেন- মহাত্মন! আমি বলছিলাম। হায়রে নিয়তি! এটাও কি সম্ভব! সাইরাস এই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চাইলে ক্রেসাস নিম্নোক্ত কাহিনীটি বলেন-

এই যুদ্ধের কয়েক মাস আগের ঘটনা। আমি তখন যশ-খ্যাতি, বিত্ত-বৈভবের চূড়ান্ত পর্যায়ে অবস্থান করছিলাম। তখন আমার মনে এমন ধারণা জন্ম নিলো যে, আমিই দুনিয়ার সবচেয়ে সুখী ব্যক্তি। তো এমন সময় আমার জনৈক মন্ত্রী এসে আমাকে জানালেন যে, বিশ্ববিখ্যাত পর্যটক এবং বহুমুখী প্রতিভাধর মহা-জ্ঞানী সোলন আমার রাজধানীতে বেড়াতে এসেছেন। আমি কি তার সাথে সাক্ষাতে আগ্রহী। আমি সোলনকে সেই রাতে আমার সাথে নৈশভোজে অংশগ্রহণের নিমন্ত্রণ জানালাম। আমার ইঙ্গিতে আমার লোকজন খাবার টেবিলে উপস্থিত করানোর আগে মহা-জ্ঞানী সোলনকে আমার রাজকোষ, অন্দরমহল, হাতিশালা-ঘোড়াশালাসহ আমার সাম্রাজ্যের সহায় সম্পত্তির কৌশলগত স্থাপনাসহ দেখাল। খাবার টেবিলে বসে আমি সোলনের দিকে তাকিয়ে কোনো রকম ভূমিকা না করেই বললাম- আচ্ছা জনাব! আপনি তো দুনিয়ার অনেক দেশ শহর বন্দর ভ্রমণ করেছেন। আপনার দৃষ্টিতে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষটি কে!

আমার আশা ছিল, সোলন সুখী মানুষের তালিকায় আমার নামটি সবার আগে বলবেন; কিন্তু তিনি সেটি না করে সুখী মানুষ হিসেবে একজন অখ্যাত ব্যক্তির নাম বললেন। আমি খুব কষ্ট পেলাম এবং মনের ক্ষোভ গোপন রেখে বললাম, তাহলে দ্বিতীয় সুখী ব্যক্তিটি কে! এবারও তিনি অন্য আরেকজনের নাম বললেন। আমি তৃতীয় সুখী ব্যক্তির নাম জিজ্ঞাসা করলে তিনি অকপটে তৃতীয় ব্যক্তির নাম বললে, আমি রাগে অভিমানে নিজের প্রতি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলি। আমি সোলনকে ভর্ৎসনা আরম্ভ করি। তাকে বলি, আপনি তো দেখছি বেজায় হিংসুটি প্রকৃতির মানুষ! আপনাকে সম্মান জানিয়ে নৈশভোজ নিমন্ত্রণ করেছি এবং এখানে আসার আগে আপনাকে আমার সুখ-সম্পদের প্রধানতম উপকরণগুলো দেখানো হয়েছে। এগুলো দেখার পর আপনার কি মনে হচ্ছে, আমি একজন অসুখী মানুষ! আমার কথা শুনে সোলন হাসলেন; জবাবে বললেন, মহামতি সম্রাট, আমি যে তিনজন সুখী মানুষের নাম বললাম- তারা সবাই মৃত ব্যক্তি! আমার দৃষ্টিতে কোনো জীবিত মানুষকে চূড়ান্ত সুখী বা চূড়ান্ত দুঃখী মানুষ আখ্যা দেয়া যায় না। কারণ জীবন সায়াহ্নে এমন একটি ঘটনা ঘটতে পারে যা একজন মানুষের সারা জীবনের সুখকে অসুখে পরিণত করতে পারে। অথবা জীবনের শেষপ্রান্তে এমন ঘটনাও ঘটে, যার ফলে যে লোকটি নিজেকে সারা জীবন অসুখী ভাবত সেই মৃত্যুর আগে নিজেকে সুখী মানুষ হিসেবে ধ্যান-জ্ঞান করে ইহলীলা সাঙ্গ করে। সোলনের জবাব আমার মনঃপূত হলো না। বরং আমার ক্রোধ বহুগুণে বাড়িয়ে দিলো। আমি বললাম, আমি আপনাকে যতটা খারাপ মনে করেছিলাম, এখন তো দেখছি আপনি তার চেয়েও খারাপ। আমি আপনাকে সম্মান জানিয়ে এত কিছু করলাম অথচ আপনি আশঙ্কা করছেন যে জীবন সায়াহ্নে আমার জীবনে এমন কিছু ঘটবে যা আমার সারা জীবনের সুখ শান্তি নষ্ট করে দেবে। আমি সোলনকে আরো কিছু মন্দ কথা শোনালাম এবং অপমান করে রাজধানী থেকে তাড়িয়ে দিলাম।

আজকের এই যুদ্ধের ময়দান, এই ময়দানের পরাজয় এবং জ্বলন্ত চিতার সামনে শিকলবন্দী হয়ে যখন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম তখন বারবার কেবল সোলনের কথা মনে হচ্ছিল এবং আপন মনে বিড় বিড় করে বলছিলাম, হায়রে নিয়তি! হায়রে পরিণতি!

লেখক: সাবেক সংসদ সদস্য

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সমস্যা ও আমাদের করণীয়

অধ্যাপক ডা. অ ফ ম রুহুল হক

স্বাস্থ্য খাত একটি রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত। বলা হয়ে থাকে, যে দেশের জনগণ স্বাস্থ্যের দিক থেকে এগিয়ে, সে দেশ উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে গতিশীল।

স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকেই তাই বঙ্গবন্ধু এ খাতকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ণাঙ্গ দেশ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি বিষয়ে সময়োপযোগী ও বিজ্ঞানসম্মত দিকনির্দেশনা দিয়ে গেছেন। দেশের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু সুদূরপ্রসারী রূপরেখা তৈরি করেছিলেন। বাংলাদেশের সার্বজনীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সুনিশ্চিত করতে বঙ্গবন্ধুর মৌলিক চিন্তা ছিল দেশের প্রান্তিক পর্যায়ের গ্রামীণ জনগণের জন্য মানসম্মত চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা।

সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য কাজ করেছিলেন জাতির এ মহান নেতা। স্বাস্থ্য খাতকে শুধু গুরুত্ব দিয়েই ক্ষান্ত হননি তিনি, ব্যাপক সময়োপযোগী পদক্ষেপও গ্রহণ করেছিলেন। তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে গৃহীত ১০ শয্যার থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্র বিশ্বে আজও সমাদৃত মডেল। বঙ্গবন্ধুর সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার রূপরেখা অনুসরণ করেই দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার সূচনা হয়। সে চিন্তাধারাকে পরবর্তী সময়ে ধারণ করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। বঙ্গবন্ধুর দিকনির্দেশনা অনুসরণ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় যে উন্নয়ন হয়েছে, তা একটি মাইলফলক। গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থার যে অবকাঠামো গড়ে উঠেছে তা প্রশংসনীয়। বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মৌলিক স্বাস্থ্য সুবিধাগুলো নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়নে কাজ করে যাচ্ছেন। বাংলাদেশের জনগণের ন্যায়সঙ্গত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য কাঠামোর বিস্তৃত নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অবকাঠামো গ্রামীণ পর্যায় থেকে শুরু করে ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও রাজধানীকে কেন্দ্র করে তিনটি স্তরে গড়ে উঠেছে। সর্বনিু স্তরে রয়েছে কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। মাধ্যমিক স্তরে রয়েছে মা ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র, জেলা হাসপাতাল এবং তৃতীয় স্তরে রয়েছে মেডিকেল ইউনিভার্সিটি, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল ও অতি বিশেষায়িত হাসপাতাল।

কিন্তু এত অগ্রগতির পরেও কিছু সমস্যার কারণে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ফলাফল মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারছে না। উপজেলা হাসপাতালে পদ থাকা সত্ত্বেও বেশিরভাগ পদ খালি থাকে। স্থানীয়ভাবে শূন্যপদগুলোতে সঙ্গে সঙ্গে নিয়োগ দেওয়া সম্ভব, অনেক দেশেই এ ব্যবস্থা আছে। হাসপাতালের ভর্তি রোগীরা প্রায় সব ওষুধ বিনা পয়সায় পেয়ে থাকে, কিন্তু বহিঃবিভাগ রোগীদের জন্য ওষুধ বরাদ্দ নেই বললেই চলে। এ ছাড়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও বিষেশায়িত হাসপাতালে অনেক বেশি রোগীর ভিড় থাকায় রোগীদের মানসম্মত চিকিৎসা দেওয়া যাচ্ছে না। এর কারণ উপজেলা হাসপাতালে রোগীরা ডাক্তার পায় না, ঠিকমতো ওষুধ পায় না, ফলে তারা জেলা ও মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলোতে আসতে বাধ্য হয়। একসঙ্গে অনেক রোগীর ভিড় থাকায় এসব হাসপাতাল মানসম্মত চিকিৎসা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। জেলা ও উপজেলা হাসপাতালগুলো চিকিৎসাব্যবস্থা উন্নত করতে পারলে ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ রোগীর মানসম্মত চিকিৎসা জেলা/উপজেলা হাসপাতালে দেওয়া সম্ভব। এজন্য উপজেলা, ইউনিয়ন এবং কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে রোগীর সেবার মানের মৌলিক পরিবর্তন আনতে হবে। অর্থনৈতিক সুব্যবস্থাপনা দ্বারা দেশ এগিয়ে চলেছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেড়েছে, কৃষিতে উন্নয়ন সাধন হয়েছে, শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়েছে, সর্বস্তরে প্রযুক্তির ব্যবহার বেড়েছে, সঙ্গে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অনেক উন্নতি হলেও সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবে আমাদের স্বাস্থ্যসেবা সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জন করতে পারছে না। তাই স্বাস্থ্যসেবার মান নিয়ে জনগণের অভিযোগ থেকেই যাচ্ছে। তাহলে এখন করণীয় কী? প্রয়োজন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার বিজ্ঞানসম্মত পুনর্গঠন।

আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় পদ সৃষ্টি করা হলেও সে অনুযায়ী জনবল নেই, এক হাজার ৫৮১ জন লোকের জন্য রয়েছেন একজন নিবন্ধিত চিকিৎসক। গ্রামীণ, প্রত্যন্ত ও দুর্গম অঞ্চলগুলোতে চিকিৎসক শূন্যতার হার বেশি। অভাব রয়েছে প্রশিক্ষিত নার্সের। অনেক সরকারি হাসপাতালে সরঞ্জাম পাওয়া গেলেও প্রযুক্তিবিদের পদ খালি রয়েছে। জনবল (ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিকস, ল্যাবটেকনিশিয়ান) নিয়োগের ব্যবস্থাপনা বিকেন্দ্রীকরণ না করা হলে এ অব্যবস্থাপনার সমাধান হবে না। বিকেন্দ্রীকরণের ধাপ নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা করে নির্ধারিত করতে হবে। শুধু চিকিৎসক নিয়োগ দিলে হবে না, কর্মস্থলে তাদের ধরে রাখাও জরুরি। শুধু উচ্চ বেতনই চিকিৎসকদের কর্মস্থলে থাকার ব্যাপারে আকৃষ্ট করতে পারে না, তাদের নিরাপত্তার দিকেও নজর দিতে হবে। বিশেষ করে নারী চিকিৎসকদের আবাসিক ও কর্মস্থলে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন। এমনও অনেক ঘটনা আছে, যেখানে আধুনিক স্বাস্থ্য সরঞ্জাম থাকলেও সেগুলো চালানোর মতো কাউকে পাওয়া যায় না। ধীরে ধীরে এগুলো পরিচালনার অযোগ্য হয়ে পড়ে এবং রোগীরা অবহেলায় মারা যায়। স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হচ্ছে প্রতিরোধী স্বাস্থ্যসেবা। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের দেশে প্রতিরোধী স্বাস্থ্যসেবা একেবারেই গড়ে ওঠেনি। তাই চিকিৎসা-শিক্ষা ব্যবস্থাকে চার ভাগে বিন্যাস করতে হবে। যেমন-ক্লিনিসিয়ান, শিক্ষক, প্রশাসন ও রোগ প্রতিরোধক। এ চার ভাগের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা থেকে একজন শিক্ষার্থী তার ভবিষ্যৎ কার্যপরিধি নির্ধারণ করবে এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করবে। বাংলাদেশের বেশিরভাগ চিকিৎসকের রোগী দেখা নিয়ে দেশের মানুষ সন্তুষ্ট নয়। তারা মনে করে, চিকিৎসকরা আন্তরিকভাবে রোগী দেখেন না। অন্যদিকে চিকিৎসকরা মনে করে, লোকজন তাদের ঠিকভাবে মূল্যায়ন করে না। রোগীর চিকিৎসা একইসঙ্গে শুদ্ধবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞানের যৌথ প্রয়োগ। মেডিকেল সায়েন্স হচ্ছে শুদ্ধবিজ্ঞান। কিন্তু যে মানুষটিকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে সে এবং তার স্বজনদের সঙ্গে ব্যবহারের বিষয়টি সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্গত। আমাদের মেডিকেল শিক্ষা পাঠ্যক্রম এবং প্রশিক্ষণে সমাজমনস্কতা ও সাংস্কৃতিকভাবে গ্রহণযোগ্য করতে হবে। রোগ নির্ণয়ে দীর্ঘসূত্রতা বেশিরভাগ সময় রোগীর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ সমস্যা সমাধানে কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র হয়ে রোগীরা উপজেলা ও জেলাভিত্তিক ইনডোর স্বাস্থ্যসেবা পেতে ডিজিটাল সুপারিশ পদ্ধতি চালু করতে হবে এবং অপেক্ষাকৃত জটিল রোগের জন্য উপজেলা থেকেই জেলা, বিভাগীয় ও বিশেষায়িত হাসপাতালগুলোতে সুপারিশ পদ্ধতির মাধ্যমে রোগী পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে। হাসপাতালের যন্ত্রপাতি ক্রয় ব্যবস্থাপনা ও মেরামতের জন্য রোগীদের সেবা ব্যাহত হয়। এ ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনা করতে হলে মেরামতের ব্যবস্থার জন্য অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান ও ইঞ্জিনিয়ার বিকেন্দ্রীকরণ করে দ্রুত সময়ে সব যন্ত্রপাতি মেরামত করতে হবে এবং এ ব্যবস্থাকে মনিটরিংয়ের আওতায় আনতে হবে। এর জন্য বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগকে শক্তিশালী করতে হবে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা হাসপাতালের পরিবেশ উন্নতির জন্য অপরিহার্য। রোগী এবং রোগীদের সঙ্গে আত্মীয়স্বজনের কথা চিন্তা করে সে অনুযায়ী টয়লেট ও পরিচ্ছন্নতাকর্মী নিয়োগ ও তদারকির জন্য জনবল জরুরি। হাসপাতালের সেবা সম্পর্কে তথ্য প্রদান এবং তত্ত্বাবধানের জন্য মানবিক জ্ঞানসম্পন্ন জনবল নিয়োগ দিতে হবে। এরা রোগীদের সঙ্গে 'পাবলিক রিলেশনের' ভূমিকা পালন করবে।

গত ৫০ বছরে দেশের স্বাস্থ্য খাতের বিরুদ্ধে সব থেকে বড় অভিযোগ হচ্ছে 'অব্যবস্থাপনা'। সত্যিকার অর্থেই দেশে পেশাদার একটি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে ওঠেনি। তৃণমূল থেকে যত ওপরে যাওয়া যায় সর্বত্রই একই দৃশ্য প্রতীয়মান হয়। আমাদের মতো দেশগুলোর জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ হচ্ছে, জিডিপির পাঁচ শতাংশের মতো অর্থ স্বাস্থ্য খাতে বাজেট বরাদ্দ দেওয়া। বাংলাদেশে এক যুগের অধিককাল ধরে বাজেটে জিডিপির এক শতাংশের কম বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। বরাদ্দকৃত অর্থেরও কম-বেশি ৭০ শতাংশ বেতন-ভাতা ইত্যাদির মতো খাতে খরচ হয়। বাকি অর্থ স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নে ব্যবহৃত হওয়ার কথা, যা নিতান্তই অপ্রতুল। স্বাস্থ্য খাতের সার্বিক উন্নয়নের কথা ভেবে এ খাতের জন্য বরাদ্দ বাড়াতে হবে। স্বাস্থ্য খাতকে দুর্নীতিমুক্ত রেখে এ অর্থের সর্বোচ্চ সুষ্ঠু ব্যবহার করতে হবে। সেজন্য প্রয়োজন নিয়মিত গবেষণা, সঠিক কর্মপরিকল্পনা এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অধীনে বর্তমানে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের বিপুল অগ্রগতি হয়েছে। স্বাস্থ্য খাতে আমাদের অর্জনগুলো বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ। তবে দেশের জনসাধারণের সামগ্রিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার ত্রুটিগুলো নিরসন করে সে অনুযায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ ও স্বচ্ছতা বজায় রেখে তা বাস্তবায়ন এখন সময়ের দাবি।

লেখক: সাবেক মন্ত্রী, সংসদ সদস্য। সভাপতি-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বিলটি সংসদে পাশ হোক

আবদুল লতিফ মন্ডল

কৃষিজমির যথাযথ ব্যবহার ও সংরক্ষণ করতে জাতীয় সংসদে একটি বেসরকারি বিল তোলা হয়েছে। জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য রওশন আরা মান্নান 'কৃষিজমি (যথাযথ ব্যবহার ও সংরক্ষণ) বিল-২০২২' শীর্ষক বিলটি ৩১ মার্চ সংসদে উত্থাপন করেছেন।

পত্রপত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী বিলটিতে বলা হয়েছে, আইন কার্যকর হওয়ার পর দেশের সব কৃষিজমি অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা যাবে না বা অন্য কোনো কাজের জন্য ভাড়া বা ইজারা বা অন্য কোনোভাবে হস্তান্তর করা যাবে না। তবে ব্যক্তিগত বসবাসের জন্য ঘর নির্মাণ, কবরস্থান, শ্মশান, অন্যান্য ধর্মীয় সৎকারের স্থান ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য এই বিধান প্রযোজ্য হবে না।

কৃষিজমির যথাযথ ব্যবহার ও সংরক্ষণের জন্য তদারক কমিটি গঠনের বিধান রাখা হয়েছে বিলে। এ কমিটির প্রধান হবেন সংশ্লিষ্ট এলাকার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা। বিলটি আইনে পরিণত হলে এটির অধীনকৃত অপরাধ আমলযোগ্য হবে। কোনো ব্যক্তি প্রস্তাবিত এ আইনের কোনো বিধান লঙ্ঘন করলে তিন বছরের জেল অথবা ৫০ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হবেন। কেউ কৃষি জমিতে শিল্পকারখানা, রাস্তা, আবাসন বা অন্য স্থাপনা নির্মাণ করলে তদারক কমিটি নোটিশ দিয়ে নির্মাণকাজ ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেবে।

অন্য আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, নির্মাণকাজ ভেঙে ফেলার জন্য কোনো ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে না। সংসদ বিলটি অধিকতর পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য 'বেসরকারি সদস্যদের বিল ও বেসরকারি সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটি'তে প্রেরণ করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালি বিধি অনুযায়ী বেসরকারি সদস্য বলতে কোনো মন্ত্রী ব্যতীত অন্য কোনো সংসদ-সদস্যকে বোঝায় এবং কোনো মন্ত্রী ছাড়া অন্য কোনো সংসদ-সদস্য কোনো বিল উত্থাপন করলে সেটিকে বেসরকারি বিল বলা হয়।

জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালি বিধি অনুযায়ী বেসরকারি সদস্যদের বিল ও বেসরকারি সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির কার্য্যাবলির মধ্যে রয়েছে- ক. কোনো বেসরকারি সদস্য কর্তৃক সংবিধান সংশোধনকল্পে কোনো বিল উত্থাপনের নোটিশ দেওয়া হলে, সেটি উত্থাপনের অনুমতি সম্পর্কিত প্রস্তাব দিনের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করার আগে অনুরূপ প্রত্যেকটি পরীক্ষা করা; খ. সংসদে উত্থাপনের পর এবং সংসদে বিবেচনার্থে গ্রহণের আগে বেসরকারি সদস্যদের সব বিল পরীক্ষা করা এবং সেগুলোকে প্রকৃতি, অবিলম্বতা ও গুরুত্ব অনুসারে দুটি শ্রেণি অর্থাৎ 'ক' এবং 'খ' শ্রেণিতে বিভক্ত করা; গ. বেসরকারি সদস্যদের প্রত্যেকটি বিলের স্তর বা স্তরগুলো আলোচনার জন্য প্রয়োজনীয় সময় বরাদ্দের সুপারিশ করা; ঘ. বেসরকারি সদস্যদের বিল ও সিদ্ধান্ত-প্রস্তাবের ব্যাপারে সংসদ সময়ে সময়ে কমিটিকে অন্যান্য যেসব দায়িত্ব প্রদান করবে তা পালন করা।

এটা সত্য যে, জিডিপিতে কৃষি খাতের (শস্য, বন এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সমন্বয়ে গঠিত কৃষি খাত) অবদান আগের তুলনায় অনেক কমে গেছে। স্বাধীনতার প্রথম দশকে জিডিপির চার ভাগের প্রায় তিন ভাগ আসত কৃষি খাত থেকে। এখন তা ২০ শতাংশের নিচে নেমে এসেছে। জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান কমে গেলেও এখনো 'কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান কর্মকান্ড এবং জীবনীশক্তি' (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৮)। তাছাড়া জিডিপিতে কৃষি খাতের রয়েছে পরোক্ষ অবদান। বিশেষ করে বৃহৎ সেবা খাতের মধ্যে পাইকারি ও খুচরা বিপণন, হোটেল ও রেস্তোরাঁ এবং পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ খাতের প্রবৃদ্ধিতে এ



খাতের রয়েছে মূল্যবান অবদান।

স্বাধীনতার প্রথম দশকে দেশের মোট জনশক্তির ৭৫ শতাংশ কৃষি খাতে নিয়োজিত ছিল (দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা : ১৯৮০-৮৫)। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০২১ মোতাবেক কৃষিতে নিয়োজিত জনশক্তি ৪০ দশমিক ৬ শতাংশে নেমে এলেও স্বাধীনতার পর থেকে এখন পর্যন্ত জনসংখ্যা দ্বিগুণের বেশি বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষিতে শ্রমশক্তির সংখ্যা সাকুল্যে কমেনি। কৃষিশুমারি ২০১৯-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশের মোট পরিবারের ৪৬ দশমিক ৬১ শতাংশ পরিবার কৃষির ওপর নির্ভরশীল। এর মধ্যে ৫৩ দশমিক ৮২ শতাংশ গ্রামে, ১০ দশমিক ৪৬ শতাংশ শহরে বাস করে। এ থেকে বোঝা যায়, কৃষি আমাদের জীবন ও অর্থনীতিতে কত গুরুত্বপূর্ণ।

কৃষির ওপর নির্ভরশীলতা মানে জমির ওপর নির্ভরশীলতা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, দেশের জনসংখ্যা যখন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন হ্রাস পাচ্ছে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য মোতাবেক স্বাধীনতা-পরবর্তী সাড়ে ৭ কোটি জনসংখ্যা ২০২১ সালের জুনে দাঁড়ায় ১৬ কোটি ৯১ লাখে। দেশের জনসংখ্যা একদিকে যখন বেড়ে চলেছে, তখন অন্যদিকে কৃষিজমির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। সত্তরের দশকের শেষদিকে প্রণীত দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৮-৮০) বলা হয়, দেশে কৃষিজমির পরিমাণ প্রায় ৯০ লাখ ৮০ হাজার হেক্টর। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৮৫-৯০) উল্লেখ করা হয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মাথাপিছু জমির পরিমাণ সবচেয়ে কম বাংলাদেশে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১১-১৫) বলা হয়, কৃষিজমির বহুবিধ ব্যবহার এবং নদীভাঙনের কারণে মাথাপিছু জমির প্রাপ্যতা হ্রাস পাচ্ছে এবং বছরে প্রায় ১ শতাংশ হারে কৃষিজমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০২০-২৫) বলা হয়েছে, প্রতিবছর ০.৭৩ শতাংশ হারে চাষকৃত জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। ২০২০ সালে মোট আবাদযোগ্য জমি ৮৫ লাখ হেক্টরে এসে পৌঁছেছে। যদি হ্রাসের এ হার চলতে থাকে তবে ২০২৫ সাল নাগাদ আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ৮০ লাখ হেক্টরে এসে দাঁড়াবে।

কৃষিজমির পরিমাণ হ্রাসের মূল কারণ অকৃষি খাতে এর ব্যবহার। সংশ্লিষ্ট সূত্রমতে, ভূমি ও কৃষিজমি রক্ষায় রাষ্ট্রের সমন্বিত কোনো পরিকল্পনা নেই। ফলে অপরিকল্পিতভাবে ব্যাপক হারে কৃষিজমি অকৃষি খাতে চলে যাচ্ছে। যেসব কৃষিজমি অকৃষি খাতে চলে যাচ্ছে সেগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো আবাসন, শিল্পকারখানা স্থাপন, রাস্তা, হাসপাতাল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণ। তবে সবচেয়ে বেশি কৃষিজমি চলে যাচ্ছে আবাসন খাতে এবং তার বেশির ভাগ গ্রামাঞ্চলে। রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন সিটি করপোরেশন ও পৌরসভার আওতাধীন এলাকাগুলোয় পুরোপুরি না হলেও কিছুটা পরিকল্পনা মোতাবেক গড়ে ওঠে আবাসিক এলাকা। গ্রামাঞ্চলে এসবের বালাই নেই। পরিবারের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও যৌথ পরিবারপ্রথা প্রায় বিলোপ পাওয়ায় সেখানে অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠছে বসতবাটী। আর এসব বসতবাটী নির্মাণে চলে যাচ্ছে বিপুল পরিমাণ মূল্যবান ফসলি জমি। ২০১১ সালের আদমশুমারিতে দেশে বসতবাড়ির সংখ্যা দাঁড়ায় ৩ কোটি ১৮ লাখ ৬৩ হাজারে, যা ২০০১ সালের আদমশুমারির ২ কোটি ৪৮ লাখ ৫০ হাজারের তুলনায় ৭০ লাখ ১৩ হাজার বেশি। ২০২১ সালের জন্য নির্ধারিত আদমশুমারি অনুষ্ঠিত না হওয়ায় বর্তমান বসতবাড়ির সঠিক সংখ্যা জানা যাচ্ছে না। তবে তা কমবেশি সাড়ে ৪ কোটিতে পৌঁছতে পারে।

গ্রামাঞ্চলে আবাসন খাতে কৃষিজমি ব্যবহারের ওপর চাপ কমাতে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ২০১৩ সালে 'পল্লী জনপদ' নামে একটি পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করে। দেশের তৎকালীন সাতটি বিভাগের প্রতিটির একটি করে গ্রামে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত হয়। প্রকল্প এলাকায় স্বল্প পরিমাণ জমির ওপর আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসহ চারতলা ভবন নির্মাণ এবং প্রকল্প এলাকায় হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশুর খামার স্থাপনের ব্যবস্থা রাখা হয়। প্রকল্পটির বাস্তবায়নের শেষ সময় নির্ধারিত ছিল ২০১৭ সালের জুন মাস, কিন্তু সেটি আলোর মুখ দেখতে পারেনি।

বাংলাদেশে বেসরকারি বিল পাশের খুব বেশি নজির নেই। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, নবম সংসদে বেসরকারি সদস্যদের উত্থাপিত ১৪টি বিলের মধ্যে তিনটি বিল পাশ হয়েছিল। পাশ হওয়া বিলগুলো ছিল আওয়ামী লীগের সাবের হোসেন চৌধুরীর 'দ্য লেপার্স (রহিতকরণ) বিল ২০০৯, 'হেফাজতে নির্যাতন এবং মৃত্যু (নিবারণ) বিল-২০১৩' এবং জাতীয় পার্টির মুজিবুল হক চুন্নুর 'পিতা-মাতার ভরণপোষণ বিল-২০১৩'। এর আগে বেশকিছু বেসরকারি বিল উঠলেও সেগুলো নাকচ হয়ে যায়।

বাংলাদেশে কৃষি খাতের চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো কৃষিজমির স্বল্পতা। অপরদিকে বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার এই দেশে খাদ্যপণ্যের চাহিদা মেটাতে কৃষি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধির বিকল্প নেই। তাছাড়া বেঁচে থাকার জন্য আমাদের শেষ ভরসা হলো কৃষি খাত। করোনার প্রকটকালে, বিশেষ করে ২০২০ অর্থবছরে যখন অন্যান্য খাতগুলো মুখ থুবড়ে পড়েছিল, তখন কৃষি খাতই আমাদের বাঁচিয়ে ছিল। তাই কৃষিজমির সুরক্ষার জন্যই বিলটি জাতীয় সংসদে পাশ হওয়া দরকার।

লেখক: সাবেক সচিব, কলাম লেখক

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো রাজনীতিমুক্ত হোক

মো. জাকির হোসেন



ভারতের স্বাধীনতার অনেক বছর আগে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থের ৭২ সংখ্যক কবিতায় লিখেছেন, 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির'। কবিগুরু স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করেছেন ভারত যেন এমন দেশ হয়, যেখানে চিত্ত হবে ভয়শূন্য, মাথা থাকবে উঁচু, জ্ঞান থাকবে মুক্ত। দেশে সংকীর্ণ ধারণা ও কুসংস্কার দিয়ে মানুষকে বিভক্ত করা হবে না। অযৌক্তিক প্রথা দিয়ে জ্ঞান ও বিচার বোধকে আবদ্ধ করে ফেলা হবে না।

বঙ্গবন্ধু রবীন্দ্রনাথে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। স্বাধীনভাবে জ্ঞান-গবেষণা পরিচালনা ও মুক্তবুদ্ধি চর্চার ক্ষেত্রকে অবারিত করতে বঙ্গবন্ধু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। সম্ভবত এ কারণেই ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য ১৯৭৩ সালে যে আইন পাস করা হয় সেই আইনের একটি বিধান ছিল এরূপ–'বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক বেতনভোগী শিক্ষক ও কর্মকর্তাকে একটি লিখিত চুক্তিতে নিয়োগ করা হবে। শিক্ষক বা কর্মকর্তার কোনো রাজনৈতিক মতামত ধারণ করার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের কোনো আইনানুগ সংস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার স্বাধীনতার প্রতি কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই চাকরির শর্তাবলি নির্ধারণ করা হবে এবং চুক্তিতে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে। তবে শর্ত থাকে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষক বা অন্য বেতনভোগী কর্মচারী সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচন করতে চাইলে তিনি মনোনয়ন দাখিলের আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি থেকে পদত্যাগ করবেন।

বঙ্গবন্ধু যে উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের রাজনৈতিক মতামত ধারণ করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন তার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সদ্যঃস্বাধীন বাংলাদেশকে গড়ে তুলতে মুক্তজ্ঞান চর্চা ও গঠনমূলক পরামর্শ দিয়ে রাষ্ট্রকে এগিয়ে নিতে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। এর প্রমাণ মেলে অধ্যাপক আবুল ফজলের লেখায়। বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হওয়ার পর অধ্যাপক আবুল ফজল 'শেখ মুজিবকে যেমন দেখেছি' শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। শিক্ষা ও শিক্ষকের প্রতি বঙ্গবন্ধুর অগাধ শ্রদ্ধার কথা বলতে গিয়ে অধ্যাপক আবুল ফজল লিখেছেন, ১৯৬৯ সালের নভেম্বর মাসে ইত্তেফাক পত্রিকায় 'শক্ত কেন্দ্র কেন ও কার জন্য' শিরোনামে প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে বঙ্গবন্ধু অভিনন্দন জানিয়ে তাঁকে পত্র লিখেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর পত্রের জবাবে অধ্যাপক আবুল ফজল যে পত্র লিখেছিলেন তার উত্তরে বঙ্গবন্ধু লিখেছিলেন, 'আপনার মতো জ্ঞানী, গুণী ও দেশপ্রেমিকের সঙ্গে দেখা করতে পারলে খুবই আনন্দিত হতাম। আবার যখন চট্টগ্রামে যাবো, সাহিত্যনিকেতনে যেয়ে নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে দেখা করবো।' অধ্যাপক আবুল ফজলকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের আগে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে ফোন করে বঙ্গবন্ধু অধ্যাপক আবুল ফজলের অনুমতি নিয়েছিলেন বলে অধ্যাপক আবুল ফজল তাঁর লেখায় উল্লেখ করেছেন।

গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিমূলক পরিবেশে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করার জন্য '৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় আইনে ডিন, সিন্ডিকেট, সিনেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের প্রতিনিধি মনোনয়নে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কিন্তু কিছু শিক্ষকের লাগামহীন লোভ-লালসা ও অবিমৃশ্যকারিতার কারণে রাজনৈতিক মতামত ধারণ ও নির্বাচন দুটিই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ভয়ানক বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক মতামত ধারণের সুযোগ অপব্যবহার করে কিছু শিক্ষক তদবির-লবিং করে পদ-পদবি বাগানোর কাজে একে ব্যবহার করছেন। ফলে স্বাধীন পরিবেশে মুক্তবুদ্ধি চর্চা চাটুকারিতা, তোষামোদি, আনুগত্যের নামে অন্যায়-অপরাধকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দানে রূপ নিয়েছে।

অন্যদিকে নির্বাচনব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রে সহকর্মীদের মধ্যে ভয়ংকর বিভেদ, বিদ্বেষ ও শত্রুতার এমন এক অসহনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, যেখানে মাঝেমধ্যে সহকর্মীদের মধ্যে ওয়ার্কিং রিলেশনও হুমকির মুখে পড়েছে। সহকর্মীদের সম্পর্কের বুনন ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। সহকর্মীদের মাঝে বিদ্বেষে বিষাক্ত পরিবেশের কারণে শিক্ষার পরিবেশও মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে। এই নির্বাচনব্যবস্থাই অনেকাংশে উৎসাহিত করছে শিক্ষক নিয়োগে মেধার চেয়ে অন্যান্য বিবেচনাকে অগ্রাধিকার দিতে। কারো কারো মতে শিক্ষক নয়, ভোটার নিয়োগ প্রাধান্য পায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো জনগণের ট্যাক্সের অর্থে চলে, তাই তাদের অধিকার রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচন কিভাবে হিংসাত্মক ও ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠছে তা জানার ও তা শোধরানের ব্যবস্থা গ্রহণের। বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচন থাকার সুবাদে শিক্ষকদের বিভিন্ন ফোরাম গড়ে উঠেছে। এই ফোরামগুলো মূলত বিভিন্ন রঙের নামে পরিচিত। যেমন–নীল, হলুদ, সাদা দল ইত্যাদি। বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত আওয়ামী লীগ ও বাম দল সমর্থিত ফোরাম নীল দল বা হলুদ দল আর বিএনপি ও জামায়াত সমর্থিত শিক্ষকদের ফোরাম সাদা দল হিসেবে পরিচিত। নির্বাচনে দল মনোনীত ও বিদ্রোহী প্রার্থীর পক্ষে-বিপক্ষে গিয়ে সহকর্মীরা বিভাজন-বিদ্বেষ-শত্রুতায় জড়িয়ে পড়ছে। একটি বিভাগের দুজন সিনিয়র শিক্ষকের মধ্যে আড়াই দশকেরও বেশি সময় ধরে দারুণ বন্ধুত্বের সম্পর্ক। এই সুসম্পর্ক সুন্দরভাবে বিভাগটি পরিচালনার একটি অনন্য শক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছিল। কিন্তু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সদ্যঃসমাপ্ত নির্বাচনে দুজনের একজন দলীয় মনোনয়ন পান, আর অন্যজন দলীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

নির্বাচন শেষ হয়েছে, কিন্তু বিদ্রোহের অবসান হয়েছে কি? সম্পর্কে যে ফাটল ধরেছে তা আর জোড়া লাগবে কি? এভাবেই সহকর্মীদের মাঝে সৃষ্ট দূরত্ব শিক্ষার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। জাতীয় নির্বাচনের আগে আগ্রহী প্রার্থীরা যেমন টাকা খরচ করে দেয়ালে-পোস্টারে প্রচার করেন অমুক ভাইকে প্রার্থী হিসেবে দেখতে চাই, তেমনি কিছু শিক্ষকও নির্বাচন আসার দু-তিন মাস আগে থেকেই নিজের পক্ষে প্রচার-প্রচারণা শুরু করেন। ভোটারদের কাছ থেকে অগ্রিম ওয়াদা নেন তাকে ভোট দেওয়ার জন্য। জাতীয় নির্বাচনে জয়ী হতে প্রার্থীরা যেমন নানা অনৈতিক কূটকৌশলের আশ্রয় নেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচনেও নানা অনৈতিকতা ও কলাকৌশল দৃশ্যমান হয়ে উঠছে।

উদাহরণস্বরূপ, কোনো প্রার্থীর পক্ষে অধিকসংখ্যক ভোটারকে ওয়াদাবদ্ধ করতে কয়েক সেট মনোনয়ন ফরমে প্রস্তাবক ও সমর্থক হিসেবে অনেকজনের স্বাক্ষর নেওয়া হয়, কোনো বিশেষ প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার জন্য শিক্ষা ছুটিতে থাকা সহকর্মীদের গবেষণা অসমাপ্ত রেখেই যোগদানে বাধ্য করা, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কর্তৃক পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে ভোটারদের চাপ প্রয়োগ করা, পছন্দের প্রার্থীকে ভোট না দিলে পদোন্নতি আটকে রাখা কিংবা নানাভাবে হয়রানি করা ইত্যাদি।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্যঃসমাপ্ত নির্বাচনে সংঘটিত নানা ঘটনায় ব্যথিত হয়ে মানবাধিকার কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করে বলেন, তিনি সুইডেনে পোস্ট-ডক্টরাল গবেষণাকাজে নিয়োজিত থাকার সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ডিন নির্বাচনের একজন প্রার্থী তাঁকে গবেষণাকাজ অসমাপ্ত রেখে অনুষদে যোগদান করতে বলেন, যাতে তিনি ওই প্রার্থীকে ভোট দিতে পারেন। কিন্তু অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান এমন কাজকে অনৈতিক উল্লেখ করে ওই ডিন প্রার্থীর প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেন। শাস্তি হিসেবে অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমানকে জ্যেষ্ঠতার তালিকায় অবনমন করা হয়।

সদ্যঃসমাপ্ত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন নির্বাচনে শিক্ষা ছুটিতে থাকা তিনজন পিএইচডি গবেষক তাঁদের গবেষণাকর্ম অসমাপ্ত রেখেই নির্বাচনের কয়েক দিন আগে যোগদান করেছেন। এঁদের মধ্যে দুজন বিদেশ থেকে এসে যোগদান করেছেন। একজন নির্বাচনের দুদিন পর ছুটি নিয়ে আবার বিদেশে চলে গিয়েছেন। এসব অনৈতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি নির্বাচন ঘিরে আরো যেসব ধ্বংসাত্মক কাজ হয়ে থাকে তার অন্যতম হলো ভোটার বাড়াতে বিজ্ঞাপনের বা প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়। বিশেষ প্রার্থীর পক্ষে ভোটার নিয়োগ দিতে কিংবা শিক্ষকদের দলাদলির কোনো পক্ষের দল ভারী করতে নিয়োগের শর্তের সিজিপিএ কমানোর উদ্যোগও পরিলক্ষিত হয়। নির্বাচনে সব অনিয়ম ও অনৈতিকতার রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচনে ধর্মের ব্যবহারের কারণে। প্রার্থী বাছাই ও ভোট উভয় ক্ষেত্রেই ধর্মের ব্যবহারও লক্ষণীয়।

নারায়ণগঞ্জের বন্দরে লালমিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, 'আমরা যত উন্নয়ন করি না কেন, যদি শিক্ষার উন্নয়ন না হয়, তবে সেই উন্নয়ন টেকসই হবে না।' মন্ত্রী মহোদয় যথার্থ বলেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে হিংসা-বিদ্বেষ ও অনৈতিকতার আবাদ হচ্ছে তা শিক্ষার উন্নয়নে মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। অন্যদিকে নীতি-নৈতিকতাখেকো এই শিক্ষা দিয়ে উন্নয়ন কতটুকু টেকসই হবে তা-ও ভেবে দেখার সময় এসেছে। গত ২৯ মার্চ জাতীয় সংসদের দুজন সংসদ সদস্যের বক্তব্যের উত্তর দিতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, 'বরেণ্য অনেক শিক্ষাবিদই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে কাজ করতে আগ্রহী হন না।' বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ক্রমেই যেভাবে নষ্ট রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ছে তাতে আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন বরেণ্য অনেক শিক্ষাবিদই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে কাজ করতে আগ্রহী হবেন না এটাই স্বাভাবিক। বঙ্গবন্ধু যে প্রেক্ষাপটে ও মানসে '৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রবর্তন করেছিলেন, তা থেকে আমাদের অনেক বিচ্যুতি হয়েছে। তাই বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা আইনের বিশেষ করে নির্বাচনসংক্রান্ত বিধানাবলি পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে। জনগণের অর্থে পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নষ্ট-নোংরা রাজনীতি থেকে মুক্ত হোক–এই প্রত্যাশা সবার।

লেখক: অধ্যাপক, আইন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

সাক্ষাৎকারে নুরুল ইসলাম

আঞ্চলিক নিরাপত্তার স্বার্থেই চীন ও ভারতের উচিত রোহিঙ্গাদের সাহায্য করা



নুরুল ইসলাম ১৯৯৮ সাল থেকে আরাকান রোহিঙ্গা ন্যাশনাল অর্গানাইজেশনের (এআরএনও) সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এর আগে তিনি রাখাইনের জাতীয়তাবাদী দল ন্যাশনাল ইউনাইটেড পার্টি অব আরাকানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৭৮ সালে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে মিয়ানমার আর্মির কুখ্যাত কিং ড্রাগন অপারেশনের পর তিনি রোহিঙ্গা মুক্তির আন্দোলনের শীর্ষ সারিতে চলে আসেন। তিনি রেঙ্গুন ইউনিভার্সিটি থেকে বিএ ও এলএলবি ডিগ্রি লাভ করেন। ইউনিভার্সিটি অব ইস্ট লন্ডন থেকে এলএলএম ডিগ্রি অর্জনকারী নুরুল ইসলাম বর্তমানে ইংল্যান্ডে বাস করেন। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন আশফাক আনুপ, আলতাফ পারভেজ, আশফাক রনি ও শফিকুল আলম। সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত অংশ প্রকাশিত হলো।

প্রশ্ন: আপনার জন্ম বার্মার মংডুতে। রাজনৈতিক পথচলা কীভাবে?

নুরুল ইসলাম: শৈশব থেকেই আমি রোহিঙ্গাদের ওপর জুলুম-অত্যাচার দেখে আসছি। স্কুলজীবনেই আমার মনে হলো, এই অবিচারের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। নবম শ্রেণিতে আমি রোহিঙ্গাদের আন্ডারগ্রাউন্ড সংগঠন রোহিঙ্গা ইনডিপেনডেন্ট ফোর্সের সঙ্গে যুক্ত হই। মাস্টার সুলতান তখন এর নেতৃত্বে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় আমরা আরও সংগঠিত হয়ে রোহিঙ্গা প্যাট্রিয়টিক ফ্রন্ট গঠন করি। বার্মার শাসকগোষ্ঠী আমাদের বিরুদ্ধে সরকারবিরোধী ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনলে বাধ্য হয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নেই। বার্মার সেনাদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করি। এক পর্যায়ে বার্মায় টিকে থাকতে না পেরে বাংলাদেশ হয়ে লন্ডন আসতে বাধ্য হই।

প্রশ্ন: আপনাদের সংগ্রাম তো অনেক পুরোনো।

নুরুল ইসলাম: আমাদের সংগ্রামটা আসলে একটি ধারাবাহিক আন্দোলনের অংশ। আমাদের পথিকৃৎদের আন্দোলনকে আমরা সামনের দিকে টেনে গিয়েছি।

প্রশ্ন: পথিকৃৎ বলতে কাদের কথা বলছেন?

নুরুল ইসলাম: রোহিঙ্গাদের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম দুটি ধারা ছিল। একটি ধারা ১৯৪৮ সালে বার্মা স্বাধীন হওয়ার পর গণতান্ত্রিক পরিবেশে সংসদীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে। আব্দুল গাফফার সাহেব ও সুলতান আহমেদ সাহেব ছিলেন এই ধারার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে তারা বার্মার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন। আরেকটি ধারা সশস্ত্র সংগ্রামের পথকে শ্রেয় মনে করেছিল। এই ধারার নেতা ছিলেন জাফর কাওয়াল। তিনি বেশ বড় সশস্ত্র সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন।

প্রশ্ন: ১৯৩৬ সালে জামিয়াত উল ওলামা গঠিত হওয়ার পর থেকে উত্তর আরাকানে ইসলামবাদী আন্দোলনের ট্রেন্ড লক্ষ্য করা যায়। রোহিঙ্গারা কি আরাকানে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে চায়?

নুরুল ইসলাম: রোহিঙ্গারা কখনও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করেনি। আমরা প্রথম থেকেই মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে আসছি। রোহিঙ্গাদের ওপর আন্দোলন চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বার্মা স্বাধীন হওয়ার পর সরকার বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির অধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করলেও আমাদের উপেক্ষা করেছে। আমাদের একটি অংশ সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে থেকে আন্দোলন করেছে। জাফর কাওয়ালের নেতৃত্বে সশস্ত্র আন্দোলনের পথ বেছে নেওয়া অংশ নিজেদের মুজাহিদ পরিচয় দিতেন। কিন্তু তারা রোহিঙ্গাদের অধিকার ও স্বাধীনতার সংগ্রাম করেছেন। ইসলাম কায়েমের জন্য নয়। রোহিঙ্গা মুজাহিদ আর ইসলাম কায়েমের জন্য যুদ্ধ করা মুজাহিদ এক নয়। এই পরিচয় নিয়ে বিভিন্ন পক্ষ আমাদের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা ছড়িয়েছে।

প্রশ্ন: যদি ধর্মীয় আন্দোলন না-ই হয়, সে ক্ষেত্রে আপনারা রাখাইনদের সঙ্গে যৌথ আন্দোলনের চেষ্টা করেছে কি?

নুরুল ইসলাম: আমরা রাখাইনদের সঙ্গে যৌথ আন্দোলনের চেষ্টা করেছি। অতীতে জাফর কাওয়ালদের মুজাহিদ গ্রুপের সঙ্গে রাখাইন সশস্ত্র গ্রুপগুলোর এক ধরনের বোঝাপড়া ছিল। আমাদের আরাকান রোহিঙ্গা ন্যাশনাল অর্গানাইজেশনের (এআরএনও) সঙ্গে ন্যাশনাল ইউনাইটেড পার্টি অব আরাকানের (এনইউপিএ) যৌথ আন্দোলনের চুক্তি ছিল। আমি এনইউপিয়ের নেতা মেজর জেনারেল খিন রাজারের সঙ্গে এই চুক্তি করেছিলাম। দুঃখজনক হলেও সত্য, আমরা উভয় কমিউনিটি বার্মিজদের ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসির ফাঁদে পা দিয়েছি। রাখাইনের বড় একটি অংশ রোহিঙ্গাদের সমান অধিকার ও মর্যাদায় সহাবস্থান চায় না।

প্রশ্ন: এই বাস্তবতায় রাখাইনদের সঙ্গে আপনারা সহাবস্থান নিশ্চিত করবেন কীভাবে?

নুরুল ইসলাম: দেখুন, অতীতে রাখাইন ও রোহিঙ্গারা একসঙ্গে আরাকান রাজ্য গঠন ও এর সার্বভৌমত্ব রক্ষা করেছি। অতীতে সহাবস্থান সম্ভব হলে এখনও সম্ভব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমাদের মধ্যে যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে তা বার্মিজ রাজনীতিবিদরা নিজেদের স্বার্থে জিইয়ে রেখেছে। কিছু সংখ্যক রাখাইন বার্মিজদের ফাঁদে পা দিয়ে রোহিঙ্গামুক্ত আরাকান গড়ার স্বপ্ন দেখছে। এসব আত্মঘাতী চিন্তা থেকে তাদের সরে আসতে হবে। তারা যদি রোহিঙ্গাদের গ্রহণ করতে না পারে, সে ক্ষেত্রে আমরা যুক্তরাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে আলাদা থাকতে পারি।

প্রশ্ন: বার্মার সরকারের পক্ষ থেকে যখনই রাখাইনে চালানো নিপীড়নগুলোকে ন্যায্যতা দেওয়ার চেষ্টা করেছে, তখন তারা রোহিঙ্গা গোষ্ঠীকেও অবৈধ বাঙালি বলে আখ্যায়িত করেছে। তারা ধর্মীয় গোষ্ঠী নাকি নৃগোষ্ঠী হিসেবে দেখছে?

নুরুল ইসলাম: তাদের কাছে আমরা প্রথমে বাঙালী, তারপর মুসলিম। বাঙালীদের প্রতি তাদের ঐতিহাসিকভাবে প্রবল ঘৃণা আছে। ঐতিহাসিকভাবে বলছি এ কারণে, আদি থেকে বর্মিদের সঙ্গে স্বাধীন আরাকানের শত্রুতা ছিল। যখনই বর্মিরা আরাকানে হামলা করত, আরাকানের রাজপরিবার ও অভিজাতরা বাংলাতেই আশ্রয় নিত। বাংলাও আরাকানিদের হারানো রাজ্য পুনরায় ফিরে পেতে সাহায্য করেছে। বর্মিদের বাঙালি বিদ্বেষ তখন থেকেই। আবার এটাও ঠিক, বর্মিরা রোহিঙ্গাদের প্রতি ঘৃণা ছড়াতে ধর্মকে ব্যবহার করেছে। নতুন প্রজন্মের রাখাইনদের মধ্যেও এই বিশ্বাসটা ঢুকে গেছে, রোহিঙ্গারা সবাই বাঙালী।

প্রশ্ন: আন্তর্জাতিক মিডিয়াগুলোতে আমরা দেখি রোহিঙ্গা 'মুসলিম' কথাটা বারবার উঠে আসছে। রোহিঙ্গাদের নিজস্ব ধর্মনিরপেক্ষ নৃতাত্ত্বিক জাতিগত পরিচয় তৈরি হয়েছে কিনা?

নুরুল ইসলাম: রোহিঙ্গাদের মধ্যে হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষ আছে। অল্পসংখ্যক খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের মানুষও আছে। আমাদের ধর্মভিত্তিক নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠী বলা যাবে না। ব্যাপার হচ্ছে, রোহিঙ্গার বড় একটা অংশ মুসলিম সম্প্রদায়ের। এ কারণেই হয়তো আন্তর্জাতিক মিডিয়াগুলোতে 'রোহিঙ্গা মুসলিম' কথাটা উঠে আসে।

প্রশ্ন: রাখাইনদের বিভিন্ন আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত দল আরাকান আর্মি অথবা ইউএলএ বারবার বলার চেষ্টা করে, তারা রোহিঙ্গা পরিচয় নিয়ে যে লড়াই করছে এটা আমরা মেনে নিতে পারি না। কিন্তু তারা যদি বাঙালী পরিচয় দেয়, বাঙালি হিসেবেই থাকতে পারবে।

নুরুল ইসলাম: আমাদের আত্মপরিচয় নির্ধারণ করার অধিকার আছে। এটা আমাদের মানবাধিকার। আমাদের আত্মপরিচয় কী হবে সেটা তারা নির্ধারণ করতে পারে না। আমাদের পরিচয় নিয়ে যারা প্রশ্ন তুলছে, তারা আমাদের জাতিগত অধিকার দিতে চায় না। আমাদের সঙ্গে তারা আরাকানের ক্ষমতা ভাগাভাগি করতে চায় না।

প্রশ্ন: রোহিঙ্গাদের সংগ্রামের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক ধারার ঐক্যের সম্ভাবনা কতখানি?

নুরুল ইসলাম: রোহিঙ্গাদের আন্দোলনে অনেক উত্থান-পতন হয়েছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে আছি। আশার বিষয় হচ্ছে, আমরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে থাকলেও একটা বিষয়ে আমাদের সবার লক্ষ্য এক- আমরা সবাই রোহিঙ্গা জাতিকে মুক্তি এনে দিতে চাই। বার্মিজ যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে নিজেদের অধিকার এবং স্বাধীনতা চাই। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে এমন কোনো কর্মপদ্ধতি নির্ধারিত হয়নি। সে কারণে যে যার মতো করে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা নিজেদের মধ্যে নিয়মিত আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি।

প্রশ্ন: এদের মধ্যে কাদের আমরা আসলে মূলধারা বলতে পারি?

নুরুল ইসলাম: আরনো প্রবাসীভিত্তিক একটি সংগঠন। ১৯৯৮-এর মাঝে যতগুলো সংগঠন ছিল সবাই একত্র হয়ে এটি সৃষ্টি হয়েছিল। আরএসও একটা সশস্ত্র দল নিয়ে তাদের কার্যক্রম করছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তাদের কোনো রাজনৈতিক নেতৃত্ব নেই। আর, আরসাকে গ্রহণ করা আমাদের জন্য খুব কঠিন। এদের কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আমরা দেখি না। তারা আমাদের জনমানুষের ওপরই একটা বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা আমাদের নিজেদের জনমানুষের ওপরই নিপীড়ন চালাচ্ছে। মানে, মানুষ বিপদে পড়ছে এই আরসার জন্যই। তবুও আমরা এখন চিন্তা করছি একটা সনদ তৈরি করা যায় কিনা। রোহিঙ্গা জাতীয় সনদ। এই সনদের মাঝে সবাইকে এনে একত্র করব, এখন জোটের ভেতরে বা বাইরে যে যেখানেই সংগ্রাম করছে, সবাই এই সনদকে গ্রহণ করবে।

প্রশ্ন: ২০১৭ সালে আরসার কর্মকাণ্ডেই বাংলাদেশে ১০ লাখ লোক ঢুকে পড়ল। এটা কি কোনো অন্তর্ঘাত বা ফলস ফ্ল্যাগ?

নুরুল ইসলাম: আরসার কর্মকান্ড বার্মার সরকারের কূটনীতিকে সহায়তা করে। বিশেষ করে, শরণার্থী সমস্যা যেটা হয়েছে, আমাদের জনমানুষ যে বিতাড়িত হলো আমাদের স্বদেশ থেকে এই জায়গায় আরসাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বার্মিজ সরকারের কূটনৈতিক চেষ্টায় বসানো হয়েছে। বার্মার সরকার এবং আরসা একই পথে হাঁটছে।

প্রশ্ন: আপনারা কি আরএসওর সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী?

নুরুল ইসলাম: দেখুন আমরা চিন্তাভাবনা করছি। বা যা করতে চাচ্ছি, একটা রাজনৈতিক সমাধানের জন্য করতে চাচ্ছি। প্রধানত একটা রাজনৈতিক আন্দোলন হওয়া দরকার। আপনি সশস্ত্র সংগ্রাম বলেন, যা কিছু করেন। এই সবকিছু একটা রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে থাকা উচিত। রাজনৈতিক নেতৃত্বের মাঝে তারা যদি আসে তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। তারা যদি আসে সেটাও কার্যকরী হবে। কেন নয়?

প্রশ্ন: আপনারা আরাকান আর্মির সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী কিনা?

নুরুল ইসলাম: আমরা এরই মধ্যে তাদের প্রস্তাবনা দিয়েছি একসঙ্গে কাজ করার। তাও বহু আগে। কিন্তু তারা আজও আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের কোনো উত্তর জানায়নি। আরেকটি বিষয় হচ্ছে, তাদের আমাদের জাতিপরিচয়কে মেনে নিতে হবে। তারা যদি আমাদের পরিচয়কে না মেনে নেয়, তারা যদি নিছক এটাই চায় আমরা তাদের দয়ায় বেঁচে থাকব, তাহলে এটা আমরা মেনে নিতে পারব না।

প্রশ্ন: তার মানে আপনাদের মধ্যে একটা আস্থার ঘাটতি আছে? কীভাবে এই আস্থা নির্মাণ করা যায়?

নুরুল ইসলাম: আস্থা নির্মাণ করতে আমাদের ফিরে চাইতে হবে ইতিহাসের দিকে। আমরা কীভাবে স্বাধীন সার্বভৌম আরাকানকে রক্ষা করেছিলাম। কীভাবে করেছিলাম, আমরা সেটা দেখি। আমরা একসময় একসঙ্গেই ছিলাম তো। যখন আরাকানের রাজা, প্রধানমন্ত্রীরা ছিল মুসলমান, সেনাপতিরাও ছিল মুসলমান। আরাকানের প্রশাসনিক ক্ষমতা ছিল মুসলমানদের হাতে। এটা তো অস্বীকার করা সম্ভব না। এই ধারাকে ধ্বংস করা হয়েছিল। তো আমরা সেই ঐতিহাসিক ধারাকে আবার ফিরিয়ে আনি। তাহলেই হয়ে যাবে।

প্রশ্ন: আপনাদের সঙ্গে কি এনইউজির যোগাযোগ হয়েছে ইতোমধ্যে?

নুরুল ইসলাম: তাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ, নিয়মিত সংলাপ হয়। কিন্তু আমরা যে জিনিসগুলোতে জোর দিচ্ছি সেগুলোতে তারা কোনো জবাব দেয়নি। তারা এড়িয়ে যেতে চাচ্ছে।

প্রশ্ন: এই ভেদটা কোথায় এটা আরেকটু বলবেন?

নুরুল ইসলাম: বার্মার মানুষরা এখন মনে করে, সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। এই জায়গায় সবাই একমত। সবাই একজোট হয়ে এই লড়াইকে সমর্থন করে। কিন্তু বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে আবার বিভিন্ন সশস্ত্র গ্রুপ আছে। এদের নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন অঞ্চল আছে। এদের অনেক শর্ত থাকে, যেমন- তাদের অঞ্চলে বাকিদের তাদের কথামতো চলতে হবে ইত্যাদি। এনইউজি চাচ্ছে তাদের নিয়ন্ত্রণে এবং শাসনে অন্যদের আসতে হবে। তবে এনইউজির সংবেদনশীল রোহিঙ্গাদের ব্যাপারে। তারা বলেছে, রোহিঙ্গাদের তারা নাগরিক হিসেবে মেনে নেবে। কিন্তু এ পর্যন্ত বেশকিছু ব্যাপার রয়ে গেছে। যেমন, আন্তর্জাতিক ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং মিশনের রিপোর্টটা তারা মেনে নেয়নি। মানবো নাও বলেনি, মেনে নিয়েছিও বলেনি। প্রথমত এই হলো ব্যাপার। দ্বিতীয়ত, আমরা তাদের বলেছি অং সান সু চি আইসিজেতে যে বক্তব্য দিয়েছিলেন, সেটা আপনারা প্রত্যাহার করুন এবং আপনাদের এই বাস্তবতা মেনে নিতে হবে, রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে মানবাধিকারবিরোধী অপরাধ ঘটছে। আমরা বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তারা এটা মানেনি।

প্রশ্ন: কাচিন আর্মি, ইউনাইটেড ওয়া স্টেট আর্মি এরা বেশ ক্ষমতাশালী। নৃতাত্ত্বিক বিদ্রোহীগুলোর একটা জোট আছে, যেমন নর্দান অ্যালায়েন্স আছে। তাদের সঙ্গে আপনাদের কখনও যোগাযোগ হয়েছে কিনা বা আপনার কি মনে হয়, তাদের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করতে পারবেন?

নুরুল ইসলাম: একসময় তাদের সঙ্গে কাজ করেছিলাম আমরা। কাচিনদের সঙ্গে করেছি, কারেনদের সঙ্গে কাজ করেছি। তারপর রাখাইনদের সঙ্গেও কাজ করেছি। এখন তো অনেক উত্থান-পতন ঘটে গেছে রোহিঙ্গাদের মধ্যে। তারাও খুব একটা গুরুত্ব দিচ্ছে না আমাদের। আসলে সমস্যা হচ্ছে, আমাদের শক্তিমত্তার পতন ঘটেছে। আমাদের গুরুত্ব দেওয়ার মতো তারা যথেষ্ট শক্তিশালী ভাবছে না। আমরা নিজেদের সামরিক জায়গায় যথেষ্ট উন্নতি করতে পারিনি। সে ক্ষেত্রে সম্ভবত সংখ্যাটাও একটা বড় ব্যাপার। যেহেতু দেশের ভেতরেই রোহিঙ্গারা খুব বেশি সংখ্যায় থাকছেও না, সে ক্ষেত্রে সংখ্যার বিচারেও গুরুত্ব সম্ভবত কমেছে বেশ খানিকটা।

প্রশ্ন: আরাকান আর্মি অনেক ভালোভাবে দরকষাকষি করতে পারছে বার্মার আর্মির সঙ্গে। কিন্তু আপনারা সেটা পারছেন না। আপনাদের ৮০ ভাগ জনমানুষকে ওরা দেশ থেকেই বের করে দিয়েছে। এই দুটি গোষ্ঠীর সংগ্রামই ১৯৪৮ সাল থেকে শুরু। আপনাদের দুর্বলতাটা আপনি কীভাবে বিশ্লেষণ করেন?

নুরুল ইসলাম: দেখুন, আরাকান আর্মিকে পরিস্থিতি আনুকূল্য দিয়েছে। তারা প্রশিক্ষিত হয়েছে এবং নিজেদের উন্নত করেছে কাচিন অঞ্চলগুলোতে। কাচিনরা তাদের সাহায্য করেছে। তারপর তারা চীন বা চীনের মাঝখানে কোনো গোষ্ঠী থেকে সহায়তা পেয়েছে। প্রতিবেশী দেশ হিসেবে আমাদের সংগ্রামে বাংলাদেশ প্রভাবক গোষ্ঠী। দশকের পর দশক ধরে রোহিঙ্গা সমস্যার মূল ভারবহন করে আসছে। এজন্য আপনাদের নিজেদের স্বার্থেই এবং রোহিঙ্গাদের স্বার্থে আপনাদেরই এ রকম একটা কিছু চিন্তা করার দরকার আছে, যাতে আমরা নিজেদের উন্নতি ঘটাতে পারি।

প্রশ্ন: আপনি কি মনে করেন এই সশস্ত্র সংগ্রামটা ঠিক আছে। এখানে তো অন্য উপায়েও সংগ্রাম হতে পারত যেমন, অহিংস একটা আন্দোলনও হতে পারত।

নুরুল ইসলাম: বার্মার অবস্থাটা তো আপনি পুরোপুরি জানেন। বার্মার মধ্যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বলতে কিছু নেই। আসলে আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমাদের সমস্যাগুলোর সমাধান করা, শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক একটা সমাধান চাই আমরা। শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাধানের জন্য একসঙ্গে বসার মতো একটা সুবিধা আমাদের দিতে হবে তো। এই নিপীড়কদের অবশ্যই আমাদের সঙ্গে বসতে হবে এবং তাদের আমাদের কণ্ঠ শুনতে হবে। এ রকম কোনো সুযোগ তারা আমাদের দিচ্ছে না। আর বার্মার মাঝে যে কোনো অত্যাচার ও নিপীড়ন রোহিঙ্গাদের ওপর হলে কোনো সামরিক বাহিনীর সদস্য বা কর্মকর্তাকে জবাবদিহি করতে হয় না আইন এবং সংবিধানের কাছে। যত জুলুম ও অত্যাচার করতে পারবে রোহিঙ্গাদের, তত সে প্রশংসিত হয়। তো এই অবস্থার মধ্যে আপনার গণতান্ত্রিক পরিবেশ এবং শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক আন্দোলন তো কোনো দিন হতেও পারে?

প্রশ্ন: আন্তর্জাতিক আইন আপনাদের এই সশস্ত্র সংগ্রামকে অনুমোদন দেয়?

নুরুল ইসলাম: আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী এটা ন্যায়সংগত। আপনি জানেন আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের ঘোষণাপত্রের প্রস্তাবনায় কী লেখা আছে? যদি আর কোনো উপায় বাকি না থাকে আপনার স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম অবশ্যই ন্যায়সংগত। এটা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ঘোষণাপত্রে আছে। দ্বিতীয়ত, একটা দেশে যদি কোনো সরকার থাকে, সেই সরকারের দায়িত্ব থাকে জনগণের মানবাধিকার এবং স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। এই সরকার কখনও সেটা করবে না। বরং এই সরকার নিজেই নিপীড়কের ভূমিকা পালন করছে। তো এখন কী করা উচিত? এখন তবে এই জনমানুষদের রক্ষা করতেই ওরেসপনসিবিলিটি টু প্রটেক্ট ধারণায় যেতে হবে। ২০০৫ সালে এই ধারণাতে আন্তর্জাতিক মহল একমত হয়েছিল। এ ধারণাটি রোহিঙ্গাদের বেলায় প্রযোজ্য, যেহেতু আমরা ৮০ ভাগ মানুষ দেশের বাইরে আছি, আর যারা আছে দেশের ভেতর, তারা মানবেতর অবস্থায় আছে। খাবার নেই, লেখাপড়া নেই, কিছু নেই। এটা পশুর চেয়ে খারাপ অবস্থা। পশুরাও একটা জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চারণ করতে পারে। তাদের এক চারণভূমি থেকে আরেক চারণভূমিতে যাওয়ার স্বাধীনতা আছে। কিন্তু আমাদের লোকজন এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে যেতে পারে না।

প্রশ্ন: আরাকানে চীনের একটা বিশাল বিনিয়োগ আছে। তারা প্রায় সময়ই বলে রোহিঙ্গাদের ফেরত চায় ইত্যাদি। চীন রোহিঙ্গাদের কোনো ধরনের সাহায্য করবে কিনা?

নুরুল ইসলাম: তাদের আমাদের সাহায্য করা উচিত। কারণ হচ্ছে, তারা আঞ্চলিক শক্তি। ভারতও, চীনও। তারপর তাদের উভয়েরই আরাকানে কিছু স্বার্থ আছে। আমরা এখানকার একটি স্টেকহোল্ডার অনেক স্টেকহোল্ডারের মধ্যে। যে কোনো উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, অর্থনৈতিক বা অন্যান্য বিনিয়োগ তারা যদি আরাকানের ভেতর করে, আমাদের কোনো বিরোধ নেই তাতে। কিন্তু সেটা করতে অবশ্যই স্টেকহোল্ডারদের অবহিত করে সম্মতি নিতে হবে। শুধু রাখাইনদের থেকে নিলে হবে না, রোহিঙ্গাদের থেকেও নিতে হবে। আঞ্চলিক শান্তি ও নিরাপত্তার স্বার্থেই চীন ও ভারতের উচিত রোহিঙ্গাদের সাহায্য করা।

প্রশ্ন: রোহিঙ্গাদের প্রবাসী অংশ উচ্চশিক্ষিত হচ্ছে। নতুন প্রজন্ম আপনাদের সংগ্রামকে কতটুকু এগিয়ে নিয়ে যাবে?

নুরুল ইসলাম: এখন যারা প্রবাসে আছে তারা যে অবদানটা দেবে, আর যারা দেশের ভেতরে আছে তাদের অবদানে পার্থক্য থাকবে। আমাদের মূল সম্পদ হচ্ছে যারা দেশের ভেতরে আছে তারা অথবা যারা শরণার্থী শিবিরে আছে এই আশায়, তারা একসময় নিজ মাতৃভূমিতে ফিরবে। তারা খুব বেশি করে অনুভব করে, তাদের আর কোনো আশ্রয়ের জায়গা নেই এবং তাদের অবশ্যই ফিরে যেতে হবে তাদের মাতৃভূমিতে, তাদের জীবন আবার তৈরি করতে। বাংলাদেশ সরকারকে আমরা অনুরোধ করব, দয়া করে শিবিরে থাকা রোহিঙ্গাদের মানসম্মত শিক্ষা দিন, যাতে তারা নিজেদের ভেতর মানবিক গুণগুলো তৈরি করতে পারে। তাহলে যখন তারা ফিরতে পারবে, তখন তারা সমাজ নির্মাণে কার্যকর হবে। আরেকটা ব্যাপার, আমাদের তরুণদের বুঝতে হবে তাদের অধিকার কেউ দিয়ে দেবে না। এটার জন্য লড়াই করতে হবে। তার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে তাদের। (দৈনিক সমকাল)

জাকাত : মানবিক সমাজ গড়ার হাতিয়ার

জালাল উদ্দিন ওমর

নামাজ-রোজার মতোই জাকাত ইসলামের অন্যতম একটি ফরজ ইবাদত। জাকাত হচ্ছে অর্থের ইবাদত। আর্থিকভাবে সচ্ছল মানুষদের ওপর জাকাত আদায় বাধ্যতামূলক। আর্থিক সচ্ছলতার কোন অবস্থায় জাকাত আদায় করতে হবে সেটি ইসলাম স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে। কী পরিমাণ জাকাত একজন মানুষকে আদায় করতে হবে, সেটিও নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। জাকাতের পরিমাণ হিসাবের ফর্মুলা এবং জাকাতের অর্থ কোন কোন খাতে ব্যয় করতে হবে সেটিও নির্ধারণ করা আছে।

জাকাত একটি আরবি পরিভাষা। এর অর্থ পবিত্রতা, প্রাচুর্য, ক্রমবৃদ্ধি এবং প্রশংসা ইত্যাদি। ইসলামী পরিভাষায়, জাকাত হলো সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ যা নিঃস্বার্থভাবে কোনো অসহায় মুসলমানকে দান করা হয়। জাকাত হচ্ছে অসহায়, অভাবী, অক্ষম এবং সুবিধাবঞ্চিত মুসলিম জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্যবিমোচনের মূল হাতিয়ার। জাকাত হলো একটি মানবিক সমাজ গড়ে তোলার হাতিয়ার। মানবকল্যাণই জাকাতের মূলমন্ত্র। জাকাত আদায়ের মাধ্যমে একজন মানুষের সম্পদ পবিত্রতা অর্জন করে, আর সেই জাকাতের অর্থ দিয়ে বঞ্চিত মানুষের সমস্যার সমাধান হয়। জাকাত হলো ধনীদের সম্পদে গরিবের অধিকার, যা আদায় করতে ধনী ব্যক্তিটি বাধ্য। মহান আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজিদে সালাত আদায়ের সাথে সাথে জাকাত আদায়েরও নির্দেশ দিয়েছে। কুরআনে মোট ৩২ বার জাকাত আদায়ের নির্দেশ রয়েছে। আল্লাহ এককভাবে সাতবার আর সালাতের সাথে ২৫ বার জাকাত আদায়ের কথা বলেছেন।

ঈমান আনার পর ইসলামের বিধিবিধান পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ ও পালন করতে হবে। আপনি কিছু বিধান পালন করলেন আর কিছু বিধান পালন করলেন না- এমন সুযোগ ইসলামে নেই। স্বাভাবিকভাবেই নামাজ আদায়ের মতো জাকাতও আদায় করতে হবে। জাকাত আদায়ের পর সেই অর্থ ব্যয়ের জন্য নির্ধারিত খাতগুলোতে ব্যয় করতে হবে। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত জাকাত আদায় সম্পর্কিত বিভিন্ন আয়াত দেখে নেয়া যেতে পারে : 'তোমরা সালাত কায়েম কর, জাকাত প্রদান কর এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।' (বাকারা-৪৩) 'তোমরা সালাত কায়েম কর, জাকাত দাও এবং আল্লাহকে দাও উত্তম ঋণ।' (মুজাম্মিল-২০) 'তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য কর।' (মুজাদালাহ-১৩)। যারা জাকাত দেয় না তাদের সম্পর্কে বলেছেন : 'যারা জাকাত দেয় না, তারাই আখিরাতের অস্বীকারকারী কাফির।' (হা-মীম সাজদা-৭)। এই কয়েকটি আয়াত থেকে আমরা সহজেই জাকাতের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারি। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, মুসলমানরা জাকাতের গুরুত্ব এখনো ঠিকভাবে বুঝতে পারেনি অথবা বোঝার চেষ্টা করেনি। এ কথাটি সত্য বলেই মুসলমান সমাজে সঠিকভাবে এখনো জাকাত আদায় হয় না এবং আদায়কৃত জাকাত সঠিকভাবে ব্যয়ও হয় না।

মনে রাখতে হবে জাকাত হচ্ছে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত একটি বিধান। এটা বঞ্চিতদের প্রতি ধনীদের কোনো করুণা বা অনুগ্রহ নয়। আবার এটা দানও নয়। এটা হচ্ছে ধনীদের সম্পদে গরিবদের এমনই একটা অধিকার, যেটা ধনী ব্যক্তিরা প্রতি বছর গরিবদের দিতে বাধ্য এবং সেটা গরিবদের ঘরে পৌঁছে দেয়াটাও ধনীদের দায়িত্ব।

জাকাত প্রদান আল্লাহ ফরজ করে দিয়েছেন যাতে এর মাধ্যমে ধনী ব্যক্তিরা তাদের ধর্মীয় বিধান পালন করবে, অন্য দিকে এই অর্থ দিয়ে সমাজ থেকে দারিদ্র্য এবং সমস্যা দূর হবে। এভাবে জাকাত সিস্টেমের মাধ্যমে ইসলাম সার্বজনীন এবং কল্যাণমুখী অর্থনীতি চালু করেছে, যার মাধ্যমেই কেবল একটি আলোকিত এবং মানবিক সমাজ গড়া সম্ভব।

অর্থের প্রতি মানুষের লোভ আদিকাল থেকেই চলে আসছে। মানুষ সহজে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে অন্যের কল্যাণে অর্থ ব্যয় করতে চায় না। তাই অনেকে ঠিকভাবে জাকাত আদায় করে না। অনেকে মনে করে জাকাত আদায় করলে সম্পদ কমে যাবে; কিন্তু প্রকৃত চিত্রটা ঠিক উল্টো। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, জাকাত দিলে সম্পদ বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা যে সুদ দিয়ে থাক, মানুষের সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য তা মূলত আল্লাহর কাছে বৃদ্ধি পায় না। আর তোমরা যে জাকাত দিয়ে থাক আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে তাই বৃদ্ধি পায় এবং তারাই বহুগুণ সম্পদ প্রাপ্ত হয়।' (রূম-৩৯)।

একটু গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। যেমন একজন মানুষ সুদ খায় সম্পদ বাড়ানোর জন্য; কিন্তু বাস্তবে সুদখোরের সম্পদ বাড়ে না। কারণ সুদ ব্যবস্থায় গরিবের টাকা ধনীর হাতে চলে আসে বটে; কিন্তু যারা সুদ দেয় তাদের হাতে টাকা থাকে না। ফলে তাদের ক্রয় ক্ষমতাও থাকে না। এ অবস্থায় অর্থনীতি স্থবির হয়ে পড়ে, সমাজে দারিদ্র্য সৃষ্টি হয় এবং সমাজে ধনী দরিদ্রের ব্যবধান বাড়ে। অন্য দিকে জাকাত আদায়ের ফলে ধনীদের সম্পদ দরিদ্রদের হাতে যায়। ফলে গরিবদের হাতে টাকা থাকে এবং তাদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে। ফলে অর্থনীতির চাকা সচল হয়, সমাজে দরিদ্রের সংখ্যা কমে এবং সমাজে ধনী-গরিবের বৈষম্যও কমে। সমাজে সাম্য সৃষ্টি হয়। এভাবে জাকাত ব্যবস্থার কল্যাণে সমাজ উন্নত হয়।

আসুন সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্ধারিত হারে জাকাত আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করি। সেই সাথে সমাজ থেকে দুঃখ-দুর্দশা লাঘবে ভূমিকা রাখি। যে কেউ নিজের জাকাতের অর্থ দিয়ে একটি জাকাত ফান্ড গঠন করতে পারেন। সেই ফান্ড থেকে জাকাতের টাকা সমাজের অসহায় এবং বঞ্চিত মানুষের সমস্যা সমাধানে ব্যয় করতে পারেন।

সুদ গ্রহণকারীরা আল্লাহর অসন্তুষ্টি অর্জন করে। আর জাকাত প্রদানের ফলে মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে। আর জাকাত প্রদানের ফলে মানুষ ইহকাল এবং পরকাল- উভয় ক্ষেত্রেই সফলতা অর্জন করে। জাকাতের অর্থ যেনতেন খাতে ব্যয় করার সুযোগ নেই। কারণ জাকাত প্রদানের আটটি খাত আল্লাহ নিজেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই সদাকা হচ্ছে (জাকাত পাবে আট প্রকার লোক) ১. ফকির, ২. মিসকিন, ৩. ওই সব লোক যারা সদাকা উত্তোলনের কাজে নিয়োজিত, ৪. ওই সব কাফির, যাদের অন্তর আকৃষ্ট করা প্রয়োজন, ৫. দাস মুক্ত করা, ৬. ঋণগ্রস্তদের সাহায্য করা, ৭. আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী এবং ৮. মুসাফিরদের প্রয়োজনে ব্যবহার করার জন্য। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে সুনির্ধারিত। সুতরাং জাকাতের অর্থ এসব খাতেই ব্যয় করতে হবে।

হিসাব করে যত টাকা জাকাত নির্ধারিত হয় তার পুরোটাই দিয়ে দেয়া বাধ্যতামূলক। এ ক্ষেত্রে আংশিক জাকাত আদায়ের সুযোগ নেই।

আসুন সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্ধারিত হারে জাকাত আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করি। সেই সাথে সমাজ থেকে দুঃখ-দুর্দশা লাঘবে ভূমিকা রাখি। যে কেউ নিজের জাকাতের অর্থ দিয়ে একটি জাকাত ফান্ড গঠন করতে পারেন। সেই ফান্ড থেকে জাকাতের টাকা সমাজের অসহায় এবং বঞ্চিত মানুষের সমস্যা সমাধানে ব্যয় করতে পারেন। প্রতিটি ধনাঢ্য পরিবারের কর্তারা যদি জাকাতের টাকা দিয়ে একটি দরিদ্র পরিবারের সন্তানকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার দায়িত্ব নেন তাহলে সমাজ খুব সহজেই শিক্ষার আলোয় আলোকিত হবে। একইভাবে দেশের প্রতিটি ব্যবসায়ী এবং শিল্প গ্রুপ যদি তাদের তত্ত্বাবধানে একটি জাকাত ফান্ড পরিচালনা করে এবং সেই জাকাত ফান্ডের টাকা দিয়ে সমাজের অসহায়-বঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ায়, তাহলে সমাজ আপনা-আপনিই উন্নত হয়ে যায়।

ইসলাম মানবতার ধর্ম। মানবকল্যাণই ইসলামের মূলমন্ত্র। তাই ইসলাম তার যাবতীয় কর্মই মানবকল্যাণের সাথে সংযুক্ত করেছে। জাকাত তার জ্বলন্ত উদাহরণ। জাকাতের মাধ্যমে গরিবের প্রতি ধনীদের দায়বদ্ধতা সৃষ্টি করা হয়েছে। সমাজে সাম্য, সম্প্রীতি এবং মানবতা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হয়েছে। জাকাতের অর্থ সারা বছর ধরেই বিতরণ করা যেতে পারে। তবে ঈদুল ফিতরের আগেই বছরের সব জাকাত পরিশোধ করা উচিত।

আপনার ওপর নির্ধারিত সম্ভাব্য পরিমাণ জাকাতের টাকা থেকে অসহায় মানুষের কল্যাণে বছরজুড়েই অর্থ ব্যয় করুন এবং জাকাতের চূড়ান্ত হিসাব শেষে বাকি টাকা ঈদুল ফিতরের আগেই পরিশোধ করুন। তাহলে সব বঞ্চিত, অসহায় এবং গরিব মানুষের মুখে ঈদের হাসি ফুটবে এবং তাদের ঘর ঈদের খুশিতে আলোকিত হবে। আর এটাই মানবজীনের সার্থকতা এবং সৌন্দর্য। মুসলমানদের পাশাপাশি অমুসলিমরাও কিন্তু জাকাতের সিস্টেমে গরিবদের জন্য অর্থ ব্যয় করতে পারে। কারণ এই অর্থ তো মানবকল্যাণেই ব্যয় হবে। আসুন এর মাধ্যমে সমাজ থেকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা এবং অভাব দূর করি আর মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করি।

লেখক: প্রকৌশলী এবং উন্নয়ন গবেষক।

জাতীয় সরকার : নির্বাচনের আগে নাকি পরে!

ড. আবদুল লতিফ মাসুম

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে জাতীয় সরকারের ধারণাটি নতুন নয়। রাষ্ট্র যখন কোনো গুরুতর সঙ্কট অতিক্রম করে, তখন সাধারণত জাতীয় সরকার গঠিত হয়। এই সরকারের আরো অনেক নাম আছে- অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচনকালীন সরকার বা যুদ্ধকালীন সরকার। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালে ব্রিটেনে এ ধরনের সরকার গঠিত হয়েছিল। জাতীয় সরকার গঠনের উদ্দেশ্য হলো- পুরো জাতির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

রাজনৈতিক ময়দানে বিভিন্ন দলের বিভিন্ন কর্মসূচি থাকতে পারে; কিন্তু যখন জাতি কোনো সঙ্কট বা যুদ্ধ পরিচালনা করে তখন সব নাগরিকের ঐক্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। জাতীয় সরকার জাতির সব মন-মগজ, সম্পদ ও কৌশলকে গ্রহণ করে সঙ্কট মোকাবেলার চেষ্টা করে। সাধারণত জাতীয় সরকারের নেতৃত্বে থাকেন এমন ব্যক্তি বা রাজনৈতিক নেতা যিনি সব মহলের কাছে কমবেশি গ্রহণযোগ্য। তার নেতৃত্বের কুশলতার ওপর নির্ভর করে সফলতা। তাকে হতে হয় সব অনুরাগ ও বিরাগের ঊর্ধ্বের মানুষ। সেখানে দেশপ্রেমই মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্র বিগত অর্ধশত বছরে অনেক সঙ্কট অতিক্রম করেছে। সঙ্কটের তারতম্য অনুসারে সরকারেও তারতম্য ছিল। ১৯৭৫-এ খন্দকার মোশতাকের সরকার সঙ্কট অতিক্রম করেছে। জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে ওই আপৎকালীন সরকার গঠিত হয়নি বলে তা ছিল অস্থায়ী। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হয়। আবার জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে প্রাথমিক সামরিক সরকার মোটামুটি সব দল ও মতের প্রতিনিধিত্ব থাকায় স্থিতিশীলতা অর্জন করে। ২০০৬ সালের তথাকথিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার জরুরি অবস্থা প্রদর্শন করেছে; কিন্তু একধরনের একপেশে হওয়ার কারণে এটি আরো দীর্ঘায়িত করার খায়েশ থাকলেও তা শিগগিরই বিতর্কিত হয়ে পড়ে। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে নাম দেয়- জাতীয় ঐকমত্যের সরকার। সেখানে জাতীয় ঐকমত্যের উপাদান ছিল সামান্যই। আবার ২০০৯ সাল থেকে আওয়ামী লীগ সংসদীয় বিধি বর্হিভূতভাবে গৃহপালিত বিরোধী দল জাতীয় পার্টি ও অন্যান্য নেতাকে নিয়ে যে সরকার গঠন করে, তাকেও জাতীয় ঐকমত্যের সরকার বা মহাজোট সরকার বলা হলেও জোটের অংশীদাররা ছিল তথাকথিত স্বাধীনতার সপক্ষের শক্তি। সেখানেও বিরোধী মতামতের স্থান ছিল না। দেখা গেছে, ক্ষমতাকে সুসংহত করার জন্য আওয়ামী লীগ হাসানুল হক ইনুর ভাষায়- এক আনা দু'আনা ও সিকি আধুলি নিয়ে ষোলআনা পূরণ করেছে। আসলে জাতীয় ঐকমত্যের বা জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি সেখানে প্রতিফলিত হয়নি। এখন যে জাতীয় সরকারের কথা বলা হচ্ছে তাতে সত্যিকার অর্থেই একটি জাতীয় সরকারের প্রস্তাবনা বা আশাবাদ রয়েছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পতাকার উত্তোলক জাতীয় নেতা আ স ম রবসহ বাম ধারার কিছু রাজনীতিবিদ জাতীয় সরকারের কথা বলে আসছেন। তারা মূলত এই জাতির বিবিধ সঙ্কট মুক্তির বা সংস্কারের প্রত্যাশায় জাতীয় সরকারের কথা বলছেন। তারা অবশ্য নির্বাচনের মাধ্যমে জাতীয় সরকারের কথা বলছেন না। তাদের প্রদর্শিত জাতীয় সরকার কিভাবে গঠিত হবে অর্থাৎ প্রতিনিধিত্ব কিভাবে নির্ধারিত হবে- তা পরিষ্কার নয়। অপর দিকে নিয়মতান্ত্রিকতার কথা বলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচনের বিকল্প নেই। সে ক্ষেত্রে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান নির্বাচনের পরে যে জাতীয় সরকার গঠনের কথা বলেছেন, তার প্রায়োগিক বাস্তবতা রয়েছে। এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে, নির্বাচনে যদি বিএনপি জয় লাভ করে তাহলে গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামরত সব ব্যক্তি ও দলকে নিয়ে জাতীয় সরকার গঠিত হবে। এই জাতীয় সরকারে গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামশীলরা নির্বাচিত না হলেও প্রতিনিধিত্ব পাবে। সরকারে তাদের অংশগ্রহণ থাকবে। আমার কাছে প্রস্তাবটি চমৎকার মনে হয়েছে। এর মধ্যে একটি রাজনৈতিক কুশলতা ও দূরদৃষ্টির আভাস পাওয়া যায়। কারণ অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামশীল সব দল ও মতের ভিত্তিতে সরকার পরিচালিত না হওয়ায় জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। ১৯৯০ সালে ত্রিদলীয় জোটের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এরশাদের পতন হলেও ঘোষিত ফর্মুলা অনুযায়ী দেশ পরিচালিত হয়নি। রাজনৈতিক দল মানেই ক্ষমতায় অংশগ্রহণ করা। এ প্রস্তাবের মাধ্যমে ছোট-বড় সব মত ও পথের রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা থাকছে। এমন একটি বিরাট সম্ভাবনার জন্য সবাই আগ্রহভরে কাজ করবে এবং ভবিষ্যৎ সুফল লাভ করবে- এটা প্রত্যাশা করা যায়।

আ স ম রব প্রস্তাবিত জাতীয় সরকার ও তারেক রহমানের এই প্রস্তাবের মধ্যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে ভিন্নতা নেই। তবে ভিন্নতা আছে প্রক্রিয়ায়। ক্ষমতাসীন সরকারের পতন হলে সব দল ও মতের ভিত্তিতে সরকার গঠিত হলে, সেখানে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব নিয়ে বিরোধের আশঙ্কা রয়েছে; কিন্তু একটি নির্বাচনী ব্যবস্থার মাধ্যমে যদি জাতীয় সরকার গঠিত হয় তাহলে আইন ও নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটবে না। স্বাভাবিকভাবেই একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল প্রাধান্য বিস্তার করবে। তখন যারা বিরোধী দলে থাকবে, তাদের নিয়েও জাতীয় সরকার গঠিত হতে পারে। তবে তখনকার অবস্থাই বলে দেবে কী ব্যবস্থা নেয়া হবে। প্রাপ্ত ভোট ও বুদ্ধিবৃত্তিক অবদানের ভিত্তিতে সরকারটি গঠিত হতে পারে। ছোট ছোট দল বিশেষত বাম ধারার বুদ্ধিজীবীসুলভ রাজনৈতিক নেতৃত্ব এখানে স্থান পেতে পারে। তবে শর্ত হচ্ছে- তারা গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামশীল হবে। এখনো ক্ষমতাসীন সরকারের তাঁবেদার হিসেবে দু'আনা, চার আনার বাম ধারার লোকরা সরকারে ছিলেন বা আছেন। তা তারা নিশ্চয়ই গণতন্ত্রের পরিপূরক নন। ইসলামী দলগুলো কোনো আসন না পেলেও তাদের জনসমর্থনের ভিত্তিতে অনেকটা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ সরকারে অংশগ্রহণের আশা করতে পারবে। সে ক্ষেত্রে জাতীয় সরকারের আদর্শ হতে হবে দেশপ্রেম, গণতন্ত্র, জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব।

জাতীয় সরকার যদি বলা হয় তাহলে তা নির্বাচন-পরবর্তী অবস্থানকে নির্ণয় করে বলাই ভালো। নির্বাচন আগের সরকার অবশ্যই তত্ত্বাবধায়ক ধরনের নির্বাচনকালীন সরকার বা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হবে। একে জাতীয় সরকার বলা যায় না। এমন অবস্থার যদি সৃষ্টি হয় যে, ক্ষমতাসীনদেরও জায়গা দিতে হয় আর যদি তারা গোঁ-ধরে যে, জাতীয় সরকার বলতে হবে- তাহলে তা মেনে নেয়াই শ্রেয়। কারণ গণতন্ত্রই জনগণের লক্ষ্য। আর সে লক্ষ্য কেবল নির্বাচনের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। একটি অপ্রিয় বাস্তবতা হচ্ছে, এই চলমান বিতর্কিত জাতীয় সংসদ জাতীয় সরকার অথবা নির্বাচনকালীন সরকারের কাঠামো নির্ধারণ করতে পারে না। যেমন- বিএনপি সরকার সাংবিধানিক প্রয়োজনে ১৯৯৬ সালে ২৮ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের আয়োজন করেছিল। তবে বাধ্য করতে পারলে এই সংসদ সেই পুরনো তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনরুজ্জীবিত করতে পারে। স্মরণ করা যেতে পারে, এই সরকার শুধু ক্ষমতার লোভে, শুধু ক্ষমতার লোভে এবং শুধু ক্ষমতার লোভে এই জাতির একটি শ্রেষ্ঠ অর্জন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে ২০১৫ সালে বাতিল করে দেয়। সেখানে তারা অজুহাত হিসেবে তাদের মনোনীত প্রধান বিচারপতির রায়কে ব্যবহার করে। অথচ ওই রায়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে আরো তিনটি নির্বাচনের জন্য রেখে দেয়ার সুপারিশ ছিল।

এই মুহূর্তে গোটা জাতির সামনে কঠিন বাস্তবতা হলো- আগামী নির্বাচন। সরকার হঠানোর নিয়মতান্ত্রিক উপায় হলো নির্বাচন। ক্ষমতাসীনরা ২০১৪ এবং ২০১৮ সালে শুধু সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কারণে বোগাস নির্বাচন নির্বাচন খেলা করে। এখন ২০২৩ সালের নির্বাচনটি যাতে খেলায় পরিণত না করতে পারে সে জন্য সব বিরোধী দলকে একত্র হয়ে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সে ক্ষেত্রে পেশাজীবীদের আন্দোলন, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির আন্দোলন, গ্যাস ও বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির মতো বিষয়কে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। আন্দোলনের পর আন্দোলন করে সরকারকে দুর্বল করে তুলতে হবে। নানাভাবে জনসম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে। শক্তি প্রয়োগের যে নীতি নির্মমভাবে এই সরকার গ্রহণ করছে, তাকে প্রতিরোধ করতে হবে।

অবশ্যই তা গণতান্ত্রিক ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়। কোনোরকম ভায়োলেন্স বা সন্ত্রাসের আশ্রয় নিলে সরকার বহির্বিশ্বে এটা দেখাতে পারবে যে, বিরোধীদের সন্ত্রাস-সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। গণ-আন্দোলনকে নির্বাচনের আগে এমন অনিবার্য করে তুলতে হবে যে, সরকার পদত্যাগে বাধ্য হবে। এই সরকারের একটি দৃশ্যমান বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা ক্ষমতায় থাকার স্বার্থে সব কিছু করতে পারে। তারা আন্দোলনের তোড়ে ভেসে যাওয়ার উপক্রম হলে সব কিছুই মেনে নেবে। যেমন- তারা কোটা আন্দোলন মেনে নিয়েছে। তারা নিরাপদ সড়ক আন্দোলন মেনে নিয়েছে। আন্দোলনকারীদের তারা কৌশলে পরবর্তীকালে নিপীড়ন, নির্যাতন করেছে। তবে এখানে যদি সরকার পতনের সম্ভাবনা প্রবল থাকে, তাহলে তারা সে সুযোগ পাবে না।

এটা লক্ষণীয় যে, রাজনৈতিক ব্যক্তি, দল ও গোষ্ঠী যারা এখন মাঠে-ময়দানে আন্দোলন সংগ্রাম করছে তাদের মধ্যে নির্বাচনপূর্ব সরকার নিয়ে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই। সে সরকারের নাম নির্বাচনকালীন সরকার, তত্ত্বাবধায়ক সরকার এমনকি জাতীয় সরকারও যদি হয় তাহলেও হয়তো তাদের আপত্তি থাকবে না। এমনিতেই নির্বাচনের আগে ২০১৪ এবং ২০১৮ সালে তথাকথিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দেখাতে চেষ্টা করেছে। তখন মন্ত্রিসভা সঙ্কুচিত হয়েছে। বলা হয়েছে- কোনো নীতিগত বিরাট সিদ্ধান্ত তারা নেবে না। এটি ছিল সংসদীয় রাজনীতি অনুশীলনের নমুনা দেখানোর অপচেষ্টা। যেমনটি ব্রিটেন বা ভারতে অনুষ্ঠিত হয়। ব্রিটেন তো সংসদীয় ব্যবস্থার উত্তম আদর্শ। তারা প্রকৃতপক্ষেই নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করে। আর ভারতে আজকাল প্রবণতা হচ্ছে- কারচুপি, প্রতারণা ও প্রভাবিত করা। কিন্তু বাংলাদেশে বিগত প্রায় ১৫ বছরে যে নির্বাচনই হোক না কেন তা আসলে নির্বাচন হিসেবে বিবেচিত হওয়ার নয়। বাংলাদেশে আগামী ২০২৩ সালের নির্বাচনে যদি আওয়ামী লীগ জয় লাভ করে তাতেও জনগণের আপত্তি নেই। কেয়ামত সে কেয়ামত তক তারা ক্ষমতায় থাকুক; কিন্তু অতি অবশ্যই জনগণের সম্মতির ভিত্তিতে। শক্তির ভিত্তিতে নয়।

গোটা পৃথিবীতে কর্তৃত্ববাদী সরকারগুলোর পতন ত্বরান্বিত হয়েছে। ট্রাম্পকে হটিয়ে জো বাইডেন ক্ষমতাসীন হয়েছেন। ব্রিটেনে বরিস জনসনের গদি টলটলায়মান। পাকিস্তানে ইমরান খানের পতন হয়েছে। সেখানে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ভিত্তিতে একটি নির্বাচনকালীন সরকার গঠিত হতে যাচ্ছে। সিংহলে রাজাপাকসে পরিবারের অবস্থান টলটলায়মান। তারা বিরোধীদের নিয়ে জাতীয় ঐকমত্যের সরকার গঠনের আহ্বান জানিয়েছেন। জনগণ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে বাংলাদেশে কখন এ আহ্বানটি আসবে।

লেখক: অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

যুক্তরাষ্ট্রে ফিতরা ৮ থেকে ৩৮ ডলার

(প্রথম পাতার পর)

সর্বনিম্ন ৭৫ টাকা ও সর্বোচ্চ ২ হাজার ৩১০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। রাজধানীর বায়তুল মোকাররমে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সভাকক্ষে জাতীয় ফিতরা নির্ধারণ কমিটির সভায় এ হার ঠিক করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সাদাকাতুল ফিতর নির্ধারণ কমিটির সভাপতি ও বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিব মুফতি মোহাম্মদ রুহুল আমিন। এতে ফিতরা নির্ধারণ কমিটির সদস্য ও বিশিষ্ট আলেমরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয় যে, ইসলামী শরিয়াহ মতে সামর্থ্য অনুযায়ী আটা, খেজুর, গম, কিশমিশ, পনির ও যবের যে কোনো একটি পণ্যের নির্দিষ্ট পরিমাণ বা এর বাজারমূল্য ফিতরা হিসেবে গরিবদের মধ্যে বিতরণ করা যায়।

আমার আব্বুকে ফিরিয়ে দিন

পাপার সঙ্গে ঈদ করতে চাই। কথাগুলো বলছিল বংশাল থানা ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক নিখোঁজ সোহেলের শিশুকন্যা সাফা। গতকাল রাজধানীর ইস্কাটন গার্ডেনে লেডিস ক্লাবে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কৃষক দলের আয়োজিত 'গুম-খুনের শিকার আমাদের যেসব সূর্যসন্তান- তাদের স্বজনদের নিয়ে' শীর্ষক আলোচনা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে সে এসব কথা বলেন।

চট্টগ্রামে খুন হওয়া ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক নুরুল আলম নুরুর মেয়ে উম্মে হাবিবা মিম বলে, আজকে রোজা। আমি আমার বাবার সঙ্গে ইফতার করতে পারি না। আমারও তো ইচ্ছা করে বাবার সঙ্গে রোজা পালন করার। ঈদের সময় ঘুরতে পারি না। আপনাদের উদ্দেশ্যে একটি কথাই বলবো আমার বাবাকে ফিরিয়ে দিন। বাবার সঙ্গে ঈদ করবো। জানি এই দেশে আমার বাবার হত্যার বিচার হবে না। একমাত্র স্রষ্টাই পারবে বিচার করতে। খিলগাঁও থানা ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক নুরুজ্জামান জনির স্ত্রী মুনিয়া আক্তার বলেন, একজন মানুষকে মারতে কয়টা গুলি করতে হয়। কয়টা গুলি লাগে। তার বুকে ১৬টি গুলি করা হয়েছে। একটি তার ঘাড়ে এবং ডান হাতের তালুতে মোট ১৮টি গুলি করতে হয়েছে। আপনারাই বলেন, একটি মানুষ মারতে কয়টি গুলি করা প্রয়োজন? আমি তখন ৭ মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলাম। আমার বাচ্চাটি তার বাবাকে দেখেনি। তার বয়স এখন ৭ বছর চলছে। রাজধানীর একটি বেসরকারি স্কুলে প্রথম শ্রেণিতে পড়ে।

আমার সন্তানের বাবার নামের স্থানে লিখতে হয় লেট (মৃত) নুরুজ্জামান জনি। আমার বাচ্চা এসে প্রশ্ন করছে মা আমার বাবার নামের আগে লেট কেন? এই দেশে বাবা হত্যার বিচার হচ্ছে। ভাই হত্যার বিচার হচ্ছে। আমরা কি বিচার পাবো না? আমরা কবে বিচার পাবো। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সব ধরনের গুম এবং হত্যার বিচার করতে হবে। এবং নিশ্চই হবে। আমরা সেই আশায় আছি। সেই বিচার যেন দেখে যেতে পারি এটাই প্রত্যাশা এবং প্রার্থনা আমাদের। গুম হওয়া ঢাকা মহানগরীর ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক সাজেদুল ইসলাম সুমনের বড় বোন এবং মায়ের ডাক সংগঠনের আহ্বায়ক আফরোজা ইসলাম আঁখি বলেন, অনেক বছর পরে আমাদের গুম হওয়া পরিবারের সদস্যদের নিয়ে এই ইফতারের আয়োজন করা হয়েছে। গুম হওয়া পরিবারগুলো এখনো মনে আগুন নিয়ে শক্ত পায়ে দাঁড়িয়ে আছেন। স্বজনকে ফিরে পাবেন সেই আশায় মায়েরা এবং স্ত্রীরা প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। এবং তারা হারিয়ে যাওয়া স্বজনদের ফেরত চায়। যাদেরকে হত্যা করা হয়েছে তাদের বিচার চান। বিএনপি'র সিলেট বিভাগের সাংগঠনিক সম্পাদক নিখোঁজ এম ইলিয়াস আলীর স্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা তাহসিনা রুশদীর লুনা বলেন, আমার স্বামীকে গুম করা হয়েছে প্রায় ১০ বছর। এই দশ বছরে বহুবার বহুস্থানে বিভিন্ন মাধ্যমে এ বিষয়ে কথা বলেছি। এটা নিয়ে কথা বলাটা আমাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর। একটি বিষয় বিশ্বাস করি আমাদের গুম হওয়া স্বজনরা ফিরে আসবেন। সেই প্রত্যাশায় আছি। যারা এই গুমের সঙ্গে জড়িত তাদের বিচার দেখার প্রত্যাশায় আমরা আছি। বর্তমান সরকারের কাছে আমাদের কোনো দাবি নেই। যারা নিজেরাই গুমের সঙ্গে জড়িত তারা কখনোই এর বিচার করবে না। তারা গুম কী জিনিস এটা স্বীকারই করেন না। তাই আমরা প্রত্যাশা করি ভবিষ্যতে এই গুম এবং খুনের বিচার পাবো। এখন না হলেও আগামী প্রজন্ম যাতে এই গুম খুনের বিচার করে সেটাই আমাদের প্রত্যাশা।

নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন, গুম হওয়া পরিবারের প্রতি হওয়া অন্যায়ের বিচার একদিন তারা পাবেন। রমজান ধৈর্য ধারণের মাস। এই দুঃশাসন সরকারের অবসান হবে। খুব বেশিদিন লাগবে না। যত অত্যাচার করেছেন এটা ঘটনার মধ্যে দিয়ে ধরা পরেছে। এটা আরো বেশি প্রকাশিত হবে। বড় বড় প্রকল্প দেখাই, ব্রিজ দেখাই, পদ্মা ব্রিজ দেখাই। এখন দেখা যাচ্ছে বিদেশি লোনের সুদ পরিশোধের টাকার পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে এই সরকার যাবেন যখন নিজের স্থান থেকে এক কদম সরবার সুযোগ থাকবে না। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, বছরের পর বছর ধরে এই শিশুরা তাদের গুম হওয়া বাবা এবং স্বজনকে খুঁজছে। এ রকম প্রায় ৬শ' পরিবার আছে যারা তাদের স্বজনকে খুঁজছে। কিন্তু তাদেরকে তারা পাচ্ছে না। এবং এটা প্রমাণিত যে, তাদেরকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তুলে নিয়ে গেছে। এবং তারপর থেকে তারা গুম হয়েছে। যে কারণে র‍্যাবসহ অনেক কর্মকর্তার উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা এসেছে। আমরা যদি এই সরকারকে সরাতে না পারি তাহলে বাংলাদেশের অস্তিত্ব থাকবে না। আজকে সমস্ত নির্যাতন নিপীড়ন, গুম, খুন সবকিছু বন্ধ করতে হলে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন যেটা তা হলো ভয়াবহ দানবকে সরিয়ে গণতন্ত্র এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এবং সেটা এই দেশের মানুষকে আন্দোলন এবং গণঅভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে করতে হবে। জাতীয়তাবাদী কৃষক দলের সভাপতি কৃষিবিদ হাসান জাফির তুহিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন- বিএনপি'র জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান, মির্জা আব্বাস, ড. আবদুল মঈন খান, ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল্লাহ আল নোমান, চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা মো. মসিউর রহমান, যুগ্ম মহাসচিব হাবিব-উন-নবী খান সোহেলের, প্রচার সম্পাদক শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানী প্রমুখ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রিত্ব হারালেন ইমরান

(প্রথম পাতার পর)

আমাদের দেশের পক্ষে দাঁড়ানোর প্রয়োজনে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমি স্পিকার পদে থাকব না, পদত্যাগ করব। আমি পাকিস্তান মুসলিম লিগ (নওয়াজ) নেতা আয়াজ সাদিককে অধিবেশন পরিচালনা করতে বলব।' ইমরান খান ছিলেন পাকিস্তানের ২২তম প্রধানমন্ত্রী। তাঁর ক্ষমতাচ্যুতির মধ্য দিয়ে দেশটির নির্বাচিত একজন প্রধানমন্ত্রীও তাঁদের মেয়াদ পূর্ণ করতে পারলেন না।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে ইমরান খানের ভাগ্যনির্ধারণী এ অধিবেশন শুরু হয় স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ১০টায়। তবে অধিবেশন শুরুর কিছুক্ষণ পর দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত তা মুলতবি করা হয়। এভাবে তিন দফা মুলতবি শেষে ইফতারের পর আবার অধিবেশন শুরু হয়। তখন জানানো হয়, রাত সাড়ে ৯টায় আবার অধিবেশন বসবে। অধিবেশনের কার্যসূচিতে ৪ নম্বরে রাখা হয় প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আনা বিরোধীদের অনাস্থা প্রস্তাবের ওপর ভোটাভুটি। অধিবেশনে বিরোধী দলগুলোর সব আইনপ্রণেতা অংশ নেন। শুরুতে সরকারি দলের আইনপ্রণেতাদের মধ্যে কয়েকজনকে অধিবেশনে দেখা যায়।

বিরোধী দলের আইনপ্রণেতারা শুরু থেকেই অভিযোগ করেন, ইচ্ছা করেই অধিবেশন বিলম্বিত করা হচ্ছে। এ জন্য পাল্টা কৌশল ঠিক করতে বিরোধীদলীয় নেতা পাকিস্তান মুসলিম লিগের (নওয়াজ) সভাপতি শাহবাজ শরিফের চেম্বারে বৈঠক করেন তাঁরা। স্পিকার আসাদ কায়সারের চেম্বারে গিয়ে তাঁর সঙ্গেও তাঁরা দেখা করেন। এ সময় তাঁরা স্পিকারকে তাঁর সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করে যাওয়ার আহ্বান জানান।

আর্থিক দুরবস্থা ও ভুল পররাষ্ট্রনীতির অভিযোগে প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনে বিরোধী দলগুলো। এ অনাস্থা প্রস্তাবকে 'অসাংবিধানিক' আখ্যা দিয়ে ৩ এপ্রিল খারিজ করে দেন জাতীয় পরিষদের ডেপুটি স্পিকার কাসিম খান সুরি। ওই দিনই প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে জাতীয় পরিষদ ভেঙে দেন প্রেসিডেন্ট আরিফ আলভি। এতে চরম রাজনৈতিক সংকটে পড়ে পাকিস্তান। এ অবস্থায় স্বতঃপ্রণোদিত নোটিশ দেন সুপ্রিম কোর্ট। বিরোধীরাও আদালতের শরণাপন্ন হন। টানা পাঁচ দিনের শুনানি শেষে গত বৃহস্পতিবার অনাস্থা প্রস্তাব খারিজ ও জাতীয় পরিষদ ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত অসাংবিধানিক ঘোষণা করেন সর্বোচ্চ আদালত। একই সঙ্গে শনিবার অনাস্থা প্রস্তাবের সুরাহার নির্দেশ দেন প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন পাঁচ বিচারপতির বৃহত্তর বেঞ্চ।

মধ্যরাতের নাটক শেষে পতন, ইসলামাবাদ ছাড়লেন ইমরান (ছবি আছে ছবি নং-০২)

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: দিনভর হাই ড্রামা। মধ্য রাতে তাতে যবনিকাপাত হলো। ড্রামা বা নাটকের শেষ অংক মঞ্চায়ন হলো। আর রচিত হলো পাকিস্তানের রাজনীতিতে নতুন ইতিহাস। পার্লামেন্টে নাটকের শেষ অংকের যবনিকাপাত হলো শনিবার দিবাগত মধ্যরাতের পরে। দেশটিকে প্রথম ক্রিকেটে বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি এনে দেয়া ক্যাপ্টেন ইমরান খানকে ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। এরই মধ্যে তিনি হেলিকপ্টারে করে ইসলামাবাদ ত্যাগ করেছেন। ক্রিকেটের মাঠে অসম্ভব নৈপুন্য দেখালেও রাজনীতিতে অবশেষে হেরে গেলেন তিনি। আর এর মধ্য দিয়ে তিনি হলেন অনাস্থা প্রস্তাবে প্রথম ক্ষমতা হারানো পাকিস্তানি প্রধানমন্ত্রী।

তাকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করতে পেরে বিরোধী শিবিরে আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। শোকে মুর্ছমান হয়ে পড়ছেন ইমরানভক্তরা। শনিবার দিনভর, মধ্যরাত পর্যন্ত নানা নাটকীয়তার পর ইমরান খানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব ভোটে পাস হয়েছে। এর ফলে অনানুষ্ঠানিক বা কোনো আয়োজন ছাড়াই বিদায় নিতে হচ্ছে ইমরান খানকে। পাকিস্তানের স্থানীয় সময় রাত এক টায় (বাংলাদেশ সময় রাত ২টা) এই প্রস্তাব পাস হয়। প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছেন ১৭৪ জন এমপি। পাস হতে প্রয়োজন হয় ১৭২ টি ভোট। কিনতু তার চেয়ে দুটি ভোট বেশি হওয়ায় প্রস্তাব পাস হয়েছে বলে ঘোষণা দিয়েছেন স্পিকারের আসনে নতুন আসা পাকিস্তান মুসলিম লিগ-নওয়াজের নেতা আয়াজ সাদিক। দলটির আরেক নেত্রী মরিয়ম আওরঙ্গজেব বলেছেন, স্পিকারের আসনে বসে সভাপতিত্ব করার কারণে আয়াজ সাদিক ভোট দিতে পারেননি। ওদিকে পিটিআইয়ের বিদ্রোহীদের ভোট কাস্ট হয়নি। এর আগে স্থানীয় সময় রাত ১২ টার (বাংলাদেশ সময় রাত ১টা) ১০ মিনিট আগে এই কার্যক্রম শুরু হয়। এর আগে স্পিকার আসাদ কাইসার পদত্যাগ করেন। নতুন স্পিকার হিসেবে তিনি পাকিস্তান মুসলিম লিগ নওয়াজের (পিএমএলএন) নেতা ও সাবেক স্পিকার আয়াজ সাদিককে স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব দিয়ে যান এবং তাকে অধিবেশন পরিচালনার অনুরোধ করেন। এ খবর দিয়েছে অনলাইন ডন ও জিও টিভি। পদত্যাগ করে স্পিকার আসাদ কাইসার বলেন, তিনি প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে ক্ষমতা থেকে উৎখাতের বিদেশি ষড়যন্ত্রের অংশ হতে পারেন না। এর আগে বিকেলেই তিনি জানিয়ে দেন, ইমরান খানের সঙ্গে তার ৩০ বছরের সম্পর্ক। তার বিরুদ্ধে তিনি অনাস্থা ভোট দিতে পারবেন না। আসাদ কাইসার পদত্যাগের ঘোষণা দেয়ার আগে বলেন, মন্ত্রীপরিষদ থেকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট পেয়েছেন। তা দেখার জন্য তিনি বিরোধী দলীয় নেতা শাহবাজ শরীফ ও প্রধান বিচারপতি উমর আতা বান্দিয়ালকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তার পদত্যাগের পর আয়াজ সাদিক স্পিকারের আসনে বসেছেন। এরপর আসাদ কাইসারকে তার দলের প্রতি অনুগত থাকার জন্য এবং সম্মানের সঙ্গে বিদায় নেয়ার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন নতুন স্পিকার আয়াজ সাদিক। তার সম্পর্কে আয়াজ সাদিক বলেন, তার সঙ্গে আমাদের সবার খুব সুসম্পর্ক ছিল। কাজের সম্পর্ক ছিল। তিনি মর্যাদার সঙ্গে সব কাজ করেছেন। বিরোধী দলের সঙ্গেও একই রকম কাজ করেছেন। এরপরই তিনি পার্লামেন্টে বেল বাজাতে বলেন। এর মধ্য দিয়ে সদস্যদের এটাই জানিয়ে দেয়া হয় যে, অনাস্থা প্রস্তাব শুরু হয়ে যাচ্ছে। পাঁচ মিনিট পরেই পার্লামেন্টের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর অনাস্থা প্রস্তাবের ওপর রাত ১১টা ৫৮ মিনিটে ভোট কার্যক্রম শুরু হয়েছে। আয়াজ সাদিক এরপর নিয়ম অনুযায়ী চার মিনিটের জন্য অধিবেশন মুলতবি করেন। কারণ, একই অধিবেশন মধ্যরাত বা রাত ১২ টার পরে চলতে পারে না। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত ও নাত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে নতুন অধিবেশন শুরু হয় রাত ১২টা ২ মিনিটে। এরপর ভোটিং প্রক্রিয়া শুরু হয়। পার্লামেন্টের একটি দরজার কাছে রক্ষিত রেজিস্টারে পার্লামেন্ট সদস্যদের নাম লিপিবদ্ধ করার মাধ্যমে ভোট নিশ্চিত করতে বলা হয়।

অভিনেতা উইল স্মিথের অস্কারে যোগদান নিষিদ্ধ

(প্রথম পাতার পর)

উইল স্মিথ আগামী ১০ বছরের জন্য একাডেমি অ্যাওয়ার্ডে অংশগ্রহণের অনুমতি পাবেন না। একথা জানিয়ে দিল, একাডেমি অফ মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস। একাডেমির সভাপতি ডেভিড রুবিন এবং সিইও ডন হাডসন শুক্রবার এক বিবৃতিতে বলেছেন- বোর্ড সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ৮ এপ্রিল, ২০২২ থেকে আগামী ১০ বছরের জন্য মি. স্মিথকে একাডেমির কোনো ইভেন্ট বা প্রোগ্রামে ব্যক্তিগতভাবে বা কার্যত উপস্থিত থাকার অনুমতি দেয়া হবে না। লস অ্যাঞ্জেলেসে অনুষ্ঠিত গভর্নর বোর্ডের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

স্মিথ গত সপ্তাহে একাডেমি থেকে পদত্যাগের কথা ঘোষণা করার পরে প্রাথমিকভাবে ১৮ এপ্রিল নির্ধারিত বৈঠকটি ত্বরান্বিত হয়েছিল। ১০ বছরের জন্য অস্কার থেকে তার নির্বাসনের বিষয়ে স্মিথ একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি জারি করেছেন। অভিনেতা সিএনএনকে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'আমি একাডেমির সিদ্ধান্তকে মেনে নিচ্ছি এবং সম্মান করছি। সিএনএন মন্তব্যের জন্য রকের প্রতিনিধিদের কাছেও পৌঁছে গিয়েছিল। বোর্ডের একজন সদস্য সিএনএনকে বলেছেন, মঞ্চে স্মিথের থাপ্পড়ের পরিণতি কী হওয়া উচিত তা নিয়ে 'অনেক বিতর্ক' হবার পরে একাডেমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

একাডেমির তরফে প্রকাশিত একটি চিঠিতে বলা হয়েছে: '৯৪ তম অস্কারের উদ্দেশ্য ছিল আমাদের সম্প্রদায়ের সেইসব ব্যক্তিদের সম্মান প্রদর্শন করা যারা গত বছর অবিশ্বাস্য কাজ করেছে। কিন্তু সেই মঞ্চে মি. স্মিথ যে আচরণ প্রদর্শন করেছেন তা অগ্রহণযোগ্য ছিল। অনুষ্ঠাটি সম্প্রচারের সময়, আমরা সভাকক্ষের পরিস্থিতি যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি। আমাদের অতিথি, দর্শক এবং বিশ্বজুড়ে আমাদের একাডেমি পরিবারের জন্য একটি উদাহরণ স্থাপন করার সুযোগ দিয়েছিল এই মঞ্চ কিন্তু আমরা গোটা ঘটনার জন্য অপ্রস্তুত ছিলাম। এই জন্য, আমরা দুঃখিত।' সিএনএন সূত্রের খবর, স্মিথের পদত্যাগের অর্থ হল যে তিনি আর একাডেমির ভোটিং বডির অংশ নন, তবে তিনি ভবিষ্যতে অস্কার বিজয়ীকে মনোনীত করতে পারবেন।

একাডেমির ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র সিএনএনকে জানিয়েছে, স্মিথের অস্কারে যোগদানে নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও তিনি মনোনীত হতে পারেন কারণ তাঁর আচরণ পুরস্কারের যোগ্যতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। সাধারণত, আগের বছরের সেরা অভিনেতা আগামী বছরের সেরা অভিনেতার হাতে পুরস্কারের ট্রফি তুলে দেন। কিন্তু স্মিথের ওপর নিষেধাজ্ঞার ফলে অস্কারকে সেই ঐতিহ্য ভাঙতে হবে।

ডিপোর্টেশনে থাকা ইমিগ্র্যান্টদের

(প্রথম পাতার পর)

গড়ে তুলার পক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

সাম্প্রতিক সময়ে সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করেনি এবং আমেরিকার জননিরাপত্তার জন্য হুমকি নয় এমন অভিবাসীদের বিতাড়ন আদেশ ডিসমিস করে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ক্ষমতাগ্রহণের পর ঝুলে থাকা অভিবাসন আবেদনের স্তুপ সৃষ্টি হয়েছে। ইমিগ্রেশন ব্যাকলগ বা জমে থাকা আবেদন দ্রুত সুরাহা করার উদ্যোগ নেয়ায় অভিবাসীদের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। অভিবাসী গ্রুপগুলো মনে করছে, অভিবাসন সংস্কার আইন প্রণয়ন না করলেও প্রশাসনিক পদক্ষেপের মাধ্যমে বাইডেন প্রশাসন আভিবাসীদের জন্য কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

গত ৩ এপ্রিল রোববার ইউএস ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট বিভাগ এ নিয়ে নির্দেশনা জারি করেছে। বিভাগটির আইনজীবীদের কাছে দেয়া নির্দেশনায় বলা হয়েছে কম গুরুত্বের (লো প্রাইওরিটি) আবেদনগুলো যেন দ্রুততার সাথে সুরাহা করা হয়। অভিবাসনের কাছে কম গুরুত্বের আবেদন বলতে কোনো অপরাধের সাথে জড়িত নয়, নেহায়েত বিশ্বাসযোগ্য কারণে রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন যারা করেছে, তাদের বোঝানো হয়ে থাকে।

নতুন নির্দেশনা জারির পর অভিবাসন নিয়ে কাজ করা আমেরিকান আইনজীবীরা মনে করছেন, কয়েক লাখ আবেদনের সুরাহা করার জন্য বিষয়টি বড় পদক্ষেপ। যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন বিভাগের প্রশাসনিক ডেস্ক এবং অভিবাসন আদালতে প্রায় ১৭ লাখ আবেদন সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় পড়ে আছে। পর্যাপ্ত লোকবলের অভাবে এবং প্রতিটি আবেদন সুরাহা করার জন্য আগের নীতিমালা অনুসরণ করলে কয়েক বছরেও অভিবাসন বিভাগ আবেদন জট থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না।

আমেরিকার ইমিগ্রেশন লয়েয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন বলেছে, সোজাসাপ্টা আবেদন সুরাহা করার নির্দেশনা দেয়ার ফলে প্রায় সাত লাখ লোকজনের অভিবাসন আবেদন দ্রুতই ফয়সালা হবে। নির্দেশনার ফলে আমেরিকার নিরাপত্তার জন্য হুমকি নয়, কোনো গুরুতর অপরাধের সাথে জড়িত নয় এমন আশ্রয় আবেদনকারীদের ব্যাপারে দ্রুতই সিদ্ধান্ত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। সম্প্রতি যারা সীমান্ত অতিক্রম করে আশ্রয় আবেদন করেছেন, তারা দ্রুততার সাথে আবেদন সরাহা করার এ সুবিধা পাবেন না বলে জানানো হয়েছে।

আমেরিকায় বর্তমানে লোক সঙ্কট চলছে। কর্মীর অভাবে ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, কারখানা, কৃষি সর্বত্র অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। মহামারি পেরোনো সময় অর্থনৈতিক চাঞ্চল্যের জন্য দ্রুত অভিবাসীদের আশ্রয় আবেদন সুরাহা করা হলে কর্মবাজারে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। এ নিয়ে ব্যবসায়ী ও প্রতিষ্ঠান প্রধানদের চাপও রয়েছে।

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আমেরিকায় একটি মানবিক অভিবাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার ঘোষণা দিয়েছিলেন। তিনি কংগ্রেসকে অভিবাসন সংস্কার আইন পাস করার আহ্বান জানালেও অভিবাসন নিয়ে বিভক্ত আইনপ্রণেতারা এখনও কিছুই করতে পারেননি। প্রশাসনিক আদেশের মধ্যদিয়ে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন অভিবাসীদের জন্য কিছু ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেয়ার চেষ্টা করছেন বলে অভিবাসীগ্রুপগুলো মনে করছে।

যেসব শর্তে এবার হজ করতে

(প্রথম পাতার পর)

পালন করতে দেবে সৌদি আরব। শনিবার এক বিবৃতিতে এই খবর জানিয়েছে দেশটির কর্তৃপক্ষ। করোনার ঝুঁকির কারণে হজ করার সুযোগ পেতে বয়স ও টিকাসংক্রান্ত শর্ত পালন করতে হবে। সৌদি সরকারের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বয়স যাঁদের ৬৫ বছরের নিচে শুধু তাঁরাই এবার হজ করতে পারবেন।

সৌদি আরবের বাইরে থেকে হজে যাওয়া ব্যক্তিদের অবশ্যই হজ ভিসা নিয়ে যেতে হবে। এ ছাড়া সফরের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে করানো কভিড-১৯ পিসিআর টেস্টের 'নেগেটিভ' ফলাফল জমা দিতে হবে।

দুই বছরের বেশি সময় ধরে কভিড-১৯ মহামারির নিষেধাজ্ঞার মুখে সীমিতসংখ্যক অংশগ্রহণকারী নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে হজ। ২০১৯ সালেও গোটা বিশ্ব থেকে প্রায় ২৫ লাখ মানুষ অংশ নিয়েছিলেন হজে। কিন্তু ২০২০ সালে কভিড মহামারির মুখে মাত্র এক হাজার জনকে হজের অনুমতি দেয় সৌদি কর্তৃপক্ষ। এর পরের বছর ২০২১ সালে হজের অনুমতি দেওয়া হয় শুধু পরিপূর্ণ ডোজ টিকা নেওয়া ৬০ হাজার সৌদি নাগরিককে।

হজে যেতে না পারার বিষয়টি সৌদি আরবের বাইরের দেশগুলোর অনেক মুসলিমের জন্যই কষ্টের কারণ ছিল। এ প্রসঙ্গে কায়রোর বাসিন্দা মোহামেদ তামের বলেন, 'আমরা গত দুই বছর স্বল্প হজযাত্রীর বিষয়টি নিয়ে অনেক দুঃখ পেয়েছি। আমি খুব খুশি যে হজ কিছুটা হলেও পূর্ণ পরিসরে ফিরেছে।'

তবে সন্তুষ্টি প্রকাশের পাশাপাশি হোটেল ও ফ্লাইটের খরচ বেড়ে যেতে পারে বলে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন মিসরীয় তামের।

এদিকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও সৌদি সরকারের এ ঘোষণা সাধুবাদ কুড়িয়েছে। তবে বয়সের সীমাবদ্ধতা নিয়ে টুইটারে প্রশ্ন তুলেছেন কিছু ব্যবহারকারী। এ রকমই একজন লিখেছেন, 'কত ভালো একটি খবর, কিন্তু বয়সের সীমাবদ্ধতা আরোপ অনেক হজপ্রত্যাশীর জন্য দুঃখজনক।' অনেকে আবার উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সময়, অর্থ ও শ্রম ব্যয় করে সৌদি আরব পৌঁছানোর পর কভিড পজিটিভ ফলাফলের কারণে সমস্যা হতে পারে বলে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য একান্তই ব্যক্তিগত

ঢাকা ডেস্ক: আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, গণতন্ত্রকে সংহত করতে ও গণতন্ত্রের অভিযাত্রাকে এগিয়ে নেয়ার জন্য যথাসময়ে নির্বাচন হবে। কারা নির্বাচনে আসবে সেটি তাদের নিজস্ব ব্যাপার। নির্বাচনের ট্রেন কারও জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে না। '২০১৪ সালের নির্বাচন কারও জন্য দাঁড়ায়নি, ২০১৮ সালে বিএনপি নির্বাচনের ট্রেনে উঠবে কি উঠবে না সেটা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ছিল, পরে ট্রেনের পাদানিতে চড়ে নির্বাচনের ট্রেনে গিয়েছিল, সুতরাং নির্বাচনের ট্রেন কারও জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে না'। গতকাল দুপুরে সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সমসাময়িক বিষয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন। সমপ্রতি যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে বিএনপিকে নির্বাচনে অংশ নিতে আমেরিকান কর্তৃপক্ষকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর অনুরোধ বিষয়ে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের বক্তব্য নিয়ে প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, 'বিএনপি নির্বাচনকে ভয় পায় এবং তারা যেহেতু বারবার বিদেশিদের কাছে সব বিষয় নিয়ে ধরনা দেয় সেই প্রেক্ষিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী শুধু মিডিয়ার সামনে একথা বলেছেন, সেখানকার কর্মকর্তাদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেননি। তার বক্তব্য একান্তই ব্যক্তিগত, সরকারের কিংবা আমাদের দলের বক্তব্য নয়।' তথ্য ও সমপ্রচারমন্ত্রী বলেন, 'কোনো কিছু হলেই বিএনপি বিদেশিদের কাছে ধরনা দেয়, চিঠি লিখে। এমনকি বাংলাদেশকে সাহায্য দেয়া পুনর্মূল্যায়ন করার জন্য বিএনপি কংগ্রেসম্যানদের কাছে চিঠি লিখেছে।



বেগম খালেদা জিয়া নিজেই আমেরিকান পত্রিকা ওয়াশিংটন টাইমসে এ নিয়ে নিবন্ধ লিখেছেন। আসলে বিএনপিকে নির্বাচনভীতিতে পেয়ে বসেছে। শুধু জাতীয় সংসদ নির্বাচন না, তারা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনও বর্জন করেছে। তাদের ভীতি দূর করার দায়িত্ব আমাদের নয়। তবে যারা গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা, জনগণের রায়ে বিশ্বাস করে তাদের জন্য নির্বাচনের কোনো বিকল্প নাই। আমি আশা করবো, বিএনপি নির্বাচনভীতি কাটিয়ে উঠে নির্বাচনে অংশ নেবে।' বিএনপি নেতা ইশরাক হোসেনকে গ্রেপ্তারের বিষয়ে প্রশ্নের জবাবে ড. হাছান মাহমুদ বলেন, 'তিনি ২০১৯ সালের একটি বিস্ফোরক মামলায় ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি, তার বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট জারি আছে। এ ছাড়াও তার বিরুদ্ধে অন্যান্য মামলাও আছে সেজন্য তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মিছিলের সঙ্গে তার গ্রেপ্তারের কোনো সম্পর্ক নেই।' একইসঙ্গে তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'যারা জ্বালাও-পোড়াও আন্দোলন করেছিলো, যারা মানুষ পুড়িয়ে হত্যা করার হুকুমদাতা, তাদেরও গ্রেপ্তার করা প্রয়োজন বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি।'

প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ নারী বিচারপতি যুক্তরাষ্ট্রে



ঢাকা ডেস্ক,: যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি পদে কেতানজি ব্রাউন জ্যাকসনের মনোনয়ন নিশ্চিত করেছে দেশটির সিনেট। এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে ইতিহাস সৃষ্টি হলো। প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ নারী হিসেবে সে দেশের সর্বোচ্চ আদালতে বিচারকের বসতে যাচ্ছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার ৫৩-৪৭ ভোটে তার মনোনয়ন নিশ্চিত করা হয়। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়, বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট কেতানজি ব্রাউন জ্যাকসনের নিয়োগ অনুমোদন করে। দেশটির বিরোধী দল রিপাবলিকান পার্টির তীব্র আপত্তির পরও ৫৩-৪৭ ভোটে জ্যাকসনকে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হিসেবে অনুমোদন দেওয়া হয়।

এসময় ৫০ জন ডেমোক্র্যাট সদস্যের সঙ্গে ৩ জন রিপাবলিকান সিনেটরও জ্যাকসনের নিয়োগের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। ভোটাভুটির এই ঐতিহাসিক মুহূর্তটিতে সভাপতিত্ব করেছেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কামালা হ্যারিস।

অবশ্য তার নিয়োগ আটকাতে তীব্র বিরোধিতা করেন রিপাবলিকান আইন প্রণেতারা। তাকে 'কট্টর উদারপন্থি' হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়। এসময় বলা হয়, তিনি অপরাধীদের 'সুরক্ষা' দিয়ে থাকেন। তবে সব বাধা ডিঙিয়ে জ্যাকসনের এই নিয়োগ অনুমোদন পাওয়ার বিষয়টিকে যুক্তরাষ্ট্রের 'অগ্রগতির একটি প্রতীক' হিসেবে বর্ণনা করেছে নিউ ইয়র্ক টাইমস।

কেতানজি প্রায় ১০ বছর ধরে ফেডারেল ও আপিল বিভাগে বিচারক হিসেবে কাজ করেছেন। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে ৮৩ বছর বয়সী বিচারপতি স্টিফেন ব্রেয়ারের স্থলে কেতানজিকে মনোনীত করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। চলতি গ্রীষ্মে আদালতের অধিবেশন মুলতবির পর অবসরে যাচ্ছেন সুপ্রিম কোর্টের বর্তমান বিচারপতি স্টিফেন ব্রেয়ার।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি নিয়োগ প্রশ্নে গত মাসে সিনেট জুডিশিয়ারি কমিটির সামনে চার দিন ধরে শুনানি হয়। তখন ডেমোক্র্যাটরা ৫১ বছর বয়সী কেতানজির অভিজ্ঞতা ও গভীর প্রজ্ঞার প্রশংসা করেছিলেন।





ছবিতে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের ইফতার ও দোয়া মাহফিল

ছবি: নিহার সিদ্দিকী

























২০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান

South East Group

আমরা শত শত প্রবাসীর ক্রেডিট লাইন
রিপেয়ার করে ঘরে শান্তি ফিরিয়ে এনেছি।

Southeast USA Group Inc.

জ্যাকসন হাইটস:
74-09 37th Avenue, Suite# 206
Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207
Cell: 917-566-1612

ব্রংক্স:
1445 Unionport Road, Bronx, NY.
পার্কচেস্টার ফ্যামিলি ফার্মেসির ভিতরে
Phone: 347-621-0378
718-427-5919

e-mail: usa.bd54@gmail.com

চিত্রপ্রদর্শনী নিয়ে ঢাকায় হাজির বিপাশা

বিনোদন ডেস্ক: এক সময়ের টিভি নাটকের ব্যাপক জনপ্রিয় অভিনেত্রী বিপাশা হায়াত। অভিনয়ের বাইরেও নাট্যকার, নির্মাতা, সংগীতশিল্পী ও চিত্রশিল্পী হিসেবেও তার পরিচিতি রয়েছে। এই অভিনেত্রী পরিবারসহ পাড়ি জমিয়েছেন নিউইয়র্কের ব্রুকলীনে। সেখানেই তার ব্যস্ততা পরিবার ও ছবি আঁকা নিয়ে। এবার দীর্ঘ আড়াই বছর পর সেখান থেকে দেশে ফিরেছেন বিপাশা। তার চিত্রকর্ম নিয়ে একটি একক চিত্রপ্রদর্শনী শুরু হচ্ছে ঢাকায়। খবরটি প্রথমে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জানান তার বাবা প্রখ্যাত অভিনেতা আবুল হায়াত। জানা গেছে বিপাশার এ প্রদর্শনীর নাম 'প্রস্তরকাল'। আগামী ১৬ এপ্রিল ধানমন্ডির গ্যালারি চিত্রকে শুরু হচ্ছে তার একক চিত্রপ্রদর্শনী। চলবে ঈদের আগ পর্যন্ত। সেটি ঘিরেই এখন ব্যস্ত সময় পার করছেন তিনি। এটি বিপাশা হায়াতের সপ্তম একক প্রদর্শনী। এতে ২০০টির বেশি ছবি স্থান পাবে। প্রদর্শনীর জন্য এসব চিত্রকর্ম উন্মুক্ত রাখা হবে বলে জানিয়েছে গ্যালারি চিত্রক কর্তৃপক্ষ।



বিপাশা হায়াত বলেন, মধ্যে অনেকটা সময়ের বিরতি। এবার আমার একক চিত্র প্রদর্শনী হতে যাচ্ছে গ্যালারি চিত্রকে। আমি আসলে ছবি আঁকি না, ছবি প্রকাশ করি। ছবির মাধ্যমে আমার ভেতরের ভাবনাগুলো দৃশ্যমান হয়। ওই মুহূর্তে আমার ভেতরে যে ভাবনা চলে, সেটিকেই আমি ক্যানভাসে তুলে আনার চেষ্টা করি। এ অভিনেত্রী আরও বলেন, গত দুই বছরে এগুলো আমি তৈরি করেছি। বলা যায় ব্যস্ততা নিয়েই সময় কাটাই আমেরিকায়। এর আগে ম্যানহাটনের নিউ ইয়র্ক ডিজাইন সেন্টারের ট্রান্সফর্ম গ্যালারিতে ২০১৯ সালের মে থেকে ২০২০ সালের মে পর্যন্ত বিপাশা হায়াতের একক চিত্র প্রদর্শনী হয়েছিল।

আড়াই বছর পর দেশে ফেরা প্রসঙ্গে বিপাশা হায়াত বলেন, এতদিন পর দেশে এলাম। পরিবার, আত্মীয়স্বজন, প্রিয়জনদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। এ অন্যরকম এক অনুভূতি। আর মধ্যে তো করোনার কারণে অনেক পরিচিতজনকে হারিয়েছি আমরা। এবারের এই ছুটিতে অভিনয় করার ইচ্ছে কী আছে? বিপাশা বলেন, না। এমন পরিকল্পনা নেই। কারণ আমার দুই সন্তান ও স্বামী আমেরিকায় আছে। তাই ঈদ পর্যন্ত দেশে থাকবো না। নতুন নাটকে কাজও করবো না হয়তো। পরিবারের সঙ্গেই ঈদটা কাটাবো। নিজের লেখালিখি প্রসঙ্গে বিপাশা বলেন, লেখালেখির কাজটিও আমি আগের মতোই চালিয়ে নিচ্ছি। গত দু'বছরে কয়েকটি নাটক লিখেছি। এগুলো নিয়ে সামনে কাজ করবো।

আমাদের সিনেমার দৃশ্যপট ঠিক তার বিপরীত : অঞ্জনা

বিনোদন ডেস্ক: সোনালী যুগের নায়িকা অঞ্জনা। দীর্ঘ সময় এই অভিনেত্রী রুপালি পর্দায় নিজের অভিনয়ের মুগ্ধতা ছড়িয়েছেন। শুধু অভিনয়েই নয়, নাচের উপর অসাধারণ দখল তার। অভিনয় ও নাচে অর্জন করেছেন জাতীয় পুরস্কার। বঙ্গবন্ধুর আদর্শের রাজনৈতিক সংগঠন আওয়ামী লীগের সঙ্গে রয়েছে তার একাত্মতা। বর্তমানে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের সদস্য ও চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতি কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। সব মিলিয়ে কেমন আছেন? অঞ্জনা বলেন, অনেক ভালো আছি সবার দোয়ায়।



ব্যস্ততা কি নিয়ে এখন? এ অভিনেত্রী বলেন, আমাদের মত সিনিয়র শিল্পীদের ভেবে কেউ সিনেমা নির্মাণ করেন না। তাই অভিনয়ের ব্যস্ততা নেই বললেই চলে। বলিউডের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে দেখবেন সেখানে আজও অমিতাভ বচ্চন, রেখা, হেমা মালিনির মতো শিল্পীদের বয়স উপযোগী গল্প তৈরি হচ্ছে এবং সেসব শিল্পীর আজও অভিনয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন। কিন্তু দুঃখজনক আমাদের সিনেমার বর্তমান দৃশ্যপট ঠিক তার বিপরীত। অঞ্জনা আরো বলেন, সেন্সর বোর্ডের সদস্য হিসেবে নতুন সিনেমাগুলি দেখতে হয়, মতামত দিতে হয়। এর বাইরে বর্তমান শিল্পী সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হিসাবে শিল্পীদের ভালো-মন্দ দেখছি। চলচ্চিত্র কিভাবে আবার অতীতের মত সুন্দর জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায় সেই মিটিং কিংবা আলোচনায় সময় দিচ্ছি। বর্তমান কমিটিতে আপনি অন্য প্যানেল থেকে নির্বাচিত হয়েছেন। অন্য প্যানেলের সদস্যদের সঙ্গে কাজ করতে অসুবিধা হয় কি?

উত্তরে তিনি বলেন, একদমই না। সমিতি একটি চলমান প্রক্রিয়া। কিন্তু আমাদের সবার বড় পরিচয় আমরা শিল্পী। সবাই একই সূত্রে গাঁথা। এখানে নতুন, পুরাতন, বড়, ছোট কোন বিভাজন নেই। কাঞ্চন ভাই তো আমার পুরোনো কলিগ। এখানে কে কোন প্যানেল থেকে এসেছে বিবেচ্য নয়।

আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে চলচ্চিত্র ও শিল্পীদের মঙ্গলে কাজ করা। সম্প্রতি চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতিতে ১০৩ জন শিল্পী ভোটাধিকার ফিরে পেয়েছেন। বিষয়টিকে কিভাবে দেখছেন? অঞ্জনা বলেন, বর্তমান কমিটিকে অবশ্যই এর জন্য সাধুবাদ জানাই। এর আগে কি হয়েছে না হয়েছে সে নিয়ে কোনো মন্তব্য করব না। বরং অতীতকে পাশ কাটিয়ে সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়াই জীবন। ভোটে বিজয়ী রোজিনার ছেড়ে দেওয়া পথে স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন রিয়াজ। তার প্রতি আপনার কি বার্তা থাকবে? এ অভিনেত্রী বলেন, অনেক অনেক শুভেচ্ছা। তার সুন্দর ভবিষ্যত কামনা করছি। একসঙ্গে আমরা শিল্প ও শিল্পীদের জন্য কাজ করে যাবো এটাই প্রত্যাশা।

রণবীর-আলিয়ার মধুচন্দ্রিমা হবে জঙ্গলে!



বিনোদন ডেস্ক: আগামী ১৭ এপ্রিলই সাত পাকে বাঁধা পড়তে চলেছেন বলিউডের সবচেয়ে চর্চিত জুটি রণবীর কাপুর ও আলিয়া ভাট। খবর অনুযায়ী, রণবীর কাপুরের পৈতৃক বাড়ি অর্থাৎ আর কে হাউসেই বসবে আলিয়া ও রণবীরের বিয়ের আসর। বিয়েতে কী পরবেন এই জুটি, তা নিয়েও নানা জল্পনা। শোনা যাচ্ছে মণীশ মালহোত্রার ডিজাইন করা পোশাকেই সাজবেন আলিয়া ও রণবীর! এরই মধ্যে ফাঁস হয়েছে আলিয়া ও রণবীরের বিয়ের অতিথি তালিকাও। আর এবার বলিউডের হাওয়ায় আলিয়া ও রণবীরের হানিমুন নিয়ে তুমুল গুঞ্জন। রণবীর ও আলিয়ার ঘনিষ্ঠমহল থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী, এই জুটি নাকি মধুচন্দ্রিমার জন্য উড়ে যাচ্ছেন দক্ষিণ আফ্রিকায়! চলতি বছরের শুরুতেই আলিয়াকে সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা উড়ে গিয়েছিলেন রণবীর। ইনস্টাগ্রামে অন্তরঙ্গ ছবিও পোস্ট করেছিলেন আলিয়া। দক্ষিণ আফ্রিকার জঙ্গল সাফারি নাকি এতটাই ভাল লেগেছে আলিয়া ও রণবীরের, যে মধুচন্দ্রিমার ডেস্টিনেশন হিসেবে সেই জঙ্গলকেই বেছে নিলেন এই তারকা জুটি।

তবে বিয়ে বা হানিমুন নিয়ে গুঞ্জনে নানা কথা শোনা গেলেও, এ ব্যাপারে কিন্তু মুখ খোলেননি রণবীর বা আলিয়া কেউই। আলিয়ার পরিবারের জন্যই এপ্রিলে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রণবীর। গুরুতর অসুস্থ আলিয়ার দাদু এন রাজদান। তিনি নাতনির বিয়ে দেখে যেতে চান। নাতজামাই হিসেবে রণবীরকেও তার খুবই পছন্দ। সেই কারণেই তড়িঘড়ি এই বিয়ের আয়োজন। গত কয়েক বছর ধরেই রণবীর-আলিয়ার বিয়ে নিয়ে নানা খবর শোনা গিয়েছে। নিজেদের প্রেম ও ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কখনই মুখ খোলেননি দুই তারকা। তবে এবারে বিয়ের খবর পাকা বলেই খবর। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই বিয়ের শপিং শেষ করে ফেলেছেন কাপুর ও ভাট পরিবার।

ভোটাধিকার ফিরে পেলেন ১০৩ শিল্পী

বিনোদন ডেস্ক: চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির পূর্ণ সদস্যপদ হারিয়েছিলেন ১৮৪ জন জুনিয়র শিল্পী। বিগত কমিটি তাদের অশিল্পী চিহ্নিত করে বাদ দেয়। অবশেষে বাদ পড়াদের মধ্যে ১০৩ শিল্পী সদস্যপদ ফিরে পেয়েছেন। ফলে তারা প্রত্যেকে আগামীবার থেকে নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন। গত বুধবার সন্ধ্যায় শিল্পী সমিতির কার্যনির্বাহী সদস্যদের মিটিংয়ে এ সিদ্ধান্তের কথা জানান শিল্পী সমিতির সভাপতি চিত্রনায়ক ইলিয়াস কাঞ্চন। তিনি জানান, ১৮৪ জনের মধ্যে ২০ জন মারা গেছেন, বাকি সদস্যদের খোঁজ-খবর এখনো পাওয়া যায়নি। পদ হারানোদের পদ ফিরিয়ে দেয়ার জন্য আদালতের আদেশ এসেছিল ফেব্রুয়ারি মাসেই। সেই আদেশের বলেই বুধবার শিল্পী সমিতির সদস্যদের তালিকায় যুক্ত করা হলো। পদ ফিরে পাওয়ায় কাঞ্চন-নিপুণ ও তাদের নেতৃত্বের কমিটিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন শিল্পীরা। সিদ্ধান্তটি জানানোর পর এফডিসিতে দলবেঁধে শিল্পীদের উল্লাস করতেও দেখা যায়। তাদের মধ্যে অন্যতম একজন শাবনূর রতন বলেন, নিপুণ আপাকে ধন্যবাদ জানানোর ভাষা নেই। কাঞ্চন ভাই, রিয়াজ ভাই, সাইমনসহ সবাই আমাদের সদস্যপদ ফিরিয়ে আনার জন্য কষ্ট করেছেন। সবাই সদস্যপদ ফিরে পেয়ে আনন্দে কাঁদছে। সাইমন সাদিক বলেন, আমাদের প্যানেলের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল ভোটাধিকার হারানোদের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দেবো। আমরা আমাদের কথা রেখেছি।

রিয়াজের প্রত্যয়

বিনোদন ডেস্ক: বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য অভিনেত্রী রোজিনার পদত্যাগের পর তার স্থলাভিষিক্ত হলেন ইলিয়াস কাঞ্চন-নিপুণ প্যানেলের পরাজিত প্রার্থী চিত্রনায়ক রিয়াজ। গত বুধবার (৬ এপ্রিল) সন্ধ্যায় শিল্পী সমিতির স্টাডি রুমে রিয়াজকে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন সভাপতি ইলিয়াস কাঞ্চন। শপথ নেয়ার পর সভাপতির পা ছুঁয়ে সালাম করেছেন এ অভিনেতা। চলতি বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারীতে আয়োজিত শিল্পী সমিতির নির্বাচনে মিশা সওদাগর-জায়েদ খান প্যানেল থেকে কার্যনির্বাহী সদস্য পদে জয়ী হয়েছিলেন রোজিনা। শপথ নেয়ার আগে ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করেছেন তিনি। শিল্পী সমিতির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইমন জানান, গত ২৬ মার্চ কার্যকরী পরিষদের বৈঠকে রোজিনার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা হয়েছে। তার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে সমিতির গঠনতন্ত্র মেনে সর্বসম্মতিক্রমে রিয়াজকে কমিটিকে যুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। বুধবার শপথ নেয়ার পর আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব পেলেন রিয়াজ। যিনি ইলিয়াস কাঞ্চন-নিপুণ পরিষদ থেকে সহ-সভাপতির পদে নির্বাচন করে পরাজিত হয়েছিলেন। শপথ নেয়ার পর দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করে রিয়াজ বলেন, শিল্পীদের স্বার্থে কাজ করতে চেয়েছি সবসময়। সমিতির বাইরে থেকেও শিল্পীদের সেবা করা যায়। তবে কমিটিতে থেকে আরও ভালোভাবে কাজ করা যায়। চেষ্টা করবো, নিজের দায়িত্ব ভালোভাবে পালন করতে। তার শপথের আয়োজনে ইলিয়াস কাঞ্চন, সাইমন সাদিক, নিপুণ আক্তার, শাহনূর, অমিত হাসানসহ আরও অনেকে ছিলেন।



কাছে টানে সোনালী গম্বুজ

হাবিব রহমান

জেরুজালেম। তিন ধর্মের তীর্থস্থান- পবিত্র শহর। মুসলিম, খ্রিস্টান, ইহুদি তিন আসমানী ধর্মে বিশ্বাসীদের কাছে বিশেষ মর্যাদায় শহর এটি। পবিত্র শহরে ভিতরে পবিত্রতম স্থানটির নাম 'বায়তুল মুকাদ্দাস' বা 'টেম্পল মাউন্ট'। ঈশ্বরের ঘরের পাহাড়। 'বায়তুল মুকাদ্দাস' একক কোন স্থাপনা বা মসজিদ, গির্জা বা সিনাগগ নয়। এটি অনেকগুলো স্থাপনার সমন্বয়ে গঠিত একটি বিশাল পবিত্র চত্বর। এটিকে অনেক কয়েকটি নামে ডাকা হয়। মুসলমানরা বলে 'বাইতুল মোকাদ্দাস' বা 'হারাম আল শরিফ'। আর ইহুদীরা বলে টেম্পল অফ মাউন্ট, টেম্পল অফ সুলেমন, ফাস্ট টেম্পল। বাংলায় অনেকে বলে 'পবিত্র ঘর'।

'বাইতুল মোকাদ্দাস' চত্বরে অনেক কয়েকটি স্থাপনা আছে। যার কোনটি মুসলমানের জন্য, কোনটি ইহুদীদের জন্য, কোনটি গুরুত্বপূর্ণ খ্রিস্টানদের জন্য। আবার সবগুলো কোন না কোনভাবে সকল ধর্মের ইতিহাসের সাথে জড়িয়ে আছে।

এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা আছে তিনটি। এক. আল আকসা মসজিদ, দুই. ডোম অফ দ্যা রক, তিন. ওয়েস্টার্ন ওয়াল। এছাড়া কুব্বাত আস সিলসিলা, কুব্বাত আল মিরাজসহ বেশ কিছু গম্বুজ রয়েছে এখানে। শেষ নবী মেরাজে যাবার আগে সকল নবীদের নিয়ে যেখানে নামাজ পড়েছিলেন সে স্থানে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়, সেইটি 'কিবলি মসজিদ'। পশ্চিম ওয়ালের কোথাও বোরাককে বেঁধে রেখে নামাজ পড়েছিলেন। সেই প্রাচীরে উল্টোদিকেই 'বুরাক মসজিদ'। বোরাককে বেঁধে রাখার কড়াটি এখনও সেখানে দেখা যায়।

'আল আকসা মসজিদ' ছিল মুসলমানদের জন্য প্রথম কেবলা। প্রথমে মুসলমানের এই দিকে মুখ করে নামাজ পড়তো। পরে মক্কার দিকে মুসলমানদের কেবলা ঘুরে যায়। তাই মুসলমানদের কাছে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পুরো চত্বরে সোনালী গম্বুজের সবচেয়ে সুন্দর স্থাপনাটির নাম 'ডোম অব দ্যা রক' বা 'কুব্বাতুস সাখারাহ'। অনেক এটাকেই 'আল আকসা মসজিদ' ভেবে ভুল করেন। আসলে এটি পুরো চত্বরে অনেক কয়েকটি মসজিদের মতোই আরেকটি মসজিদ। যার নাম 'সোনালী গম্বুজের মসজিদ' বা 'কুব্বাতুস সাখরাহ'। যেখানে পাথরে উপর দাঁড়িয়ে নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) উর্দ্ধাকাশে গমন করেছিলেন।

ইসলাম ধর্ম মতে ইব্রাহিম নবী কাবা শরীফ ছাড়াও আরো একটি উপসানার স্থান নির্মাণ করে ছিলেন। সেটি এই জেরুজালেমে। মসজিদুল আল আকসা। কাবা নির্মাণের ৪০ বছর পর খ্রি. পূর্ব ২১৭০ সালে এটি নির্মাণ করেন। মক্কা থেকে এটি দূরে হওয়ায় এর নাম 'আল আকসা' বা 'দুরবর্তী মসজিদ' নামকরণ করা হয়। তবে স্থানটি সঠিক কোন জায়গায় তার নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারেনা। ধারণা করা হয় বায়তুল মুকাদ্দাসের কোন এক জায়গায় তিনি মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন।

নবী হযরত ইব্রাহিম (আঃ) পুত্র নবী ইসহাক (রাঃ) এখানে এক আল্লাহর প্রার্থনা করতেন। পরেকার দ্বিতীয় পুত্র নবী ইয়াকুব (আঃ) এটিকে আরো বর্ধিত করেন। পরবর্তীতে নবী সুলায়মান (আঃ), খ্রি. পূর্ব ১০০৪ সালে এটি নির্মাণ করে। যা ইহুদীদের মতে 'প্রথম টেম্পল'। আর মুসলমানেরা বিশ্বাস করে এটি নির্মাণের সময় জ্বীনদের ব্যবহার করা হয়েছিল।

আমার বহুদিনের লালিত স্বপ্ন ছিলো বায়তুল মোকাদ্দাস ভ্রমণের। সেই সাথে ফিলিস্তিনের আরো কিছু শহর। যেখানে অনেক নবী-রাসুলের রওজা মোবারক রয়েছে। সেই স্বপ্ন আজ বাস্তবে রূপ নিতে শুরু করেছে। যাচ্ছি দেশটি ভ্রমণে।

বলা যায় যাত্রা শুরুতেই বিপত্তি। জেএফকে থেকে তেল



আবিবের ফ্লাইট ছিলো দুপুর একটায়। এয়ারপোর্টে পৌঁছেই দুঃসংবাদটা পেলাম। ফ্লাইট এক ঘন্টা বিলম্ব। ছাড়বে দুটোয়। কিন্তু দুটোর ফ্লাইট ছাড়লো আরো এক ঘন্টা পিছিয়ে তিনটায়। তবে দু:সংবাদের যেটিকু বাকী ছিলো তা পেলাম বিমানে বোর্ডিংয়ের আগে। টার্কিশ এয়ারলাইন কর্তৃপক্ষ ই-মেইলে জানালো ইস্তাম্বুল থেকে তেল আবিবের কানেকটিং ফ্লাইটটি বাতিল করা হয়েছে দূর্যোগপূর্ন আবহাওয়ার কারণে। স্নো পরছে তুরস্কে। আবহাওয়া কখন ভালো হবে তার নিশ্চয়তা নেই। আর ভালো হলেই বিমান ডানা মেলবে তেল আবিবের পথে। টিকিট ছিলো সরাসরি তেল আবিবের। কানেকটিং ফ্লাইট ক্যান্সেল না করে পুরো ফ্লাইট টা ক্যান্সেল করলো ভালো হতে আমার জন্য। বিদেশ বিভুই। আবহাওয়া কখন ভালো হবে? ইস্তাম্বুলে কতদিন থাকতে হবে। বিমান কর্তৃপক্ষ হোটেল দেবে কিনা। জেরুজালেমে বুকিং করা হোটেলের কি হবে ইত্যাদি একরাশ চিন্তা মাথায় নিয়েই উঠলাম বিমানে।

আমার কষ্টটাকে একটু লাঘব করতেই যেন বিমানে সিট পেলাম ফাস্ট ক্লাসের পর ইকোনমি ক্লাসের প্রথম সারিতে। আমার সিটের সামনে কোন আসন নেই শুধু ফার্স্টক্লাসের মাঝের বিভাজন দেয়াল। সামনে পা লম্বা করে বসার সুযোগ। নিউইয়র্ক টু টার্কি প্রায় ১১ঘন্টার জার্নি। অনেক দিন পর আয়েশ করে একটা বিমান জার্নি হবে।

গত কয়েকদিন ধরেই ব্যবসায়িক ব্যস্ততা যাচ্ছিলো। তারপর তাড়াহুড়া করে ভ্রমণের প্রস্তুতি নেয়া। বিশ্রামের কোন ফুরসত ছিলোনা। বিমানে উঠেই কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে ঢলে পরলাম ঘুমের রাজ্যে।

ঘুমটা বড় হলোনা। বিমান বালার ডাকে উঠতে হলো। খেতে হবে।

খাওয়ার পর এককাপ কড়া কালো কফি খেতে খেতে ভাবতে বসলাম। কতোদিনের স্বপ্ন মসজিদুল আকসা, ডোম অব দ্য রক, মসজিদুল বোরাক, মসজিদুল মারওয়ানি। কত নবী-রাসুলদের মাজার জিয়ারত, প্যালেস্টাইনি ভাইদের জীবন সংগ্রাম স্বচক্ষে দেখা ইত্যাদি।

বিরামহীন স্নো ফলের মধ্যেই বিমান ল্যান্ড করলো ইস্তাম্বুল বিমানবন্দরে। এটি নতুন উদ্বোধন করা হয়েছে। এখানে আর আসা হয়নি। বিশাল এর পরিধি। বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে বড় বিমানবন্দর হচ্ছে ইস্তাম্বুল এয়ারপোর্ট। ২০১৩ সালে ইস্তাম্বুল শহর থেকে ৩৫ কিমি দূরে ১৮৩০ একর জায়গার উপর এয়ারপোর্টটি তৈরী হয়েছে। টানা তিনবছর ৬ মাস বিশাল কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় এয়াপোর্টটির নির্মাণ কাজ। এয়ারপোর্ট তৈরীতে খরচ হয়েছে ১২ বিলিয়ন ইউএস ডলার।

এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গ্রীন এয়ারপোর্ট। ছবির মতো চকচকে করে গড়ে তোলা হয়েছে বিমানবন্দরটিকে। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল আছে বিমানবন্দরটিতে। যার আয়তন ১.৪ মিলিয়ন বর্গমিটার। এর বাইরে বিমানবন্দরটির আয়তন হচ্ছে ৭৬.৫ মিলিয়ন বর্গমিটার। বিমানবন্দরটি জুড়ে রয়েছে ৭টি টার্মিনাল। সব টার্মিনাল ২৪ ঘন্টাই খোলা থাকে এর মধ্যে ৫৯ নং গেটটি টার্কিস এয়ারলাইন্সের বিজনেস ক্লাসের যাত্রীদের জন্য।

ইস্তাম্বুল এয়ারপোর্টের কন্ট্রোল টাওয়ারটি প্রায় পাঁচ হাজার মিটার জায়গা জুড়ে তৈরী করা হয়েছে। ৯০ মিটার উচু এই কন্ট্রোল টাওয়ারটিও যথেষ্ঠ পরিমানে আকর্ষনীয়।

ইস্তাম্বুল এয়ারপোর্ট টার্কিস এয়ারলাইন্সের হাব হিসেবে গড়ে উঠেছে। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এই এয়ারপোর্টটিতে ৫৬৬টি এন্ট্রি গেট রয়েছে। সাথে রয়েছে অনেকগুলো সেল্ফ চেকইন কাউন্টার। যে চেকইন কাউন্টারে আপনি নিজেই চেকইন করে নিতে পারবেন। বিমানবন্দরটির সক্ষমতা অনেক বেশী। আপাতত এই বিমানবন্দরে ৯০ থেকে ১০০ মিলিয়ন যাত্রী চলাচল করে। টার্গেট রয়েছে ২০০ মিলিয়ন যা পৃথিবীর ইতিহাসে একটি মাইলফলক হতে যাচ্ছে।

বর্তমানে এয়ারপোর্টে চালু আছে মাত্র ২টি রানওয়ে। তবে খুব শিঘ্রই ৬টি রানওয়ে চালু হতে যাচ্ছে। আছে ২২৮টি পাসপোর্ট কন্ট্রোল পয়েন্ট যেখানে দিনরাত ২৪ ঘন্টা কাজ করে যাচ্ছে। আয়তনের দিক দিয়ে বিমানবন্দরটি এতই বড় যে ২/১ দিন আপনি বিমানবন্দরটি ঘুরে দেখতে পারবেন না। বিমানবন্দরটি ঘুরে দেখার জন্য ছোট ছোট গাড়ি রয়েছে যা দিয়ে আপনি বিমানবন্দটি ঘুরে দেখতে পারবেন। বোর্ডিং এর জন্য ব্রিজ রয়েছে ১৪৩টি। একসাথে ৩৭১টি বিমান পার্কিং করতে পারে বিমানবন্দর জুড়ে।

পৃথিবীর যে কোন বিমানবন্দরের চাইতে এখানকার সিকিউরিটি ব্যবস্থা অনেক উন্নত। বিমানবন্দর জুড়ে রয়েছে ৩৫০০ জন সিকিউরিটি পার্সোনাল, ৪৫০ জন ইমিগ্রেশন অফিসার, ১৮৫০ জন পুলিশ অফিসার, যারা রাতদিন ২৪ ঘন্টা এয়ারপোর্টটিতে কর্মরত থাকেন। প্রতি ৬০ মিটারে একটি সিসি টিভি ক্যামেরা আছে। পুরো এয়ারপোর্ট জুড়ে এ ব্যবস্থা যা কিনা একটা কন্ট্রোল রুম থেকে ২৪ ঘন্টা মনিটর করা হচ্ছে।

বিমানবন্দরে নেমে প্রথম কাজ হলো পরবর্তী ফ্লাইট কখন তা জানা। একজন এয়ারপোর্ট কর্মীকে বলতেই তিনি টার্কিশ এয়ারের ইনফরমেশন ডেস্কটা দেখিয়ে দিলেন। ওখানে গিয়ে একজন কর্মকর্তারকে পাসপোর্ট এবং বোর্ডিং পাশটা দিতেই তিনি সাথে সাথে একটা নতুন বোডিং পাস ইস্যু করে দিলেন। জানালেন ঘন্টা খানিক পরেই ফ্লাইট। আল্লাহর কাছে শোকরিয়া জানালাম ঝামেলাটা সহজে মিটলো বলে। নির্দৃষ্ট সময় অপেক্ষার পর বিমান ছাড়লো সময় মত। টার্কিশ এয়ারের বিমানটি জানা মেললো তেল আবিবের পথে। (চলবে)

যুদ্ধের কৌশল পালটাতে নতুন জেনারেল রাশিয়ার

মস্কোর কয়লা আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা টোকিওর

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নতুন করে ইউক্রেন আক্রমণের পরিকল্পনা করছে রাশিয়া। তারই অংশ হিসাবে সামরিক বাহিনী পুনর্গঠন করেছেন প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। শনিবার এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন পশ্চিমা এক কর্মকর্তা। ইউক্রেন অভিযানের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি নতুন এক জেনারেলকে যুদ্ধের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ওই জেনারেলের সিরিয়া যুদ্ধের সময়কার ব্যাপক অভিজ্ঞতা রয়েছে বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে ব্রিটিশ গণমাধ্যম বিবিসি।

প্রতিবেদনে বলা হয়, নাম প্রকাশ না করার শর্তে একটি সূত্র জানিয়েছে, রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের সামরিক কমান্ডার জেনারেল আলেক্সান্ডার ডিভোনকোভ এখন থেকে ইউক্রেন যুদ্ধের নেতৃত্বে থাকবেন। সূত্রটি জানিয়েছে, নতুন নেতৃত্বের অধীনে সামগ্রিক কমান্ড এবং নিয়ন্ত্রণে উন্নতির আশা করছে রাশিয়া। বিভিন্ন ইউনিটের মধ্যে সমন্বয় বাড়াতেই এই পরিবর্তন আনা হয়েছে। এক মাসের বেশি সময় ধরে ইউক্রেনে হামলা অব্যাহত রেখেছে পুতিন বাহিনী। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ে তাদের অগ্রগতি চোখে পড়ার মতো নয়। ইউক্রেনের বড় বড় শহরের নিয়ন্ত্রণ এখনো দেশটির সরকারের হাতেই রয়েছে।

এদিকে রাশিয়ার কয়লা আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা এনেছে জাপান। দেশটির প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা শুক্রবার এক সংবাদ সম্মেলনে রাশিয়ার ৮ কূটনীতিককে বহিষ্কার এবং রাশিয়ার কয়লা আমদানির ওপর পুরোপরি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। কিশিদা সাংবাদিকদের বলেন, ক্রমাগত বেসামরিক লোকজনকে হত্যা এবং পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে হামলা চালিয়ে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন লঙ্ঘন করছেন



পুতিন। এগুলো ক্ষমার অযোগ্য যুদ্ধাপরাধ বলে উল্লেখ করেন কিশিদা।

পূর্ব ও দক্ষিণ ইউক্রেনে হামলা জোরদার করেছে : পূর্ব ও দক্ষিণ ইউক্রেনে গোলাবর্ষণ অব্যাহত রেখেছে রুশ বাহিনী। এ ছাড়া অন্যান্য অঞ্চলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়ে যাচ্ছে দেশটি। একই সঙ্গে ইউক্রেনের খারকিভ শহরে রাতজুড়ে তীব্র হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। বুধবার বিবিসির লাইভ প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে। তাতে বলা হয়, লুহানস্ক ও দোনেস্কের বিভিন্ন অংশেও আর্টিলারি হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। এসব অঞ্চলে আগামী দিনগুলোতে হামলা আরও জোরদার হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনীর জেনারেল স্টাফের মতে, ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলের লুহানস্ক ও দোনেস্কের বরিভস্কি, নোভোলুহান্সকি, সোলদকি, মারিনকা এবং জোলোতা নিভা অঞ্চলের সেনা এবং বেসামরিক অবকাঠামো লক্ষ্য করে হামলা চালাচ্ছে রাশিয়া। এদিকে, মারিউপোলেও হামলা অব্যাহত রয়েছে। গত এক মাস ধরে রুশ বাহিনী অবরুদ্ধ করে রেখেছে শহরটি, রুশদের বেপরোয়া বোমা হামলায় ক্ষতবিক্ষত এই বন্দরনগরী।

রাশিয়ায় ১৫ মানবাধিকার সংস্থার কার্যালয় বন্ধ : 'আইন লঙ্ঘনের' অভিযোগে রাশিয়ায় অবস্থানরত আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ও হিউম্যান রাইটস ওয়াচসহ ১৫ মানবাধিকার সংস্থার কার্যালয় বন্ধ করে দিয়েছে রাশিয়া। এর আগে ৭ এপ্রিল জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদ থেকে রাশিয়াকে বরখাস্ত করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার নিউইয়র্কে আয়োজিত সাধারণ অধিবেশনে ভোটাভুটির মাধ্যমে রাশিয়াকে বরখাস্ত করে জাতিসংঘ। শুক্রবার রাশিয়ার বিচার বিভাগসংক্রান্ত মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, যেসব মানবাধিকার সংস্থা রুশ আইন লঙ্ঘন করেছে, রাশিয়ায় সেসব সংস্থার কার্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

সাহিত্য সাময়িকী

পুণ্যপ্রীতি
ফারুক মাহমুদ

চালাকির ধূপকাঠি পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যায়
দম্ভধোয়া একদিন চিহ্নহীন হারিয়ে হারায়

আত্মকেন্দ্রে সব পাখি চিরপরিযায়ী
তোষণের অতিমারি মুখপোড়া স্থায়ী

বিষের কাঁটায় যদি সর্ব অঙ্গ ঢাকা পড়ে থাকে
ছদ্মপ্রাপ্তি ডুবে যাবে ঘৃণাঘূর্ণি, পুঁতিগন্ধপাঁকে

সম্ভাবনা ঝরে পড়ে উচ্চাকাঙ্খা-ঝড়ে
পাখির অজানা, মৃত্যু হবে কোন শরে

কীর্তির সৌরভগাথা (স্বস্তিপ্রদ) কড়েগোনা হোক
শ্রেণীর বৈষম্য নেষ্ট পুণ্যপ্রীতি ছড়াবে আলোক

মাটি
মিজানুর রহমান বেলাল

ইঁদুরের গর্ত খুব বেশি নিরাপদ জেনেই অন্ধকারের বংশধর
শর্তহীনভাবেই মাটির মগজে পেরেক মারে; মাটিতেই শয্যা।
কামরাঙা সকাল চকচকে তার কারণ একটাই-
মাটিই প্রথম বহুরূপী রহস্যের আদিম প্রাজ্ঞতা।

ফুল
হাসান ইমতিয়াজ

বসে আছি ফুলের মত
পোশাক পরিচ্ছদ থেকে সুগন্ধি বেরুচ্ছে
একটু আগে যারা মধু খেয়ে চলে গেল
তারাও ভুলে যাবে পথ

এইখানে চামেলি ফুল
রজনীগন্ধা জুঁই ওইপাশে
পুয়াতি জবার ডাল- অরণ্যের
থরে থরে সাজানো বিকেল!

তুমি ঘুরে ফিরে দেখছো
আঙ্গুলে ছোঁয়াচ্ছ মুখ- থুতনিতে
সুখ পরশিয়া শিহরণ- ওইপাশে
চোখের অদৃশ্যে মেঘ!

বসে আছি ফুলের মত
ভেনিটি ব্যাগ গুছিয়ে রেখেছে সুঁই-
সবাই মধু খায় মালা গাঁথে না কেউ।

দারিদ্র শিল্প
হাফিজ রশিদ খান

একবার তো বেশ মিথ্যাই বললাম
এমন ভঙ্গিতে যে আমার
মানিব্যাগে একটাও টাকা নেই

তোমরা সকলে কিছু-কিছু দিয়ে
আমাকে অনেক টাকা করে দিলে

আমি খুশি হলেও বিরাট
লজ্জা পেলাম অন্তরে ধীরে-ধীরে

সেই থেকে দারিদ্র দেখানো
একটা শৈল্পিকভঙ্গি, এটা বুঝলাম

তবে আমি অনেক দূরের দিকে চোখ রেখে
ওটাকে দলিত করলাম জ্বলন্ত
সিগারেটের মতো পায়ের তলায়...

ফটোগ্রাফ
মাসুম আহমদ

ফটোগ্রাফে ভাঁজ থাকে
বাঁক থাকে
ঠোঁট থাকে
রঙও থাকে,
সে রঙে অনায়াসে একটা রাজ্য আঁকা যায়
সে রাজ্যে রচিত হয় অচেনা সব রূপকথার গল্প।

ফটোগ্রাফে কপালের টিপ থাকে
ইচ্ছে করলে সে টিপকে
বামদিকে একটু হেলিয়ে দেয়া যায়,
ফটোগ্রাফে কালো চুল থাকে
কালো চুলদের আলতো করে ছুঁয়ে
ব্যস্ত করে নেয়া যায় সাদা রজনীগন্ধায়,
ফটোগ্রাফে চুড়ির রিনিঝিনি থাকে
মেহেদি কালারের মেঠোপথ থাকে,
সে মেঠোপথকে হাতে নিয়ে
মিশে যাওয়া যায় কাঁচের অট্টহাসিতে।

ফটোগ্রাফে গুনাহ থাকে
ছওয়াব থাকে
বিষণ্নতা থাকে
উন্নয়ন থাকে
এবং থাকে একটা রংধনুর জীবনচক্র।

পাবো না জেনেও
মেহেদী ইকবাল

জেগে থাকার কথা বলে ঘুমুচ্ছি
ঘুমের ভেতর হাঁটি আমি দৌড়াই
কখনও যেতে পারি দূরে কোথাও
ভীড়ের কাছে গেলে আঁচ পাই আগুনের
লাথি খেয়ে কাঁদছে একটা নদী
একটা পাখি মাথাব্যথা নিয়ে নেমে এসেছে নীচে।
আমার শরীরে ঘাম
অবাস্তব মীথের গল্প শুনে শুনে ক্লান্ত আমি
জেগে থাকার কথা বলে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি!

কী খুঁজতে বেরিয়েছিলাম মনে নেই
এতো ভীড় এতো ভীড় এতো ভীড়
ভীড় দেখে ভয় পাই
ভীড়ের কাছে গিয়ে পেয়েছি আঁচ আগুনের।

আমরা পুড়ছি গৃহসমেত
নির্বিকার যাচ্ছে হেঁটে গলির কুকুর

খুঁজছি

পাবো না জেনেও আমি
কী যে তবু খুঁজে যাই!

অপেক্ষায়
এইচ বি রিতা

এখন আর হারাবার কিছু নেই
গাঢ় অন্ধকারে নির্মল ভোর-বিশুদ্ধ বাতাস
আকাশের বুকে মেঘ-মেঘের বুকে কান্নার ঢল
শরতের আকাশে নীল, সাদা মেঘ
সবুজের কাশফুল
ঢেঁকি-হেঁদারায় প্রাচীন সভ্যতা
রূপসী নদী- পাহাড়, অরণ্য পোষাপাখি
চলতি পথে লাজুকলতার কম্পিত শিহরণ
জন্ম থেকে আজ অবধি আকাঙ্খার অনুতাপে;
বিরহের শোক- নেই।
আজ আর কিছু হারাবার নেই।
এখন কেবল বিস্ফোরণ নিয়ে;
শেষ বিদায়ী সকালের অপেক্ষায়।



মুসলিমদের সাথে ট্রুডোর ইফতার গ্রহণ

ঢাকা ডেস্কঃ ইফতার গ্রহণে মুসলিমদের সাথে অংশ নিয়েছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো।

বুধবার নিজের টুইটার একাউন্টে এ সংক্রান্ত একটি ভিডিও শেয়ার করেন তিনি। তাতে দেখা যায়,ট্রুডো নিজ অফিসের কনফারেন্স কক্ষে নিজ দলের মুসলিম কর্মীদের নিয়ে ইফতারের আয়োজন করেছেন।

টুইট বার্তায় জাস্টিন ট্রুডো বলেন, সাধারণত এ কক্ষে বিভিন্ন বৈঠক ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু আজ সন্ধ্যায় দলের মুসলিম সদস্যরা ইফতার ও রমজান উদযাপনের আয়োজন করেন।

তিনি আরো বলেন, পবিত্র রমজান মাসে মুসলিমরা নিজ পরিবার ও বন্ধুবান্ধবদের সাথে এ ধরনের আয়োজন করে থাকেন। আমরা সবার জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা করি। রমজান মোবারক।

সাধারণ কানাডার মুসলিমদের বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব উদযাপনে উপস্থিত থাকেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী। এর মধ্যে পবিত্র রমজান মাস, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহার উৎসব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সাম্প্রতিক সময়ে কানাডায় ট্রুডোর নেতৃত্বে লিবারেল পার্টি অভিবাসী ও মুসলিমদের একীভূত করার বিষয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক উদ্যোগ নেয়া হয়। অবশ্য নানা সময়ে ডানপন্থী দলগুলো বর্ণবাদী আচরণ করা হয়।

বিএনপিকে ভোটে আনতে আমেরিকায় ধরনা দিচ্ছে সরকার: ফখরুল

ঢাকা ডেস্ক: বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, আওয়ামী লীগ এখন টিকে আছে শুধু অপকর্ম করে। নিজেদের অপকর্ম থেকে রেহাই পেতে সরকার বিদেশিদের কাছে ধর্না দিচ্ছে। একদিকে স্যাংশনে পড়েছে, অন্যদিকে বিভিন্ন রকম যে অপকর্ম করেছে সেগুলো প্রকাশ হয়েছে বিশ্ববাসীর কাছে। সেই কারণে আজকে তারা ধর্না দিচ্ছে বিদেশিদের কাছে।

বৃহস্পতিবার (৭ এপ্রিল) রাজধানীর হোটেল পুর্বানীতে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে 'বাংলাদেশ বর্তমান প্রেক্ষাপট: কোনো প্রতিকার নেই, দূষণ বেড়েই চলেছে, দেশের মানুষ বেঁচে আছে অসহায় অবস্থায়' শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে লন্ডন থেকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইন্টারনেটের মাধ্যমে বক্তব্য রাখেন। এতে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন দলের স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক ডা. রফিকুল ইসলাম। আলোচনাসভায় দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, মির্জা আব্বাস, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, আবদুল মঈন খান, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সেলিমা রহমান, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাবেক উপদেষ্টা অধ্যাপক মোজাম্মেল হক প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

কোন কারণে ইমরানের এমন পতন? আল জাজিরার বিশ্লেষণ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নাটকের শেষ অঙ্কে কেবল ট্রাজেডি, ক্রিকেটের ২২ গজ মাতিয়ে ২২ বছর রাজ-নীতির পর ইমরান খানের মুখে ফুলচন্দন পড়েছিল। ২০১৮ সালে বসেছিলেন পাকিস্তানের মসনদে। মুখে ছিল তার নয়া পাকিস্তানের স্লোগান। তবে শনিবারের টানা ১৩ ঘণ্টার পার্লামেন্ট সেশনে ইমরান খানের পতন নিশ্চিত করে ছেড়েছে বিরোধীরা। বলেছে, 'নয়া পাকিস্তানের পর আপানাদের আবারও পুরানা পাকিস্তানে স্বাগত।'

পাকিস্তানের কোনও প্রধানমন্ত্রীই ক্ষমতার পূর্ণ মেয়াদ শেষ করতে পারেননি, সে হিসেবে ইমরান খানের বেলায়ও অস্বাভাবিক কিছু ঘটেনি। তবে একটা জায়গায় ইমরান খান ব্যতিক্রম, তিনিই পাকিস্তানের একমাত্র প্রধানমন্ত্রী যে অনাস্থা ভোটে গদি হারিয়েছেন।

যদিও এই অনাস্থা ভোটের পেছনে ইমরান বিদেশি ষড়যন্ত্র দেখেছেন বারবার। তিনি এক 'গোপন চিঠি' দেখিয়েও দাবি করেছেন, ওই চিঠিতে বিদেশি হুমকির প্রমাণ আছে। ইমরান এটাও বলেছেন, তার ফেব্রুয়ারী মাসের রাশিয়া সফরকে ভালোভাবে নেয়নি ক্ষমতাবান দেশগুলো। শেষ পর্যন্ত হুমকিদাতা হিসেবে মার্কিন কেন্দ্রীয় ও দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ডোনাল্ড লু'র নামও উল্লেখ করেছিলেন ইমরান।

তবে আল জাজিরার প্রতিবেদনে বিদেশি নয় দেশের অভ্যন্তরীণ কী কী কারণে ইমরানের পতন হয়েছে সেদিকগুলোই তুলে আনা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, বিরোধীদের অভিযোগ, ২০১৮ সালে সেনাবাহিনীর জোরালো সমর্থন নিয়েই ক্ষমতায় এসেছিলেন ইমরান। তবে পদায়নের নানা ইস্যুতে সেনাবাহিনীর সাথে ইমরানের আর সেই ভালো সম্পর্ক নেই। যদিও সম্পর্ক থাকা আর যাওয়া উভয় বিষয়ই অস্বীকার করছে সেনাবাহিনী ও পিটিআই।

আল জাজিজার প্রতিবেদনে ইমরান খানের পতনের অন্যতম কারণ বলা হয়েছে অর্থনৈতিক বিপর্যয়। এ বিষয়ে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্লাভাস্টিক স্কুল অব গভর্নমেন্টের অর্থনীতিবিদ শাহরুখ ওয়ানি বলেন,



'আগের সরকারে রেখে যাওয়া ভঙ্গুর অর্থনীতি আর করোনা দুই মিলে বিপর্যয়ে পড়েছেন ইমরান। তবে তার সরকার দ্রুত এই বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে পারেনি। পুনর্গঠনের উদ্যোগও কখনো নেওয়া হয়নি।'

ইমরান খানের একসময়কার মিত্র নাদিম আফজাল চানও মনে করেন, মুদ্রাস্ফীতি, সার সংকট, পাঞ্জাবের স্থানীয় সরকারসহ নানা ইস্যু মাত্রা ছাড়িয়েছিল।

আল জাজিজার প্রতিবেদনে ইমরান পতনে আরেকটা বড় কারণ হিসেবে সেনাবাহিনীর ভূমিকা উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যখন 'নিরপেক্ষ নীতি'র নামে সেনাবাহিনী ইঙ্গিত দিয়েছে তারা আর ইমরান খানের সাথে নেই, তখন বিরোধীরা ইমরানের খানের বিরুদ্ধে আন্দোলন জোরালো করেছে।

বালুচিস্তান আওয়ামী পার্টির সিনেটর আনওয়ারুল হক কাকার এ বিষয়ে বলেন, 'যখন অবস্থান নিরপেক্ষ হয়ে গেল, তখন বিরোধীরা দেখল সরকার টিকতে পারবে না। এক দৃষ্টিতেই তাই দেখা গেছে সে থাকতে পারবে না, তার পতন কেবল সময়ের ব্যাপার।'

গত বছরের অক্টোবরেই সেনাবাহিনী আর ইমরান খানের দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে আসে। সেসময় ইমরান খান গোয়েন্দা প্রধান হিসেবে লেফটেন্যান্ট ফয়েজ হামিদকেই রেখে দেন। তবে ওই পদে সেসময় সেনাপ্রধান কামার বাজওয়া লেফটেন্যান্ট জেনারেল নাদিমের নাম প্রস্তাব করেছিলেন।





মোস্তাফিজের উইকেট বিহীন ম্যাচে দিল্লির হার



ঢাকা ডেস্ক, ৮ এপ্রিল : আইপিএল খেলতে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে সরাসরি ভারতে যান মোস্তাফিজুর রহমান। টাইগার পেসারকে স্বাগত জানিয়ে দিল্লি ক্যাপিটালস ফেসবুকে লিখেছিল, 'দ্য ফিজ তার সকল বৈচিত্র নিয়ে চলে এসেছে।' বৈচিত্র্যময় বোলিং দেখালেও দু'ম্যাচ খেলে এখনো দিল্লিকে জয় উপহার দিতে পারেননি কাটার মাস্টার। নিজের প্রথম ম্যাচে ৩ উইকেট শিকার করলেও সবশেষ ম্যাচে লখনৌ সুপার জায়ান্টসের বিপক্ষে মোস্তাফিজের অর্জন শূন্য। কাটার মাস্টারের উইকেট বিহীন ম্যাচটিতে ৬ উইকেটে হেরেছে দিল্লি।

বৃহস্পতিবার নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে আগে ব্যাট করে ৩ উইকেটে ১৪৯ রান তোলে দিল্লি। ২ বল বাকি রেখেই জয় বন্দরে পৌঁছায় লখনৌ।

শেষ দুই ওভারে জয়ের জন্য ১৯ রান প্রয়োজন ছিল লখনৌয়ের। নিজের প্রথম ৩ ওভারে মাত্র ১২ রান খরচ করা মোস্তাফিজ তখন আসলেন বোলিংয়ে। তবে এবার ব্যর্থ হন দ্য ফিজ। খরচ করেন ১৪ রান।

ওভারটিতে অবশ্য দুবার বল হাওয়ায় ভাসলেও ফিল্ডার না থাকায় উইকেট প্রাপ্তি হয়নি মোস্তাফিজের। আর শেষ ওভারে সহজেই জয় তুলে নেয় লখনৌ।

১৪৯ রানের পুঁজি নিয়ে মোস্তাফিজকে দিয়েই বোলিং ইনিংস শুরু করেছিলেন দিল্লির অধিনায়ক ঋষভ পন্ত। বাংলাদেশি পেসার আস্তার প্রতিদানও দিচ্ছিলেন। আগের ম্যাচে দুর্দান্ত বোলিং করা মোস্তাফিজ নিজের প্রথম তিন ওভারে খরচ করেন মাত্র ১২ রান। মোস্তাফিজের দুর্দান্ত বোলিংয়ে মাঝারি সংগ্রহ নিয়েও লড়ছিল দিল্লি।

কিন্তু শেষে খেই হারিয়ে ফেলেন দ্য ফিজ। ২ বল বাকি থাকতে জয়ের জন্য ১৫৫ রান তুলে নেয় লখনৌ। দলটির হয়ে সর্বোচ্চ রান করেন দক্ষিণ আফ্রিকান তারকা কুইন্টন ডি কক। ৫২ বলে ৯ চার ২ ছয়ে ৮০ রান করেছেন তিনি। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৪ রান করেছেন লোকেশ রাহুল।

এর আগে প্রথমে ব্যাটিং করে ১৪৯ রানের সংগ্রহ করে দিল্লি। টস হেরে ব্যাটিং করতে নামা দিল্লির হয়ে শুরুতে রীতিমতো ঝড় তুলেছিলেন পৃথ্বী শ। ইনিংসের অষ্টম ওভারে সাজঘরে ফেরেন পৃথ্বী, তখন দিল্লির সংগ্রহ ৬৭ রান। তার মধ্যে ৬১ রানই পৃথ্বীর। মাত্র ৩৪ বলে ৯ চার ও ২ ছক্কার মারে খেলেন অনবদ্য ইনিংসটি।

তবে পৃথ্বীর পর তেমনভাবে কেউ জ্বলে উঠতে পারেননি। আরেক ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার ১২ বলে ৪ রান করে ফেরেন সাজঘরে। তিনে নামা রভম্যান পাওয়েল ৩ রান করেছেন ১৪ বল খেলে।

অধিনায়ক ঋষভ পন্ত ও সরফরাজ খান শেষ দিকে ধরে এগিয়ে দিল্লিকে মোটামুটি একটা সংগ্রহ এনে দিয়েছেন। পন্ত ৩৬ বলে ৩৯ রান করে শেষ পর্যন্ত অপরাজিত ছিলেন। সরফরাজ ২৮ বলে ৩৬ রান করেন।

পেসারদের সৃজনশীল ও সাহসী হতে বললেন ডোনাল্ড

ঢাকা ডেস্কঃ ডারবান টেস্টে উইকেটের চরিত্র ধরতে না পারার মাশুল গুনতে হয় বাংলাদেশ দলের। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে পোর্ট এলিজাবেথের সেন্ট জর্জ'স পার্কে আজ শুরু হচ্ছে দ্বিতীয় ও শেষ টেস্ট। ঐতিহ্যবাহী এই ভেন্যুতে কেমন উইকেটে খেলা হতে পারে তা নিয়ে জল্পনার শেষ নেই টাইগার শিবিরে। সিরিজ নির্ধারণী লড়াইয়ের আগে বাংলাদেশের পেসারদের পরামর্শ দিলেন বোলিং কোচ অ্যালান ডোনাল্ড। তিনি বলেছেন, 'এটি এমন একটি মাঠ যেখানে আপনাকে বোলার হিসেবে খুব সৃজনশীলন হতে হবে। সময় যত গড়াবে, উইকেট ততই ফ্ল্যাট হবে। পেসারদের জন্য বলতে চাই, সাহসী হয়ে এগিয়ে আসতে হবে এবং ভিন্ন কিছু করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। ডেল স্টেইন অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে কয়েক বছর আগে ফ্ল্যাট ট্র্যাকে দেখিয়েছিল, এখানেও উইকেট নেয়া সম্ভব।'



খেলোয়াড়ি জীবনে অ্যালান ডোনাল্ডের অন্যতম প্রিয় ভেন্যু ছিল পোর্ট এলিজাবেথ। এখানে ৭ ম্যাচ খেলে ১৮.২০ গড়ে ৪০ উইকেট নেন ডোনাল্ড। দক্ষিণ আফ্রিকার বোলারদের মধ্যে যা সর্বাধিক। ডোনাল্ড সর্বোচ্চ তিনবার ইনিংসে ৫ উইকেট নিয়েছেন সেন্ট জর্জস পাকে। সেরা বোলিং ৮৪ রানে ৭ উইকেট। 'সাদা বিদ্যুৎ' খ্যাত সাবেক এই পেসার শিষ্যদেরকে বলেন, 'এটা দক্ষিণ আফ্রিকার সবচেয়ে পুরাতন ও ঐতিহ্যবাহী টেস্ট ভেন্যু। এখানে দর্শক হয়, অনেক শোরগোল থাকে। এ মাঠে অনেক দলের বিপক্ষে আমার অনেক স্মৃতি আছে। এটা এমন একটা উইকেট যেখানে ব্যাটার কিংবা বোলারের হাতে ম্যাচ থাকবে না আবার বেরও হয়ে যাবে না। এই জায়গায় সবসময় কিছু না কিছু ঘটেই।' ডারবানে ব্যাটিং ব্যর্থতায় ভরাডুবি হয় বাংলাদেশের। দল হারলেও পেসারদের পারফরম্যান্সে সন্তুষ্ট অ্যালান ডোনাল্ড। তিনি বলেন, 'আমি মনে করি পেসাররা নিজেদের নিয়ে গর্ব করতে পারে। প্রত্যেক পেসার ভালো করেছে। আমরা একটা টেস্ট ইউনিট হিসেবে বল করেছি।'

পোর্ট এলিজাবেথের উইকেটের চরিত্র সম্পর্কে ডোনাল্ড আরও বলেন, 'বল যখন রিভার্স সুইং করা শুরু করবে তখন আপনি উইকেট নিতে পারবেন। বোলারদের জন্য কাজটি কঠিন হতে চলেছে। এ মাঠের ইতিহাস ঘেঁটে দেখবেন, ক্রিজে থিতু হতে পারলে ব্যাটাররাও শতক হাঁকাতে পারবে।'

পরিসংখ্যান বলছে, পোর্ট এলিজাবেথে টেস্ট খুব কমই ড্র হয়েছে (৩১ ম্যাচে মাত্র ৫টি)। এ ভেন্যুতে সবশেষ ২ ম্যাচেই হার দেখেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ২০১৯ সালে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৮ উইকেট এবং পরের বছর ইংল্যান্ডের কাছে ইনিংস ব্যবধানে পরাজিত হয়েছিল প্রোটিয়ারা। বাংলাদেশ এবারই প্রথম খেলবে সেন্ট জর্জস পার্কে।

চোটের কারণে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্ট খেলা সম্ভব হচ্ছে না পেসার তাসকিন আহমেদের। ইতোমধ্যেই দেশে ফিরেছেন তিনি। তবে আসন্ন শ্রীলঙ্কা সফরে গুরুত্বপূর্ণ এই পেসারকে দলে পাবেন বলে আশাবাদী ডোনাল্ড। তিনি বলেন, 'সামনে শ্রীলঙ্কা সিরিজ আছে। তার মতো একজন তরুণের সঙ্গে কাজ করা আনন্দের। সে অনেক ভালো শ্রোতা, শিখতে চায়। তীব্র যন্ত্রণা সামলেও সে লড়ছিল। দলের জন্য তার আন্তরিকতা রয়েছে, তা দেখিয়েছে।'

দুর্দান্ত ফর্মে আইপিএলে ডাক পান তাসকিন আহমেদ। তবে তাসকিন সায় দেননি। দলের প্রয়োজনে থেকে যান দক্ষিণ আফ্রিকায়। বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্য তাসকিনের উদার মানসিকতার প্রকাশ পেয়েছে ডারবান টেস্টেও। প্রচণ্ড ব্যথা থাকা সত্ত্বেও কাঁধে স্কচটেপ পেঁচিয়ে বল হাতে নেমে পড়েন মাঠে। ধুঁকতে থাকা বাংলাদেশকে এনে দেন উইকেট। তাসকিনের এমন উদার আচরণে মুগ্ধ অ্যালান ডোনাল্ডের। টাইগারদের বোলিং কোচের মতে, কোনো প্রশংসাই যথেষ্ট হবে না তাসকিনের জন্য।

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে পাঠানো এক ভিডিও বার্তায় ডোনাল্ড বলেন, 'সে যেভাবে নিজেকে নিংড়ে দিয়েছে, তার জন্য কোনো প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। ওয়ানডে সিরিজে তাকে দেখে আমি খুব আনন্দিত ছিলাম। যেভাবে সে বোলিং আক্রমণকে নেতৃত্ব দিয়েছে! প্রথম টেস্টে কাঁধে একটু ব্যথা শুরু হয়। আস্তে আস্তে তার ব্যথা তীব্র হচ্ছিল। দ্বিতীয় ইনিংসে টেপ পেঁচিয়ে বোলিং করেছে সে। এই অবস্থায়ও সে দেশের জন্য কিছু করতে প্রস্তুত ছিল।'



৭ ম্যাচ পর জয়বঞ্চিত বার্সেলোনা

ঢাকা ডেস্ক: বার্সেলোনা সমর্থকরা নিঃসন্দেহে ভুলে যেতে চাইবে রোনাল্ড কোম্যান অধ্যায়। ডাচম্যানের সান্নিধ্যে ব্লাউগ্রানারা পেয়েছে ব্যর্থতার সর্বোচ্চ স্বাদ। এরপর জাভি হার্নান্দেজের কোচিংয়ে স্বরূপে ফিরেছে কাতালানরা। তবে রাতারাতি বদলে যায়নি দুর্দশা। জাভি দায়িত্ব নেয়ার পরই ইউরোপা লীগে অবনমন হয় পিকে-বুসকেটসদের। ১৭ বছর পর চ্যাম্পিয়নস লীগ থেকে বাদ পড়ায় হতাশ হলেও হাল ছাড়েননি জাভি। তোরেস-ত্রায়োরদের ভিড়িয়ে করেছেন দল ভারি। স্প্যানিশ কিংবদন্তির প্রচেষ্টা যে ফল দিয়েছে তা বলা বাহুল্য।

লা লিগার টেবিলে দুইয়ে থাকা বার্সা ইউরোপা লীগেও রয়েছে দারুণ ছন্দে। তবে কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে ফ্র্যাঙ্কফুর্টের কাছে হারতে বসেছিল তারা। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা ২২ ম্যাচে অপরাজিত ব্লাউগ্রানারা ফেরান তোরেসের গোলে হার এড়ায়। বৃহস্পতিবার রাতে শেষ আটের ম্যাচটিতে ফ্র্যাঙ্কফুর্টের মাঠে ১-১ গোলে ড্র করেছে বার্সেলোনা। আর সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৭ ম্যাচ পর জয় বঞ্চিত হলো লা লিগার ক্লাবটি।

ম্যাচে বল দখলে বার্সেলোনার আধিপত্য থাকলেও আক্রমণে ধার দেখায় ফ্র্যাঙ্কফুর্ট। ৩৩ শতাংশ বল দখলে রেখে ১৬টি শটের ৫টি লক্ষ্যে রাখে স্বাগতিকরা। অপরদিকে ৬৭ শতাংশ বল দখলে রাখা বার্সা ৭টি শটের ৩টি রাখে লক্ষ্যে।

ম্যাচের ৩য় মিনিটেই এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পায় বার্সেলোনা। প্রায় ৩০ গজ দূর থেকে তোরেসের শট ঝাঁপিয়ে ঠেকান জার্মান গোলরক্ষক কেভিন-ট্রাপ।

ষষ্ঠ মিনিটে সুবর্ণ সুযোগ পায় ফ্র্যাঙ্কফুর্ট। ডান দিক থেকে ইয়াসপের লিন্ডস্ট্রোম পাস দেন ডি-বক্সে। ফাঁকায় বল পেয়ে বাইরে মারেন সুইস মিডফিল্ডার জিবরিল সো।

২৩তম মিনিটে একটি ধাক্কা খায় বার্সেলোনা। চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার জেরার্দ পিকে। তার বদলি নামেন আরেক ডিফেন্ডার ক্লেমোঁ লংলে।

৩৭তম মিনিটে বার্সেলোনার ডি-বক্সে সার্জিও বুসকেটসের চ্যালেঞ্জে স্বাগতিক ফরোয়ার্ড রাফায়েল বোরে পড়ে গেলে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। পরে ভিএআরের সাহায্যে সিদ্ধান্ত পাল্টান তিনি।

বিরতির থেকে ফিরে এগিয়ে যায় ফ্র্যাঙ্কফুর্ট। কর্নার ঠিকমতো ক্লিয়ার করতে পারেনি সফরকারীরা। ডি-বক্সের সামনে থেকে জোরাল হাফ ভলিতে ওপরের কোণা দিয়ে ঠিকানা খুঁজে নেন জার্মান উইঙ্গার আন্সগার।

৬৬তম মিনিটে সমতায় ফেরে বার্সেলোনা। বদলি নামা উসমান দেম্বেলে পাস দেন ফেরানকে। ডি-বক্সে ফ্রেংকি ডি ইয়ংয়ের সঙ্গে বল দেয়া-নেয়া করে জালে পাঠান ২২ বছর বয়সী স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড।

৭৮তম মিনিটে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন ফ্র্যাঙ্কফুর্টের ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার তুতা। তবে দশ জনের দলকে পেয়েও সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি বার্সেলোনা।

আগামী বৃহস্পতিবার ন্যু-ক্যাম্পে দ্বিতীয় লেগে ফ্র্যাঙ্কফুর্টকে আতিথ্য দেবে বার্সেলোনা।

রুনিকে 'হিংসুটে' বললেন রোনালদো!

ঢাকা ডেস্কঃ 'ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর সময় শেষ হয়ে গেছে'- সম্প্রতি স্কাই স্পোর্টসের মানডে নাইট শোতে এমন মন্তব্য করেন ওয়েন রুনি। সাবেক সতীর্থের বাঁকা কথার জবাব দিতে ছাড়েননি রোনালদোও। ইনস্টাগ্রাম পোস্টের ক্যাপশনে রোনালদো বুঝিয়ে দিয়েছেন, রুনি তার প্রতি ঈর্ষান্বিত।



চলতি মৌসুমে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ফিরে খুব একটা খারাপ খেলছেন না রোনালদো। সব প্রতিযোগিতায় ১৮ গোল করেছেন ৩৭ বছর বয়সী পর্তুগিজ তারকা। ম্যানইউকে চ্যাম্পিয়নস লীগের নকআউট পর্বে নিয়ে যেতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন রোনালদো। এরপরও কিনা রুনি বলছেন, রোনালদোকে ফিরিয়ে খুব লাভ হয়নি ম্যানইউর।

স্কাই স্পোর্টসের শোতে রুনি বলেন, 'এ মুহূর্তে আপনাকে 'না' বলতেই হবে। সে গোল করছে, চ্যাম্পিয়নস লীগের শুরুতে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে গোল করেছে।

টটেনহ্যামের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করেছে। কিন্তু ক্লাবের ভবিষ্যতের দিকে তাকালে আগামী দুই বা তিন বছরে তরুণ, ক্ষুধার্ত খেলোয়াড়দের নিয়ে এগোলেই ইউনাইটেডের জন্য সবচেয়ে ভালো হবে। ধীরে ধীরে ক্রিস্টিয়ানোর মধ্যে জড়তা দেখা যাচ্ছে। সে এখন আর বিশ বছরের না, আর এটাই হবে, এটাই ফুটবল। সে এখনো গোলের সামনে হুমকি। তবে খেলার বাকি অংশে ম্যানইউর আরো বেশি কিছু দরকার। ওদের আরো তরুণ এবং ক্ষুধার্ত খেলোয়াড় দরকার।'

বয়সে রোনালদোর এক বছরের ছোট রুনি। রোনালদো ক্লাব ও জাতীয় দলের হয়ে এখনও মাঠ মাতিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু রুনির পেশাদার ক্যারিয়ার শেষ হয়ে গেছে ২০২০ সালে। সে বছর থেকেই ডার্বি কাউন্টির কোচের দায়িত্বে আছেন এই ইংলিশ স্ট্রাইকার।

দলের শৃঙ্খলা রক্ষায় হার্ডলাইনে বিএনপি

তারিকুল ইসলাম: দলীয় হাইকমান্ডকে না জানিয়ে ২০১৯ সালে কথিত এই 'তৃতীয় পক্ষের' সঙ্গে সমঝোতা করে সরকারবিরোধী কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়েছিলেন বিএনপির বেশ কয়েকজন নেতা। সম্প্রতি তারা আবারও তৎপর বলে তথ্য রয়েছে দলটির নীতিনির্ধারকদের কাছে। বিশেষ করে দলের নির্দেশ অমান্য করে ভাইস চেয়ারম্যান শওকত মাহমুদের নেতৃত্বে ২৭ মার্চ ঢাকায় 'পেশাজীবী সমাবেশ' এবং নেপালে গোপন বৈঠক হয়। বিষয়টি নিয়ে অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে আবারও নড়চড় শুরু হয়েছে।

এসব বিষয়ে দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষায় হার্ডলাইনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিএনপি। ইতোমধ্যে শওকত মাহমুদের কাছে এ ধরনের কর্মকান্ডের ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছে দলটি। এছাড়া সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহসানুল হক মিলনকে আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদকের পদ থেকে পদাবনতি করে নির্বাহী কমিটির সদস্য করা হয়েছে।

দলের সিদ্ধান্ত অমান্য করে ওই তৎপরতার সঙ্গে জড়িত এমন অন্তত ২০ নেতাকে নজরদারিতে রেখেছেন হাইকমান্ড। দলের শৃঙ্খলা রক্ষায় তাদের বহিষ্কার অথবা পদাবনতি করা হতে পারে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে এসব তথ্য।

বিএনপির একাধিক নীতিনির্ধারক জানান, দীর্ঘদিন থেকে বিএনপির মূল নেতৃত্বকে বাদ দিয়ে দলে এবং জোটে বিভক্তি সৃষ্টির চেষ্টা চলছে। এতে নানা কারণে ক্ষুব্ধ ও হতাশ নেতাদের যুক্ত করার চেষ্টা চলছে। তাদের নানা টোপ দেওয়া হচ্ছে। দল ও জোটের এমন অন্তত ৪০ নেতার সঙ্গে বিভিন্ন সময় নেপাল ও ব্যাংককে বৈঠক হয় এই মহলের সঙ্গে।

২০১৯ সাল থেকে ওই তৎপরতা শুরু হয়। সর্বশেষ গত মাসেও দেশের বাইরে এমন বৈঠক হয়। ওই বৈঠকে বিএনপি ও এর অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনেরও অন্তত ১৪ নেতা উপস্থিত ছিলেন বলে জানা গেছে।

এ প্রসঙ্গে দলের ভাইস চেয়ারম্যান শওকত মাহমুদ বৃহস্পতিবার (৭ এপ্রিল) বলেন, দলের পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা তলব করে আমাকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। ৫ দিনের মধ্যে জবাব দিতে বলা হয়। আমি যেহেতু দল করি তাই বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যেই চিঠির লিখিত জবাব দেব। এ বিষয়ে অন্য কোনো নেতা মন্তব্য করতে রাজি হননি। তবে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেন, একটা রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী কখনই দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করতে পারে না। দলের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করলে সাংগঠনিক কী কী পদক্ষেপ নেয়া যায়, সে বিষয়ে গঠনতন্ত্রে সুস্পষ্টভাবে বলা আছে।

নীতিনির্ধারকরা জানান, নজরদারিতে থাকা নেতাদের বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ, বিএনপির ভেতরে থেকে দলের ক্ষতির চেষ্টা করছেন তারা। বিশেষ একটি গোষ্ঠীর পক্ষ হয়ে তারা 'সরকার পতন'র পাশাপাশি দলের চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া এবং ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে 'মাইনাস' করে বিএনপির নিয়ন্ত্রণ নেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন।



বিশেষ করে এ প্রক্রিয়ায় যুক্ত নেতারা বিভিন্ন ব্যানারে সম্প্রতি জাতীয় প্রেস ক্লাবসহ বিভিন্ন স্থানে মানববন্ধন, আলোচনা সভা ও গোপন বৈঠকসহ বেশ কিছু কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছেন। তাদের ব্যাপারে খোঁজ নেয়া হচ্ছে। তাদের ধারণা, ১/১১-এর সময়ে যেসব নেতা দলের মূল নেতৃত্বের বিরুদ্ধে গিয়ে সংস্কার প্রস্তাব এনেছিলেন তাদের বড় একটি অংশ এবং সাবেক ছাত্র নেতাদের একটি অংশ এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত।

সূত্র জানায়, বিএনপির পাঁচজন ভাইস চেয়ারম্যান, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা চারজন, সাবেক প্রতিমন্ত্রী, এক শিক্ষক নেতা, একজন আইনজীবী নেতা, সংরক্ষিত আসনের সাবেক একজন এমপি, ঢাকা মহানগরের তরুণ দুই নেতাসহ ২০ নেতার কর্মকান্ডের ওপর নজর রাখছে হাইকমান্ড। এরমধ্যে একজন গত এক বছরে অন্তত ৩০টি জেলা সফর করেছেন।

দলটির একজন নীতিনির্ধারক জানান, তাদের কাছে তথ্য রয়েছে, বিএনপির সাংগঠনিক শক্তি যাচাই ও নিষ্ক্রিয় নেতাদের তালিকা তৈরির এজেন্ডা নিয়ে ওই তরুণ নেতা জেলাগুলো সফর করেন। এ নিয়ে তরুণ নেতাকে বিএনপির এক সিনিয়র নেতা কয়েকবার ডেকে ওই প্রক্রিয়া থেকে বের হওয়ার জন্য সতর্ক করেছেন। কিন্তু তিনি কথা শুনেননি।

সর্বশেষ 'দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধ, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মুক্তির' দাবিতে ২৭ মার্চ বিকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এক সমাবেশ হয়। 'পেশাজীবী সমাজ'র ব্যানারে এই সমাবেশ থেকে সরকার পতনের ডাক দেন আয়োজক শওকত মাহমুদ।

রাজনীতিবিদরা যদি ব্যর্থ হন, তাহলে পেশাজীবীরা গণঅভ্যুত্থানের দায়িত্ব নেবেন বলে বক্তব্য দেন তিনি। শিগগিরই পরবর্তী কর্মসূচির ঘোষণা দেবেন জানিয়ে নেতাকর্মীদের প্রস্তুত থাকারও আহ্বান জানান।

বিএনপির নেতারা বলছেন, পেশাজীবী সমাজের ব্যানারে ওই সমাবেশের সঙ্গে বিএনপির কোনো সম্পৃক্ততা ছিল না। বরং দলের নীতিনির্ধারকদের অজান্তে এ ধরনের কর্মসূচির আয়োজন এবং সরকার পতনের ডাক দেওয়া নিয়ে শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যে সন্দেহ তৈরি হয়। বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে তথ্য আছে, দলকে বাইরে রেখে 'ক্ষমতার পটপরিবর্তন' হতে পারে কোনো কোনো মহলের এমন আশ্বাসে দলের অনেকে নানামুখী তৎপরতায় যুক্ত। সরকার পতনের ডাক দিয়ে হঠাৎ রাস্তায় জমায়েত-এমন তৎপরতারই অংশ বলে সন্দেহ করছেন বিএনপির শীর্ষ নেতারা।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেন, বিএনপি রাজপথে একটি বৃহত্তর ঐক্য গড়ার চেষ্টা করছে। আমরা মনে করি, হঠাৎ রাস্তায় সরকার পতনের ডাক দিয়ে এ ধরনের তৎপরতা ঐক্য প্রক্রিয়াকে বিভক্ত ও বিনষ্ট করার একটি চক্রান্ত।

সূত্র জানায়, এর আগে দলীয় নির্দেশনা অমান্য করে ২০১৯ ও ২০২০ সালের ডিসেম্বরেও ঢাকায় এ ধরনের দুটি বড় জমায়েত করে রাস্তায় নেমেছিল জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দল ও পেশাজীবী পরিষদ। যার জের ধরে 'দলীয় শৃঙ্খলাবিরোধী কর্মকাণ্ড'র অভিযোগ এনে ভাইস চেয়ারম্যান মেজর (অব.) হাফিজউদ্দিন আহমদ ও শওকত মাহমুদকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়। অবশ্য ২৭ মার্চের সমাবেশে হাফিজউদ্দিন আহমদ ছিলেন না। বিএনপির গুরুত্বপূর্ণ কোনো নেতাকেও দেখা যায়নি। তবে লে. জেনারেল (অব.) চৌধুরী হাসান সারওয়ার্দীর অংশগ্রহণ অনেকের দৃষ্টি কেড়েছে।

২০ দলীয় জোটের শরিক দলের একজন শীর্ষ নেতা জানান, তৃতীয় পক্ষের এমন তৎপরতার পেছনে রয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রে থাকা মাসুদ করিম নামের এক ব্যক্তি। যিনি বেশ কয়েকবার বাংলাদেশে এসেছেন। এছাড়া বেশিরভাগ সময় লন্ডনে থাকেন। তিনি বিএনপি, ২০ দলীয় জোট, জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট এবং বাংলাদেশ গণঅধিকার পরিষদ, হেফাজতে ইসলামসহ কয়েকটি দলের নেতাদের নিয়ে মাঝেমধ্যেই ব্যাংকক ও নেপালের কাঠমান্ডুতে বৈঠক করেন।

সম্প্রতি নেপালেও এক বৈঠকে অংশ নেন বিএনপি, ২০ দলসহ আরও কয়েকটি দলের অন্তত ৪০ জন নেতা। ব্যাংকক ও কাঠমান্ডুর বৈঠকে মাসুদ করিমের সঙ্গে পশ্চিমা একটি দেশের গোয়েন্দা সংস্থার একাধিক সদস্যও ছিলেন বলে সূত্র জানায়।

এ বিষয়ে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, আমরা নির্বাচন চাই নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে। সেই নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন করার পর যারা আন্দোলন করেছে, তাদের নিয়ে একটা জাতীয় সরকার গঠন করতে চাই।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডা: কাজী জাফরি সাত্তার
ডা: এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
NYS Licensed Driving School
• Free Pick Up & Drop off
• 5, 10, 15 Lesson Packages
• 5 Hours Class & Certificate
• Car for Road Test
• Early Road Test Appointments (Any day)
• Special for Nervous Students!
SMART DEAL / PACKAGE !
Women Instructor Available
30 Lessons + 3 Road Tests + 5Hrs Certificate
6 HOURS DDC CLASS 35%
SAVE 10% FOR ALL CARS & TLC ALL INSURANCES !
SAVE 4 POINTS ON YOUR LICENSE!
BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
37-22 73rd St. 2nd Fl. (Room # 2A)
Jackson Heights, NY 11372
Email: MIBossNY21@gmail.com

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

সিলেটে যা ঘটেছে কামরানের বাসায়

ঢাকা ডেস্ক: সিলেটের সাবেক মেয়র বদরউদ্দিন আহমদ কামরানের বাসায় হামলা নিয়ে সিলেটে চলছে উত্তেজনা। ৬ এপ্রিল বুধবার রাত। তারাবিহ'র নামাজ চলছিল ছড়ারপাড়, মাছিমপুরের মসজিদে। এ সময় শুরু হয় সংঘর্ষ। এতে হামলা হয় সিলেটের সাবেক মেয়রের বাসা। ইটপাটকেল ছুড়ে ভাঙচুর করা হয় বাসা। গুলির শব্দও শোনা যায়। তখন বাসায় ছিলেন আসমা কামরান। তিনি নামাজ পড়ছিলেন। হঠাৎ হামলায় তটস্থ হয়ে যান তিনি। বড় ছেলে ডা. আরমান আহমদ শিপলু ছিলেন নামাজে। হামলার পর কামরানের বাসায় ছুটে গেছেন সবাই। গতকাল ভোররাত পর্যন্ত সিলেটের রাজনীতিবিদ সহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ ছুটে যান। রাত ১০টার দিকে খবরটি ছড়ায় সিলেটে। তখনো এলাকায় উত্তেজনা। নগরের মাছিমপুর ও ছড়ারপাড়ের অবস্থান পাশাপাশি। কামরানেরই এলাকা। দুই পাড়ার শত্রুতারও কমতি নেই। প্রায়ই হয় সংঘর্ষ। জীবদ্দশায় কামরান দুই পাড়ার অনেক ঘটনা নিজেই সমাধান করে দিয়েছেন। দুই মহল্লার অভিভাবক হওয়ার কারণে তেমন বড় ধরনের কোনো ঘটনা ঘটেনি। কামরানকে মানতেন সবাই। কিন্তু কামরানের মৃত্যুর পর ফের ওই পাড়ার মানুষের মধ্যে তিক্ততা বাড়ছে।

কামরানপুত্র সিলেট মহানগর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. আরমান আহমদ শিপলু পিতার মতো দুই এলাকার মানুষকে সঙ্গে নিয়ে চলছেন। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, গত কয়েক মাস ধরে নানা বিষয় নিয়ে ছড়ারপাড় ও মাছিমপুরের মানুষের মধ্যে তিক্ততা বেড়েছে। আর সেই তিক্ততার বিস্ফোরণ ঘটেছে বুধবার। মোটরসাইকেল চালানোকে কেন্দ্র করে সোমবার ছড়ারপাড় ও মাছিমপুরের দুই তরুণের মধ্যে কথাকাটাকাটি এরপর হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। বিষয়টি জানাজানির পর দুই সিটি কাউন্সিলর আব্দুল মুমিন ও মোস্তাক আহমদ বিষয়টি সমাধানের উদ্যোগ নেন। মঙ্গলবার উভয়পক্ষকে নিয়ে বসে তারা বিষয়টির সমাধানও করে দেন। এরপরও ভেতরে ভেতরে ক্ষোভ বিরাজ করছিল। এ ঘটনার জের ধরে বুধবার রাতে সাবেক মেয়র কামরানের বাসার পাশের ব্রিজের উপর ছড়ারপাড় ও মাছিমপুরের যুবকরা সংঘর্ষে জড়ায়। সংঘর্ষকালে উভয়পক্ষ ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। কয়েকটি গুলির শব্দও শোনা যায়। সংঘর্ষের সময় একপক্ষ কামরানের বাসার সামনে অবস্থান নিলে ওই বাসাকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করা হয়। এতে কামরান সহ তার ভাইদের বাসার গাস, গাড়ি, জানালা ভাঙচুর করা হয়। হামলার সময় বাসার লোকজনের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দেয়। ওই সময় বাসার ভেতরে থাকা মহিলা ও শিশুরা চিৎকার করতে থাকেন। এদিকে সংঘর্ষের ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে ফাঁকা গুলি ও লাঠিচার্জ চালিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে। এদিকে সংঘর্ষের সময় স্থানীয় মসজিদে তারাবিহ'র নামাজে ছিলেন কামরানের বড় পুত্র ডা. আরমান আহমদ শিপলু সহ অন্যরা। সংঘর্ষের খবর পেয়ে স্থানীয় মুসল্লিরাও আসেন। ঘটনার পর কামরানের বাসায় হামলার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। কারণ- জীবদ্দশায় কামরান এলাকার মানুষের জন্য অনেক কিছু করে গেছেন। দুই মহল্লার মানুষকে নিয়ে মিলেমিশে চলেছেন। এখন তার বাসায় এক পক্ষের হামলার ঘটনা কেউ মেনে নিতে পারেননি। সংঘর্ষের ঘটনার পরপরই খবর পৌঁছে মেয়র আরিফুল হক চৌধুরীর কাছে। তিনি ছুটে যান কামরানের বাসায়। খবর পেয়ে সেখানে যান সিলেট মহানগর আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদ উদ্দিন আহমদ। এ ছাড়া, স্থানীয় ছড়ারপাড় ও মাছিমপুর এলাকার জনপ্রতিনিধিরা এবং মুরুব্বিয়ানরা আসেন। এ সময় কামরানের ড্রয়িংরুমে বসে তারা কামরানপত্নী আসমা কামরান ও ছেলে ডা. শিপলু সহ অন্যদের সঙ্গে কথা বলেন। মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী বাসায় হামলার ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। সাবেক মেয়রের বাসায় হামলার বিষয়টি কেউ মেনে নিতে পারছেন না বলে জানান তিনি। তবে বিষয়টি নিয়ে তারা শিগগিরই বৈঠকে বসবেন বলে জানান। এ ছাড়া, আসাদউদ্দিন আহমদও ক্ষোভ জানান। এ বিষয়টি খতিয়ে দেখতে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদেরও নির্দেশ দেয়া হয় মেয়রের তরফ থেকে।

ঘটনার পর সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের তরফ থেকে উপ-পুলিশ কমিশনার আজবাহার আলী শেখ সহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে যান। পরিস্থিতি মোকাবিলায় এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। আজবাহার শেখ ঘটনার পর সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গিয়ে রাবার বুলেট ছুটেছে। সংঘর্ষকালে গুলি বর্ষণের ঘটনা তাদের জানা নেই বলে জানান। ঘটনার পর তিনি কামরানপত্নী আসমা কামরান সহ বাসার লোকজনের সঙ্গে কথা বলেন। এদিকে- বাসায় হামলা হলেও এলাকার মানুষের সিদ্ধান্তের উপর মতামত ছেড়ে দিয়েছেন কামরানপুত্র ডা. শিপলু। তিনি এ ব্যাপারে আইনি উদ্যোগ নেননি। বরং দুই এলাকার মানুষের মধ্যে বিবদমান দ্বন্দ্ব মিটমাট করতে মেয়রের সহযোগিতায় সমঝোতার পথেই হাঁটছেন।



গতকাল বিকালে ডা. শিপলু জানিয়েছেন, সমঝোতার মাধ্যমে আমরা ঘটনার শেষ করতে চাই। কারও বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। বরং চাওয়া হচ্ছে দুই এলাকার মানুষ যেন মিলেমিশে থাকেন। এ কারণে এলাকার মানুষের অনুরোধের প্রেক্ষিতে তার পক্ষ থেকে মামলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। এখন পরিস্থিতি শান্ত আছে বলে জানান ডা. শিপলু। এদিকে রাতে কামরানের বাসামুখী ছিল নেতাকর্মীদের স্রোত। আওয়ামী লীগের সাবেক কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এডভোকেট মিসবাহ উদ্দিন সিরাজ, সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ডা. শফিকুর রহমান চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন খান, মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা মাসুক উদ্দিন আহমদ, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক জাকির হোসেন সহ সিনিয়র নেতৃবৃন্দ কামরানের বাসা পরিদর্শন করেছেন।

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস



(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করসপন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজুমি
দক্ষতার সাথে রেজুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিষ্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিষ্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা ॥ শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা

যোগাযোগ করুন ঃ এম এ কাইয়ূম
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩,৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases,
Medical Malpractice
& Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্সট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরী
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC
Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD

KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

SE CI

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F and MD OCFR



খোশ আমদেদ মাহে রামাদ্বান

সবাইকে পবিত্র ঈদ-উল ফিতর-এর

শুভেচ্ছা

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

আবারও ভোট দানে বিরত বাংলাদেশ

জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদে রাশিয়ার সদস্যপদ সাসপেন্ড



বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ ভয়াবহ ও সিস্টেমেটিকভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও নির্যাতনের কারণে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ভোটে সংস্থাটির মানবাধিকার পরিষদ থেকে রাশিয়াকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। জবাবে রাশিয়া জানিয়ে দিয়েছে আগেই এ পরিষদ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পরিষদের দুই তৃতীয়াংশ দেশের সমর্থনে রাশিয়ার পদ সাসপেন্ড করা হয়। পরিষদের ১৯৩ সদস্যের মধ্যে ৯৩টি সদস্য প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছে। ২৪টি দেশ বিপক্ষে ভোট দিয়েছে। ভোট দেয়া থেকে বিরত থাকে ৫৮টি দেশ। এর মধ্যে আছে বাংলাদেশ, ভারত, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা, মেক্সিকো, মিশর, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, জর্ডান, কাতার, কুয়েত, ইরাক, পাকিস্তান, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, কম্বোডিয়া। এর আগেও ইউক্রেনে সামরিক আগ্রাসনের জন্য রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাবে জাতিসংঘে ভোটদানে বিরত ছিল বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান সব বেশ কিছু দেশ। প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে চীন বলেছে, এর ফলে আগুনে ঘি ঢালার মতো অবস্থা সৃষ্টি হবে। শান্তি প্রচেষ্টা বিপর্যস্ত হবে। এ খবর দিয়েছে জাতিসংঘের অনলাইন ইউএননিউজ।

খবরে আরও বলা হয়, প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিয়েছে যেসব দেশ তার মধ্যে আছে রাশিয়া, চীন, কিউবা, উত্তর কোরিয়া, ইরান, সিরিয়া, ভিয়েতনাম প্রভৃতি। ইউক্রেন যুদ্ধ পরিস্থিতি ও রাশিয়ার সেনারা যে আইন লঙ্ঘন করেছে তা নিয়ে বিশেষ জরুরি এই অধিবেশন বসে বৃহস্পতিবার (৭ এপ্রিল)। গত সপ্তাহে ইউক্রেনের বুচা শহর থেকে হতাশাজনক, হৃদয়বিদারক ছবি প্রকাশিত হয়। রাশিয়ার সেনাদের প্রত্যাহার করে নেয়ার পর রাজধানী কিয়েভের পার্শ্ববর্তী এই শহরে রাস্তায় রাস্তায় লাশের সারি দেখা যায়। গণকবরে শত শত লাশ। এসব ছবি, ভিডিও দেখে বিবেকবান মানুষের আত্মা কেঁদেছে। বৃহস্পতিবার জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদ থেকে রাশিয়ার সদস্যপদ সাসপেন্ড করার প্রস্তাবের পূর্বেই ইউক্রেনের রাষ্ট্রদূত সের্গিই কিসলিস্তিয়া সদস্য দেশগুলোর প্রতি এতে সমর্থন দিতে আহবান জানান। তিনি বলেন, ইউক্রেনের বুচা ও ডজন ডজন শহরে, গ্রামে শান্তিপূর্ণ হাজার হাজার অধিবাসীকে হত্যা করেছে রাশিয়ার সেনাবাহিনী। তাদেরকে নির্যাতন করেছে। ধর্ষণ করেছে। অপহরণ করেছে। ডাকাতি করেছে। মানবাধিকারের প্রাথমিক ঘোষণার থেকে এর মধ্য দিয়ে রাশিয়া ফেডারেশন নাটকীয়ভাবে বহুদূরে সরে গেছে। এ জন্য এ ঘটনাটি ব্যতিক্রম। ওদিকে প্রস্তাবটি ভোট দেয়ার আগে রাশিয়ার উপরাষ্ট্রদূত গেন্নাডি কুজমিন সদস্য দেশগুলোকে পশ্চিমাদের আনা এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেয়ার আহবান জানান।

জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদ থেকে কোনো সদস্য রাষ্ট্রকে সাসপেন্ড করার ঘটনা এটাই প্রথম নয়। লিবিয়ার প্রয়াত নেতা মুয়াম্মার গাদ্দাফির শাসনের সময়ে সেখানে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে নিপীড়নের কারণে দেশটির সদস্যপদ ২০১১ সালে বাতিল করা হয়। এর আগে জাতিসংঘে রাশিয়ার বিরুদ্ধে এই প্রস্তাবে ভোট হয় রোয়ান্ডায় ১৯৯৪ সালের গণহত্যার বার্ষিকীতে। রোয়ান্ডার অন্ধকারময় ইতিহাসের সঙ্গে ইউক্রেনের পরিস্থিতিকে মিলিয়ে দেখান দেশটির রাষ্ট্রদূত। ওদিকে মঙ্গলবার ইউক্রেনের বুচা শহরে বেসামরিক নাগরিক হত্যার রিপোর্টে গভীর হতাশা প্রকাশ করে এর নিন্দা জানায় নয়া দিল্লি। এ ঘটনায় নিরপেক্ষ তদন্তে তাদের সমর্থনও প্রকাশ করে। জোর দিয়ে বলা হয়, নিরাপরাধ মানুষের জীবন যখন বিপন্ন তখন কূটনীতিকে অবশ্যই জয়ী হতে হবে। এটাই একমাত্র নির্ভরযোগ্য উপায়।

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে মঙ্গলবার প্রথমবার ভাষণ দেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি। এই মিটিংয়েই জাতিসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত টিএস তিরুমূর্তি বলেন, সর্বশেষ যখন এ ইস্যুতে পরিষদ আলোচনা করেছে তারপর থেকে ইউক্রেন পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য কোনো উন্নতি দেখা যাচ্ছে না। সেখানে নিরাপত্তা পরিস্থিতির শুধুই অবতি হয়েছে। একই সঙ্গে মানবিক বিপর্যয়ও হয়েছে। অ্যান্টিগুয়া ও বারবুডা, কানাডা, কলম্বিয়া, কোস্টারিকা, জর্জিয়া, জাপান, লাইবেরিয়া, মলদোভা, ইউক্রেন, বৃটেন, যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ২৭ জাতির পক্ষে হেড অব ডেলিগেশনের আহবাবানে বৃস্পতিবার সাধারণ পরিষদের জরুরি বিশেষ অধিবেশন বসে।

উল্লেখ্য, জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদ গড়ে ওঠে ৪৭ টি সদস্যকে নিয়ে।

এর মূল অফিস জেনেভাতে। ২০২১ সালের জানুয়ারিতে এই পরিষদে যোগ দেন রাশিয়া। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ তিন বছর মেয়াদে যে ১৫টি দেশকে নির্বাচিত করে, তার মধ্যে রাশিয়া অন্যতম। ২০০৬ সালের এক রেজ্যুলুশনের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই পরিষদ। ভয়াবহভাবে মানবাধিকারের অভিযোগে যদি কোনো সদস্য অভিযুক্ত হয়, তাহলে তার সদস্যপদ সাসপেন্ড করতে পারে সাধারণ পরিষদ। ওদিকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর দেশটির স্থায়ী উপ প্রতিনিধি কুজমিন আকস্মিকভাবে বলেন যে, রাশিয়া এরই মধ্যে ওইদিনই এই পরিষদ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তার মেয়াদ শেষের আগেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনি অভিযোগ করেন কিছু রাষ্ট্রের সমন্বয়ে গড়ে উঠা একটি গ্রুপের মনোপলিতে পরিণত হয়েছে এই পরিষদ। এটাকে তারা তাদের স্বল্প মেয়াদী লক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করছে।

অন্যদিকে প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেচীন। দেশটির রাষ্ট্রদূত ঝাং জুন আশঙ্কা করেছেন, সাধারণ পরিষদ তড়িঘড়ি করে এমন পদক্ষেপ নেয়ায় আগুনে ঘি ঢালার মতো হতে পারে। এর ফলে বিভক্তি বাড়বে, সংঘাত বৃদ্ধি পাবে এবং শান্তি প্রচেষ্টা বিপন্ন হবে।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মূল্যহ্রাস

রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)

প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেওলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb

বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ
বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল

লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাকেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইড কাটকিস, স্যালমন, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্নেপার, হ্যালিবুট, ফ্রেশ, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

রেগুলার বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিল বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিল পারবয়েলড রাইস	$ 9.99
ছোলার বাসমতি রাইস	$ 18.99
সাধারণ বাসমতি রাইস	$ 13.99
মুগকলাই বাসমতি রাইস	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp
Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Directions: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

সুলভে সমরাস্ত্র দিতে চায় যুক্তরাষ্ট্র

ওয়াশিংটন-ঢাকা নিরাপত্তা সংলাপ



রাশেদ মেহেদী: বাংলাদেশের কাছে সুলভ মূল্যে সমরাস্ত্র বিক্রির প্রস্তাব দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। প্রয়োজনে এ জন্য ঋণ সহায়তার প্রস্তাবও দিয়েছে বিশ্ব সমরাস্ত্র বাজারের শীর্ষতম দেশটি। জবাবে বৈঠকে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে ইতিবাচক মনোভাব দেখানো হলেও তাৎক্ষণিকভাবে কোনো সিদ্ধান্ত না দিয়ে পরবর্তী সময়ে আরও আলোচনা হতে পারে বলে জানানো হয়েছে।

র‍্যাবের সাবেক ও বর্তমান কয়েকজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারসহ প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা-সংক্রান্ত সহযোগিতার অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট একাধিক কূটনৈতিক সূত্রে এ তথ্য পাওয়া গেছে। সূত্রগুলো জানায়, বৈঠকে প্রশান্ত-ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্ব বাড়ানোর উদ্যোগ 'ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজি'তে (আইপিএস) অংশগ্রহণের জন্যও বিশেষ অর্থনৈতিক প্যাকেজের প্রস্তাব দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এর জবাবেও বাংলাদেশ ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছে এবং আইপিএস যেন কোনো প্রতিপক্ষকে প্রতিহত করার জন্য ব্যবহৃত না হয়, সে বিষয়ে ঢাকার আগের অবস্থান আবারও ব্যক্ত করেছে।

ওয়াশিংটন সময় বুধবার (৬ এপ্রিল) সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা (বাংলাদেশের স্থানীয় সময় গত বুধবার মধ্যরাতে) অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলে নেতৃত্ব দেন পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তাবিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারী বনি জেনকিন্স।

আগে এ বৈঠক পররাষ্ট্র দপ্তরের মহাপরিচালক পর্যায়ে থাকলেও এবারই প্রথম সচিব পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। কূটনৈতিক ও নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা একে বৈঠকের গুরুত্ব বৃদ্ধি বলে মূল্যায়িত করছেন। তারা বলেন, সাশ্রয়ী মূল্যে বাংলাদেশের কাছে যুক্তরাষ্ট্রের সমরাস্ত্র বিক্রির প্রস্তাব ইতিবাচক এবং এটা প্রমাণ করে, ইউক্রেন সংকট পরিস্থিতিতে ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান বিবেচনায় এ অঞ্চলে বাংলাদেশের গুরুত্ব বেড়েছে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে। একই সঙ্গে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিও বিশ্বের প্রভাবশালী দেশগুলোর মনোযোগ আকর্ষণ করছে। বাংলাদেশের পূর্ব অবস্থান ঠিক রেখে আইপিএসের অর্থনৈতিক প্যাকেজের সুযোগ গ্রহণ করা যেতে পারে বলেও তারা মত দিয়েছেন।

আলোচনার সারাংশ: সংশ্লিষ্ট একাধিক কূটনৈতিক সূত্র জানায়, প্রায় সাত ঘণ্টার বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সরাসরিই সুলভ মূল্যে বাংলাদেশে সমরাস্ত্র বিক্রির প্রস্তাব দেওয়া হয়; একই সঙ্গে ঋণ সহায়তারও। বৈঠকের প্রথম দুই ঘণ্টা এ বিষয়েই আলোচনা চলে। বাংলাদেশ ইতিবাচক মনোভাব দেখালেও প্রস্তাবটি এখনও আলোচনার পর্যায়েই থেকে গেছে।

আলোচনার প্রয়োজন সম্পর্কে বৈঠক-সংশ্লিষ্ট কূটনৈতিক সূত্র জানায়, সশস্ত্র বাহিনীকে আধুনিকায়নের লক্ষ্যে গৃহীত 'ফোর্সেস গোল' অনুযায়ী সর্বাধুনিক প্রযুক্তির উন্নত সমরাস্ত্র সংগ্রহে বিভিন্ন উৎসের দিকে মনোযোগ দিচ্ছে বাংলাদেশ। তবে যুক্তরাষ্ট্র থেকে সমরাস্ত্র কিনতে হলে দুটি বিশেষায়িত প্রতিরক্ষা চুক্তি আকসা (অ্যাকুইজিশন অ্যান্ড ক্রস-সার্ভিসিং অ্যাগ্রিমেন্ট) এবং জিসোমিয়া (জেনারেল সিকিউরিটি অব মিলিটারি ইনফরমেশন অ্যাগ্রিমেন্ট) করতে হবে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে সমরাস্ত্র কেনার পূর্বশর্ত হচ্ছে জিসোমিয়া স্বাক্ষর করা। এর আগে গত মাসে ঢাকায় অংশীদারিত্ব সংলাপে জিসোমিয়ার খসড়া হালনাগাদ করা হয়েছে। বুধবার রাতের নিরাপত্তা সংলাপেও জিসোমিয়ার সবশেষ খসড়া নিয়ে কথাবার্তা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ চুক্তির প্রক্রিয়া দ্রুত চূড়ান্ত করার তাগিদ দেওয়া হয়। তবে বাংলাদেশ ঢাকায় আরও আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে বলে জানায়।

সূত্র জানায়, বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশলে বাংলাদেশের সম্পৃক্ত হওয়ার বিষয়ে আলোচনায় বাংলাদেশের জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক প্যাকেজসহ নতুন প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বলা হয়, আইপিএসে অর্থনৈতিক, নিরাপত্তা এবং প্রযুক্তিগত উপাদান রয়েছে। বাংলাদেশ এই উদ্যোগের বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যুক্ত হলে যুক্তরাষ্ট্র খুশি হবে। এর জবাবে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে জানানো হয়, আরও আগে থেকেই বাংলাদেশের অবস্থান হচ্ছে বাংলাদেশ আইপিএসের অর্থনৈতিক উপাদানকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। বিশেষ করে বাংলাদেশ চায়, আইপিএসের মাধ্যমে সমুদ্রপথে অবাধে ও নিরাপদে পণ্যের সরবরাহের বিষয় নিশ্চিত হোক। একই সঙ্গে আইপিএস যেন কোনো পক্ষকে প্রতিহত করার জন্য ব্যবহৃত না হয়, তা নিশ্চিত করা।

সূত্র আরও জানায়, বৈঠকে প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা-সংক্রান্ত আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতার বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। এর মধ্যে রয়েছে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে সহযোগিতা, সন্ত্রাস দমন, যৌথ সামরিক মহড়া এবং সমুদ্র নিরাপত্তাবিষয়ক সহযোগিতা। এর বাইরে র‍্যাবের সাবেক ও বর্তমান কয়েকজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিষয় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। এ বিষয় আলোচনায় বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতা পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমন এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তার স্বার্থে র‍্যাবের অপরিহার্যতার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরে নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি পুনর্বিবেচনার অনুরোধ জানান। একই সঙ্গে তিনি র‍্যাবের কোনো সদস্য অপরাধে যুক্ত হলে তার যথাযথ বিচারের ব্যাপারেও নিশ্চয়তা দেন। পররাষ্ট্র সচিবের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে আর কোনো বক্তব্য আসেনি বলেও সূত্র জানায়।

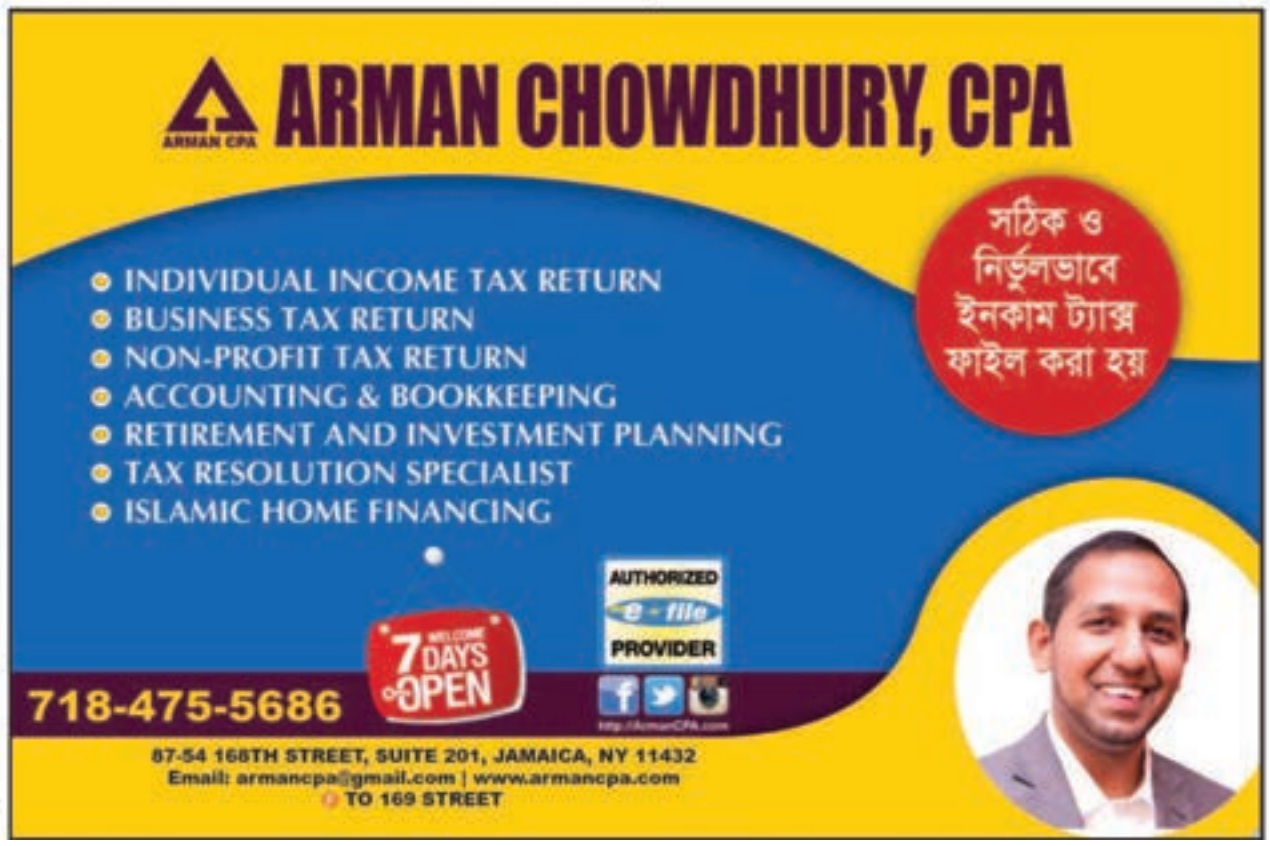
বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য: নিরাপত্তা বিশ্লেষক মেজর জেনারেল (অব.) আবদুর রশিদ বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সুলভ মূল্যে সমরাস্ত্র বিক্রির এই প্রস্তাবটির দুটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক আছে। প্রথমত, এ প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে এ মুহূর্তে দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানের দিক থেকে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের কাছে গুরুত্বপূর্ণ এটা প্রমাণিত হয়েছে। সাম্প্রতিক ইউক্রেন সংকট পরিস্থিতিতে দেখা গেছে, নিরাপত্তা কৌশলের জন্য বিশেষভাবে গঠিত 'কোয়াডে'র অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে একটা ভাগ আছে। কোয়াড তথা চতুর্ভুজ সুরক্ষা সংলাপের দেশ চারটি হচ্ছে- যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও ভারত। আবদুর রশিদ বলেস, ইউক্রেন সংকট প্রশ্নে দেশগুলোকে দু'ভাগে অবস্থান নিতে দেখা গেছে। জাতিসংঘের ভোটাভুটিতে সেটা স্পষ্ট হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের কাছে অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। তারা বাংলাদেশের সঙ্গে আরও নিবিড় প্রতিরক্ষা সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাচ্ছে।

তিনি বলেন, দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের কোনো অবস্থাতেই সমরাস্ত্রের জন্য কোনো দেশের ওপর এককভাবে নির্ভরশীল হওয়া উচিত নয়। যেমন- সমরাস্ত্রের জন্য চীনের ওপর এককভাবে নির্ভরশীল হয়ে গেলে বাংলাদেশের পুরো নিরাপত্তা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে নির্ভরতা তৈরি হয়। এটা অবশ্যই হওয়া উচিত নয়। একাধিক উৎস থেকে সমরাস্ত্র সংগ্রহ করা হলে সেটা নির্ভরতা না বাড়িয়ে বরং বাংলাদেশের নিজস্ব সক্ষমতা অনেক দৃঢ় করবে। এখন পর্যন্ত বিশ্ব সমরাস্ত্রের বাজারে যুক্তরাষ্ট্র এক নম্বরে আছে এবং তাদের অস্ত্রের প্রযুক্তি রাশিয়া কিংবা চীনের চেয়ে অনেক উন্নত। তাদের কাছ থেকে সুলভ মূল্যে অস্ত্র সংগ্রহ করা হলে সেটা অবশ্যই ইতিবাচক হিসেবেই দেখা উচিত। তবে এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার বিষয়টিতে প্রাধান্য দিতে হবে। যুক্তরাষ্ট্র সব সময়ই নিজেদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় জোরালোভাবে তুলে ধরে; কিন্তু অন্য পক্ষের স্বার্থের প্রসঙ্গ এলে তা গ্রহণ কিংবা অগ্রহণ বিষয়ে সুস্পষ্ট অবস্থান জানায় না। যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে সাশ্রয়ী মূল্যে অস্ত্র সংগ্রহের প্রস্তাব ইতিবাচক; কিন্তু একই সঙ্গে বাংলাদেশের স্বার্থ নিশ্চিত করতে হবে।

সাবেক রাষ্ট্রদূত ও কূটনৈতিক বিশ্লেষক হুমায়ুন কবির বলেন, এর আগে সাতটি নিরাপত্তা সংলাপ হয়েছে মহাপরিচালক পর্যায়ে। এবার সেটা সচিব পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। ফলে এ বৈঠকের কূটনৈতিক গুরুত্ব আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। বৈঠকে সাশ্রয়ী দামে সমরাস্ত্র বিক্রির প্রস্তাবটা অবশ্যই বাংলাদেশের জন্য ইতিবাচক। কম দামে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির অস্ত্র পাওয়া বাংলাদেশের জন্য লাভজনক। এখানে চুক্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোতে জোর দিতে হবে। বৈঠকে যে বাংলাদেশ আরও আলোচনার কথা জানিয়েছে, সেটিই সঠিক সিদ্ধান্ত। দ্বিতীয়ত, আইপিএসের ক্ষেত্রে যে অর্থনৈতিক প্যাকেজের প্রস্তাব এসেছে, সেটাও ইতিবাচক। আইপিএস নিয়ে বাংলাদেশ আরও আগে থেকেই এর অর্থনৈতিক উপাদানকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলছে এবং এটি যেন প্রতিপক্ষকে প্রতিহত করার হাতিয়ার না হয়, সে বিষয়টি নিশ্চিত করার কথা বলেছে। বাংলাদেশের এ অবস্থানটিই যৌক্তিক এবং অর্থনৈতিক প্যাকেজের প্রস্তাব বিবেচনার ক্ষেত্রেও এ অবস্থান ধরে রাখতে হবে। এর বাইরে যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে, সেসব বিষয় এর আগে ঢাকায় অংশীদারিত্ব সংলাপে আলোচনা হয়েছে, দুই পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠকেও হয়েছে। ভবিষ্যতে দ্বিপক্ষীয় আলোচনাগুলোতেও প্রসঙ্গগুলো আসবে। একটা বিষয় অবশ্যই মনে রাখতে হবে, বিশ্বের এক নম্বর অর্থনৈতিক শক্তি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নয়ন ও সহযোগিতার ক্ষেত্র বিস্তৃত করা বাংলাদেশকে লাভবান করবে। (দৈনিক সমকাল)







ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ পরিণতির কাছে বিশ্ব



ঢাকা ডেস্ক, ৮ এপ্রিল : বিশ্ববিখ্যাত লেখক, ভাষাবিদ ও দার্শনিক নোয়াম চমস্কি বলেছেন, আমরা যদি আলোচনার মাধ্যমে ইউক্রেন সংকটের সমাধানে সুযোগগুলোকে কাজে না লাগাই, তাহলে শেষ পর্যন্ত পরমাণু যুদ্ধে জড়াতে পারে বিশ্ব। এ বিষয়ে সতর্ক করে তিনি বলেন, পৃথিবী এখন মানব ইতিহাসের সবচেয়ে সেই বিপজ্জনক পরিণতির কাছাকাছি যাচ্ছে। সম্প্রতি জলবায়ু সংকট ও পরমাণু যুদ্ধের হুমকি নিয়ে ব্রিটিশ ম্যাগাজিন দ্য স্টেটসম্যানকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ মন্তব্য করেন তিনি। ৯৩ বছর বয়সী মার্কিন এ অধ্যাপক বলেন, 'পরিবেশ বিপর্যয় থেকে পৃথিবীতে এখন সংগঠিত মানবজীবন ধ্বংসের শঙ্কার মুখোমুখি হচ্ছি আমরা। দূর ভবিষ্যতে নয়, আমরা এখন বাঁকবদলকারী লক্ষ্যের দিকে যাচ্ছি, যা আর এড়ানো সম্ভব নয়। এর মানে এই নয় যে, সবাই এখন মরতে বসেছে। এর অর্থ, এমন আগামী আসছে সেখানে যারা দ্রুত মারা যাবে, তারাই কেবল ভাগ্যবান।

আগে যুদ্ধ, পারমাণবিক হুমকি, সমাজ, দর্শন নিয়ে প্রায় আলোচনা করতেন নোয়াম চমস্কি। ১৯৮৪ সাল থেকে '৯৬ পর্যন্ত সময়ে তার ও সাংবাদিক ডেভিড বার্সামিয়ানের আলোচনা 'ভিন্নমতের উপখ্যান' নামে প্রকাশিত হতো। তবে এবার বললেন অন্যান্য প্রসঙ্গের পাশাপাশি ইউক্রেন নিয়ে। বিষয়টি ব্যতিক্রমও। আজকের এ ইউক্রেনে তার বাবার জন্ম, তার মায়ের জন্মস্থল বেলারুশ। ১৯১৩ সালে জারের সেনাবাহিনীতে বাধ্যতামূলক যোগদান এড়াতে ইউক্রেন ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান এ বুদ্ধিজীবীর বাবা। সেখানে এখন হামলা চালাচ্ছে রুশ বাহিনী। অনেক ইহুদির মতো চমস্কিরও পারিবারিক যোগসূত্র ওই মাটিতে। এ আক্রমণ প্রসঙ্গে নোয়াম চমস্কি বলেন, 'এটি ইউক্রেনের জন্য মারাত্মক। রুশ প্রেসিডেন্ট ভদ্মাদিমির পুতিনের 'অপরাধমূলক আগ্রাসনের' নিন্দা জানান তিনি।

তবে কেন পুতিন এ হামলা চালালেন, তার কারণও ব্যাখ্যা করেছেন। নোয়াম চমস্কির মতে, এ প্রশ্নের দুটি উত্তর হতে পারে। এক. এ বিষয়ে পশ্চিমাদের মনের মধ্যে কী আছে, কী তারা ঘটাতে যাচ্ছে, সেগুলো জানার চেষ্টা করা। দুই. হামলার পর যুক্তরাষ্ট্রের পদক্ষেপ কী হবে, তা জানা। এ বিষয়ে তাদের কৌশলগত জোরালো বক্তব্য জানিয়েছে ওয়াশিংটন। যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনকে সহায়তার জন্য আধুনিক সামরিক অস্ত্র পাঠানোর ঘোষণা দিয়েছে। এ ছাড়া কিয়েভকে ন্যাটোর কৌশলগত কর্মসূচিতেও যুক্ত করার দিকে এগোচ্ছে তারা। যেহেতু আপনি জানেন না, কোনটা ঠিক- তাই আপনি পছন্দ করে বাছাই করতেই পারেন। তিনি বলেন, এখন যদি সেখানে সমঝোতা না হয়, তাহলে বিশ্ব পরমাণু যুদ্ধের দিকে ধাবিত হবে।

পুতিনের প্রধান আশঙ্কা কি ন্যাটোর সম্প্রসারণ নাকি ইউক্রেনে উদারনৈতিক গণতন্ত্র? এ বিষয়ে নোয়াম চমস্কি বলেন, আমাদের মতো পুতিনও গণতন্ত্র নিয়ে উদ্বিগ্ন। কয়েক মিনিটের জন্য যদি প্রপাগান্ডা ছেড়ে বেরিয়ে আসা যায়, তাহলে আমরা যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্র ধ্বংস ও অবদমনের রেকর্ড দেখতে পাব। যেমন ১৯৫৩ সালে ইরানে, ১৯৫৪ সালে গুয়েতেমালায়, ১৯৭৩ সালে চিলিতে...। কিন্তু এখন সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্রের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাপক প্রতিশ্রুতিকে অবশ্যই সম্মান ও প্রশংসা করতে হবে। তিনি বলেন, 'ন্যাটোর সম্প্রসারণ কী? যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ ও তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেমস বেকার তৎকালীন সোভিয়েত নেতা গর্বাচেভকে দ্ব্যর্থহীন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, দুই জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করে ন্যাটো জোটে যোগ দিতে সম্মত হলে, এ জোট পূর্ব ইউরোপে এক ইঞ্চিও এগোবে না। এ দারুণ চুক্তি নিয়ে এখন মিথ্যাচার চলছে।

১৯৯০ সালে এসব বিষয়ে পর্যবেক্ষণ ছিল নোয়াম চমস্কির। তার ভাষ্য, নুরেমবার্গ আইন প্রয়োগ করা হলে যুদ্ধপরবর্তী সব আমেরিকান প্রেসিডেন্টকে ফাঁসিতে ঝুলতে হতো। এদিন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সম্পর্কে বিষণ্ণভাবে কথা বলেছেন তিনি।

তিনি বাইডেনের সাম্প্রতিক বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। ইউক্রেনে হামলা নিয়ে বাইডেন বলেছিলেন, এ আগ্রাসনের পর পুতিন আর প্রেসিডেন্ট থাকতে পারবেন না। চমস্কি বলেন, ইউক্রেনে পুতিনের হামলার বিষয়ে আপনার নৈতিক প্রতিবাদ করা নিশ্চিতভাবে সঠিক। কিন্তু অন্যান্য বর্বরতার সময়ও তার নৈতিক প্রতিবাদ থাকতে হবে।

আফগানিস্তানে লাখ লাখ মানুষ খাদ্য সংকটে। কেন? সেখানে বাজারে খাবার আছে। তবে মানুষের কাছে টাকা না থাকায় তারা কিনতে পারছে না। শিশুরা ক্ষুধার্ত। কেন? এর কারণ যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাজ্যের সমর্থনে যুক্তরাষ্ট্র নিউইয়র্কে ব্যাংকে থাকা রিজার্ভ আটকে দিয়েছে।

নোয়াম চমস্কির বই ও লেখালেখি যারা নিয়মিত পড়েন, তারা জানেন- যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির কপটতা ও দ্বিচারিতার জন্য প্রায় সমালোচনা করেন এই বুদ্ধিজীবী। এদিন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ব্রিটিশ রাজনীতির সমালোচনা করেন নোয়াম চমস্কি। তিনি বলেন, 'ব্রেক্সিট একটি মারাত্মক ভুল সিদ্ধান্ত। এটার মানে ভবিষ্যতে যুক্তরাজ্য আরও বেশি করে যুক্তরাষ্ট্রের অধীন হতে বাধ্য হচ্ছে। এটি একটি দুর্যোগ। যাই হোক চমস্কি ভবিষ্যতের জন্য আশা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, এসব পাগলামি বন্ধে তরুণ প্রজন্মের নিবেদিত প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

করোনার টিকা ৯০ বার

ঢাকা: করোনা ভ্যাকসিনের নির্দিষ্ট ডোজ নিয়েই থেমে থাকেননি তিনি। তারপরও বেশ কয়েকবার স্বেচ্ছায় ভ্যাকসিন নিয়েছেন, তাও প্রায় ৯০ বার। এমন অদ্ভুত ঘটনাটি ঘটেছে জার্মানির ম্যাগডিবার্গ শহরে। অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম জানানো হয়নি পুলিশের তরফে। তবে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মূলত জালিয়াতির উদ্দেশেই এতবার ভ্যাকসিন নিয়েছেন ওই ব্যক্তি। ৯০টি ডোজ নিয়ে ওই ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা কেমন, তা জানানো হয়নি। এরই মধ্যেই ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে অবৈধ ভ্যাকসিন কার্ড তৈরি করা এবং জালিয়াতির অভিযোগে তদন্ত শুরু হয়েছে।

কী ধরনের জালিয়াতি করতেন ওই ব্যক্তি? পুলিশ জানিয়েছে, যারা ভ্যাকসিন নিতে অনিচ্ছুক, তাদের হয়ে ভ্যাকসিন নিতেন অভিযুক্ত ব্যক্তি। অতিমারীর সময়ে আরো বেশ কয়েকটি দেশের মতো জার্মানিতেও কোভিড পাসের ব্যবস্থা ছিল। ভ্যাকসিন কার্ড অর্থাৎ ভ্যাকসিন নেয়ার প্রমাণপত্র দেখালে তবেই পাওয়া যেত অবশ্য প্রয়োজনীয় কোভিড পাস। এই ছাড়পত্র দেখালে তবেই শপিং মল, রেস্তোরাঁ, সিনেমা হল ইত্যাদি জায়গায় প্রবেশাধিকার মিলত। বেশির ভাগ অফিসেও এই কোভিড পাস বাধ্যতামূলক ছিল।

কোভিড পাসের জন্য ভ্যাকসিনের ইউনিক ব্যাচ নম্বর দরকার হয়। সেই কাজেই সাহায্য করত এই অভিযুক্ত ব্যক্তি। সে বিভিন্ন কোম্পানির ভ্যাকসিন নিত, তারপরে সেই ব্যাচ নম্বর পাঠিয়ে দিত অন্য কোনো ব্যক্তিকে। সেই নম্বর ব্যবহার করে কোভিড পাস বানিয়ে নেয়া হতো। এ কাজের বিনিময়ে যথেষ্ট অর্থও দাবি করত অভিযুক্ত ব্যক্তি, এমনটাই জানিয়েছে জার্মান পুলিশ। বেশ কয়েক মাস ধরে এ কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল অভিযুক্ত। শেষমেশ ভ্যাকসিন নিতে গিয়েই ধরা পড়ে সে।

তাড়াতে গিয়ে বিপত্তি

ঢাকাঃ হনুমানের উপদ্রবে অতিষ্ঠ গ্রামবাসী। কিন্তু সেটিকে তাড়াতে গিয়ে বাধল বিপত্তি। মূর্তিমান বিভীষিকার হামলায় প্রাণ হারায় এক যুবক। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়ার এক গ্রামে বাঁদরের আক্রমণে গুরুতর জখম হন ওই যুবক। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। এ দিকে উপদ্রবের খবর পেয়ে এলাকায় যান বন বিভাগের কর্মকর্তারা। গুলি ছুঁড়ে হনুমানটিকে কাবু করার চেষ্টা চালান তারা।

বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটি ব্লকের লালপুর গ্রামে গত কয়েকদিন ধরেই উপদ্রব করছিল হনুমানটি। স্থানীয়দের অভিযোগ, তাদের বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ছিল হনুমানটি। বাড়িতে ভাঙচুর করা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাড়ির মালিকরা তাড়াতে গেলে পাল্টা তেড়ে আসত। এমনকি তার মারে জখম হচ্ছিল বাসিন্দারা।

গতকালও ঘটে একই ঘটনা। হনুমানটিকে তাড়াতে গেলে কানাইলাল কুণ্ডু নামে এক যুবকের ওপর চড়াও হয় সেটি। যুবককে চড়-থাপ্পর, কিল-ঘুষি মারতে শুরু করে হনুমানটি। তার মারে গুরুতর জখম হন কানাইলাল। স্থানীয়রা সাথে সাথে তাকে উদ্ধার করে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। সেখানে তার মৃত্যু হয়।

হেলথ টিপস : তরল খাবারে ভালো থাকে হৃদযন্ত্র

ঢাকা: শরীরে তরলের পরিমাণ পর্যাপ্ত থাকাটা খুবই জরুরি। বিভিন্ন শরীরবৃত্তীয় কাজের ক্ষেত্রে এটি সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এ কথা আগে থেকেই জানা ছিল। কিন্তু এবার বিজ্ঞানীরা বলছেন, শরীরে তরলের পরিমাণের সাথে যোগ রয়েছে হৃদযন্ত্রেরও। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথের এক দল গবেষক সম্প্রতি এ তথ্য জানিয়েছেন। তাদের গবেষণালব্ধ ফলাফল ইউরোপিয়ান হার্ট জার্নালে প্রকাশ হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, নিয়মিতভাবে পর্যাপ্ত পরিমাণে তরল গ্রহণ শুধু শরীরবৃত্তীয় নানা কাজের জন্যই নয়, এটি ভবিষ্যতে হৃদযন্ত্রের বড় ধরনের সঙ্কটের ঝুঁকিও কমায়। অনলাইনভিত্তিক গবেষণা পত্রিকা সায়েন্সডেইলির প্রতিবেদনে বলা হয়, বিশ্বের বহু মানুষ হৃদযন্ত্রের সমস্যায় ভোগে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে হার্ট ফেইলর। শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই ৬২ লাখ লোক এ সংকটে ভুগছে, যা দেশটির মোট জনসংখ্যার ২ শতাংশের কিছু বেশি।

কথা হলো হার্ট ফেইলর বলতে আদতে কী বোঝায়? এমনিতে 'হার্ট ফেইলে' মারা গেছে বলে নানা সময় শোনা যায়। এটি খুবই প্রচলিত। কিন্তু এর অর্থ কী? হার্ট ফেইলর হওয়া মানেই কি মৃত্যু? না, মৃত্যু এ সঙ্কটের চূড়ান্ত ধাপ। সাধারণত হৃদযন্ত্র যখন শরীরে পর্যাপ্ত রক্তসঞ্চালনের ক্ষমতা হারায়, তখনই তাকে 'হৃদয়ের ব্যর্থতা' বা হার্ট ফেইলর হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়। এরই চূড়ান্ত পর্যায়ে অপেক্ষা করে মৃত্যু।

গবেষক দলটির নেতৃত্ব দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল হার্ট, লাং অ্যান্ড ব্লাড ইনস্টিটিউটের (এনএইচএলবিআই) ল্যাবরেটরি অব কার্ডিওভাসকুলার রিজেনারেটিভ মেডিসিনের গবেষক নাতালিয়া দিমিত্রিয়েভা। তার মতে, হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে লবণ খাওয়ার পরিমাণ কমানোর পরামর্শ দেয়া হয়। ঠিক একই রকমের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শরীরে পর্যাপ্ত তরলের উপস্থিতি নিশ্চিত করা। এ জন্য নিয়মিত পর্যাপ্ত পানি পান জরুরি। দিমিত্রিয়েভা ও তার দল ১৯৮৭ থেকে ১৯৮৯ সাল সময়ে হৃদরোগসংক্রান্ত গবেষণায় অংশ নেয়া ৪৫ থেকে ৬৬ বছর বয়সী ১৫ হাজার ব্যক্তির তথ্য সন্নিবেশিত করা হয়। এতে দেখা যায়, শরীরে তরলের পরিমাণ কমে গেলে হৃদপেশি শক্ত হয়ে যেতে পারে। আর তেমনটি হলে রক্ত পাম্প করায় হৃদযন্ত্রের সক্ষমতা কমতে থাকে। অর্থাৎ হার্ট ফেইলরের ঝুঁকি বাড়তে থাকে।

গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ডায়াবেটিস, স্থূলতা বা হার্ট ফেইলরের কোনো লক্ষণ ছিল না। গবেষকরা অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের তরল গ্রহণের প্রবণতার সাথে তাদের শারীরিক এসব বিষয়ের সংযোগের বিষয়টি বিশ্লেষণ করেন। গবেষণার চূড়ান্ত পর্যায়ে অংশ নেন ১১ হাজার ৮১৪ জন। এর মধ্যে এক হাজার ৩৬৬ জনের মধ্যে হার্ট ফেইলরের প্রবণতা তৈরি হয় পরে। উল্লিখিত এসব ব্যক্তিকে তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, তারা পর্যাপ্ত তরল গ্রহণ করতেন না।



রেকর্ড রেমিট্যান্স গেলো যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে

(প্রথম পাতার পর)

৮৮ লাখ (৩০৮.৮২ মিলিয়ন) ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন। দেশটি থেকে একক মাসে অতীতে এতো পরিমাণ রেমিট্যান্স আসেনি। বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রানীতি বিভাগের হালনাগাদ প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা যায়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য মতে, মার্চ মাসে রেমিট্যান্স আহরণে শীর্ষে থাকা সৌদি আরব থেকে এসেছে ৩৭ কোটি ৭৫ লাখ ডলার। দ্বিতীয়তে থাকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রবাসী আয় হয়েছে ৩০ কোটি ৮৮ লাখ ডলার। যুক্তরাজ্যের থেকে এসেছে ২১ কোটি ৪১ লাখ ডলার। আরব আমিরাত থেকে পাঠিয়েছে ১৮ কোট ৪১ লাখ ডলার।

এছাড়া মার্চে কুয়েত থেকে এসেছে ১৪ কোটি ৪৪ লাখ ডলার, কাতার ১১ কোটি ৯৫ লাখ, ইতালি ৮ কোটি ৫৪ লাখ, মালয়েশিয়ার থাকা বাংলাদেশি প্রবাসীরা পাঠিয়েছেন ৮ কোটি ১৪ লাখ, ওমান থেকে পাঠিয়েছেন ৭ কোটি ৪৩ লাখ এবং বাহরাইন থেকে রেমিট্যান্স এসেছে ৫ কোটি ৭৫ লাখ ডলার।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদন থেকে আরও জানা যায়, মার্চ মাসে প্রবাসীরা ১৮৬ কোটি ডলার রেমিট্যান্স দেশে পাঠিয়েছেন। যা আগের মাসের চেয়ে ২৪ শতাংশ বা ৩৬ কোটি ৫৫ লাখ ডলার বেশি। গত ফেব্রুয়ারীতে রেমিট্যান্স এসেছিল ১৪৯ কোটি ডলার। তবে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারীর তুলনায় মার্চে রেমিট্যান্স বাড়লেও গত বছরের একই সময়ের সঙ্গে তুলনা করলে তা কমেছে। মার্চ মাসে ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রবাসী বাংলাদেশিরা দেশে ১৮৫ কোটি ৯৯ লাখ (১.৮৬ বিলিয়ন) ইউএস ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন। প্রবাসী আয়ের এ অংক আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে ৫ কোটি ১০ লাখ ডলার বা প্রায় ৩ শতাংশ কম। গত বছরের মার্চে রেমিট্যান্স এসেছিল ১৯১ কোটি ৯ লাখ ডলার।

চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে ৯ মাসে (জুলাই-মার্চে) দেশে রেমিট্যান্স এসেছে এক হাজার ৫২৯ কোটি ৮৫ লাখ ডলার (প্রতি ডলার ৮৬ টাকা ২০ পয়সা ধরে বাংলাদেশি মুদ্রায় যার পরিমাণ এক লাখ ৩১ হাজার ৮৭৩ কোটি টাকা)। এ অংক আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৩৩০ কোটি বা প্রায় ১৮ শতাংশ কম। ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রথম ৯ মাসে রেমিট্যান্স এসেছিল এক হাজার ৮৫৯ কোটি ৮২ লাখ ডলার।

গত ২০২০-২১ অর্থবছরের পুরো সময়ে রেমিট্যান্সের উল্লম্ফন ছিল। ওই অর্থবছরে অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে ২ হাজার ৪৭৮ কোটি ডলার রেমিট্যান্স পাঠান প্রবাসীরা, যা তার আগের অর্থবছরের চেয়ে ৩৬ দশমিক ১০ শতাংশ বেশি। গত অর্থবছরের ১২ মাসের মধ্যে সাত মাসেই ২০০ কোটি ডলারের বেশি রেমিট্যান্স এসেছে দেশে।

৬০ বছরের ইতিহাস ভেঙে বিশ্ববাজারে

(প্রথম পাতার পর)

৬০ বছর ধরে 'খাদ্য মূল্য সূচক' নামে একটি তালিকা প্রকাশ করে আসছে জাতিসংঘ। জাতিসংঘের গত মার্চ মাসের এই সূচকে খাদ্যশস্য, উদ্ভিজ্জ তেল এবং চিনির মতো মৌলিক জিনিসগুলোর ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধির হার প্রকাশ করা হয়েছে। এতে দেখা গেছে, ৬০ বছর আগে রেকর্ড শুরু হওয়ার পর থেকে গত মার্চ মাসে খাদ্যপণ্যের দাম এক লাফে সর্বোচ্চ প্রায় ১৩ শতাংশ বেড়েছে। এর আগের মাস ফেব্রুয়ারিতেও রেকর্ড মূল্যবৃদ্ধি হয়েছিল।

সূচক অনুযায়ী, উদ্ভিজ্জ তেলের দাম ২৩ শতাংশ বেড়েছে। সিরিয়াল খাদ্যশস্যের (গম-ভুট্টা) দাম বেড়েছে ১৭ শতাংশ। চিনির দাম বেড়েছে ৭ শতাংশ, মাংসের বেড়েছে ৫ শতাংশ। যুদ্ধের প্রভাব সবচেয়ে কম পড়েছে দুধের উপর, এর দাম বেড়েছে ৩ শতাংশ। এদিকে, যুক্তরাজ্যের শিল্প বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে দিয়েছেন যে, এই বছর খাদ্যপণ্যের দাম সর্বোচ্চ ১৫ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে পারে। সূচক অনুসারে, বৈশ্বিক ফসল সংক্রান্ত সমস্যাগুলোর কারণে ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর আগেই খাদ্যপণ্যের দাম ১০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ ছিল। এর মধ্যেই এই যুদ্ধ জীবন-যাত্রার ব্যয়-সংকটকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে, যা বিশ্বজুড়ে রাজনীতিবিদদের উদ্বিগ্ন করে তুলছে এবং সারাবিশ্বে সামাজিক অস্থিরতার সতর্কবার্তা দিচ্ছে।

উল্লেখ্য, বিশ্বের শীর্ষ সূর্যমুখী তেলের রফতানিকারক দেশ ইউক্রেন। এছাড়া ভুট্টা ও গমের মতো খাদ্যশস্যেরও অন্যতম বৃহত্তম উৎপাদক দেশ এটি।

ধাক্কা খেয়ে পেলেন কোটি ডলার

(প্রথম পাতার পর)

ধাক্কায় ভাগ্য খোলে–এটা নতুনই বলা যেতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় এমন ঘটনাই ঘটেছে। তবে এর সঙ্গে লটারি এবং ধাক্কা–দুটোরই সম্পর্ক আছে।

বিষয়টা একটু খোলাসা করা যাক। যুক্তরাজ্যের গণমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান-এর খবরে বলা হয়েছে, ক্যালিফোর্নিয়ার লাকুয়েদ্রা অ্যাডওয়ার্ডস নামের এক নারী ভনস সুপারমার্কেটে গিয়েছিলেন লটারির টিকিট কেনার জন্য। তাঁর ইচ্ছা ছিল ৪০ ডলারের একটি টিকিট কেনার। ক্যালিফোর্নিয়ার টারজানা শহরের ওই সুপারমার্কেটের ভেন্ডিং মেশিন থেকে লটারির টিকিট কেনা যায়। এই টিকিট কেনার জন্য ৪০ ডলার ওই মেশিনে প্রবেশ করিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু যখন তিনি ওই মেশিন থেকে টিকিট বের করতে বোতাম চাপতে যাবেন, ঠিক সেই সময় এক ব্যক্তি তাঁকে ধাক্কা দেন। আর এতে ভুল করে ৩০ ডলারের টিকিটের বোতামে চাপ পড়ে যায়। অর্থাৎ ৪০ ডলার টিকিটের বদলে তিনি পান ৩০ ডলারের একটি টিকিট।

যুক্তরাষ্ট্রের লটারির টিকিট কেনার ভেন্ডিং মেশিন থেকে অর্থ ফেরত পাওয়া যায় না। এতে ৩০ ডলার লটারির টিকিট নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় লাকুয়েদ্রাকে। তিনি বলেন, 'ওই ব্যক্তি আমাকে ধাক্কা দিয়ে চলে যায়। এমনকি ধাক্কা দেওয়ার পরও তিনি কিছু বলেননি।'

এখানে বলে নেওয়া ভালো, ভেন্ডিং মেশিন থেকে যে টিকিটগুলো পাওয়া যায়, সেই টিকিটগুলোয় সব নম্বরই গোপন থাকে। টিকিটেই বিজয়ীর নম্বরও থাকে। এই নম্বর স্ক্র্যাচ করে বের করতে হয়।

লাকুয়েদ্রা জানান, তিনি গাড়ি চালানোর সময়ই টিকিট স্ক্র্যাচ করেন এবং পেয়ে যান কাঙ্ক্ষিত পুরস্কার। এই পুরস্কার পেয়ে গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়তে যাচ্ছিলেন তিনি। কারণ, তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে তিনি পুরস্কার জিতেছেন। লাকুয়েদ্রা বলেন, 'আমি এখনো ঘোরের মধ্যে আছি।' তিনি বলেন, 'আমি ধনী!' সত্যিকার অর্থেই লাকুয়েদ্রা এখন ধনী। কারণ, এই টিকিট থেকে তিনি জিতেছেন এক কোটি মার্কিন ডলার। এই অর্থ দিয়ে একটি বাড়ি কিনবেন তিনি। আর অর্থের একটি অংশ দিয়ে অলাভজনক সংগঠন খুলবেন। এ ছাড়া ৫০ হাজার ডলার দেবেন সেই ভনস সুপারমার্কেটকে। কারণ, তাদের ভেন্ডিং মেশিন থেকে টিকিট কেনায় তিনি পুরস্কার জিতেছেন।

ক্যালিফোর্নিয়া লটারি নামের একটি প্রতিষ্ঠানের টিকিট কিনে এই পুরস্কার জিতেছেন লাকুয়েদ্রা।

কানাডায় বিদেশিদের কাছে বাড়ি বিক্রি বন্ধ!

(প্রথম পাতার পর)

কার্যকর হবে না। বিষয়টি দেশটির অর্থমন্ত্রী ক্রিস্টিয়া ফ্রিল্যান্ডের বাজেট পরিকল্পনায় আছে বলে খবর ছেপেছে ব্লুমবার্গ।

খবরে বলা হয়: গত দুই বছরে কানাডায় বাড়ির দাম বেড়েছে ৫০ শতাংশ। ব্যাংক অব কানাডা সুদের হার বাড়ানোর আগে গত ফেব্রুয়ারীতে বিভিন্ন শহরে রেকর্ড সংখ্যক বাড়ি বিক্রি হয়েছে। ফুলেফেঁপে উঠেছে কানাডার হাউজিং মার্কেট। এর পেছনে দায়ী করা হচ্ছে বাইরে থেকে দেশটিতে পাচার হওয়া অবৈধ অর্থকে। কালো টাকাকে সাদা করতে বিভিন্ন দেশের দুর্নীতিবাজদের অন্যতম পছন্দ কানাডায় বাড়ি কেনা। এবার তা থামাতে আগামী দুই বছর বিদেশিদের কাছে বাড়ি বিক্রি বন্ধে নতুন আইন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কানাডা। আশা করা হচ্ছে, এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হলে কমে আসবে কানাডার বাড়ির মূল্য।

এই নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি সামনে আসায় আলোচনায় এসেছেন বাংলাদেশীরাও। বিবিসি বাংলার এক রিপোর্টে জানানো হয়েছে, কানাডার হাউজিং খাতের এই অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির পেছনে এক শ্রেণির বাংলাদেশির অবদান রয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। সে দেশে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী প্রবাসীদের বাইরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলাদেশি নগদ অর্থ দিয়ে বাড়ি কিনেছেন বলে এর আগে সংবাদমাধ্যমে খবর বেরিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করছেন, এসব সম্পত্তির বেশির ভাগই কেনা হয়েছে বাংলাদেশ থেকে পাচার হওয়া অর্থ দিয়ে।

ব্লুমবার্গের খবরে বলা হয়েছে, অর্থমন্ত্রী ক্রিস্টিয়া ফ্রিল্যান্ডের বাজেটে স্থান পাচ্ছে এই নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি। এর মধ্য দিয়ে উন্নত বিশ্বের কোনো দেশের ব্যয়বহুল হাউজিং মার্কেটকে বশে আনতে প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর কঠোর অবস্থান প্রকাশ পেয়েছে। হাউজিংয়ের খরচ ও ব্যয় বৃদ্ধি নিয়ে এরই মধ্যে চাপে রয়েছে তাঁর সরকার। নতুন এই পদক্ষেপ থেকে স্পষ্ট যে ট্রুডো এই রাজনৈতিক চাপকে গুরুত্বের সঙ্গেই নিচ্ছেন।

ব্লুমবার্গ বলছে, কানাডার হাউজিং ব্যয় এত বৃদ্ধির পেছনে দায়ী করা হয় ব্লাইন্ড বিডিংকেও। দেশটিতে একটি পদ্ধতি রয়েছে, যাতে যে কেউ অর্থের পরিমাণ গোপন রেখে নিলামের মাধ্যমে বাড়ি কিনতে পারে। এ কারণে যার কাছে অর্থ রয়েছে সে বাজারের দামের তুলনায় অনেক বেশি দাম দিয়েও বাড়ি কিনছে। তবে এবার এই পদ্ধতি বাতিল চায় কানাডিয়ান রিয়াল স্টেট অ্যাসোসিয়েশন।

বাংলাদেশের আগামী নির্বাচন চার কারণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ

(প্রথম পাতার পর)

তিনি। ২০১৯ সালের মার্চ মাস থেকে ঢাকায় বৃটিশ হাইকমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। ২০১৮-এর সেপ্টেম্বর থেকে ২০১৯-এর জানুয়ারি পর্যন্ত ফরেন এবং কমনওয়েলথ অফিসে ওয়েস্টার্ন বলকান প্রোগ্রামের অতিরিক্ত পরিচালক ছিলেন। দায়িত্ব পালন করেছেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইস্যুতে নীতিনির্ধারণের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। ওয়াশিংটনে বৃটিশ দূতাবাসের প্রেস অফিসার হিসেবেও অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন।

রবার্ট ডিকসনের মতে, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন বাংলাদেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ২০২৬ সালে এলডিসি থেকে মধ্যম আয়ের দেশে বাংলাদেশের উত্তরণ ঘটবে। মধ্যম আয়ের দেশের জন্য বিশ্ব অনেক বেশি প্রতিযোগিতামূলক একটি জায়গা। বাংলাদেশের চমৎকার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ধরে রাখার জন্য অবশ্যই আন্তর্জাতিক বাজার ধরতে হবে। প্রয়োজন হবে বিদেশি বিনিয়োগের। আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগ করার আগে সবচেয়ে বেশি যার ওপর গুরুত্ব দেন তা হচ্ছে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। তারা প্রথমেই খুঁজেন সুশাসন। তাই আমার মনে হয়, বাংলাদেশের অগ্রগতির জন্য প্রথম কাজ হচ্ছে একটা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান করা। এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক সংস্কার যেমন নিশ্চিত হবে এর পাশাপাশি বেসরকারি বিনিয়োগকারী-রাও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি আস্থা পাবে। এ কারণে আগামীর নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের বন্ধু হিসেবে আমরা তাই মনে করি। অত্যন্ত স্মার্ট, দক্ষ এবং আন্তর্জাতিক দূতিয়ালীতে পারদর্শী এই কূটনীতিকের মতে, মানুষ যাতে অবাধে ভোট দিতে পারে, রাজনৈতিক দলগুলো সভা- সমাবেশ করতে পারে এই বিষয়টির ওপর জোর দিতে হবে বেশি। নির্বাচনের আগে মুক্তভাবে বিতর্ক করার সুযোগ থাকতে হবে। মানুষ যাতে অবাধে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে সেটা নিশ্চিত করতে হবে। এই বিষয়টা আগামী নির্বাচনের ক্ষেত্রে খুবই জরুরি। নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দল, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সবাই মিলে এটা নিশ্চিত করতে হবে। সঠিকভাবে ভোট গণনা ও ফল প্রকাশের ওপর জনগণ এবং প্রার্থীদের যেন আস্থা থাকে সেটা নিশ্চিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনকে ভূমিকা রাখতে হবে। ফলাফল যাই হোক না কেন, মানুষকে সেটা মেনে নিতে হবে। এটাই নির্বাচনের রীতি। তাকে প্রশ্ন করেছিলাম বাংলাদেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনে মূল সমস্যাটা কি? জবাবে রবার্ট বলেন, অনেক কিছুই বলা যায়। যেমন ২০১৪ সালের নির্বাচন বিরোধী দল বয়কট করেছিল। ২০১৮-এর নির্বাচনের সময় আমি ছিলাম না। কিন্তু আমি জানি ওই নির্বাচন যেভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে তা নিয়ে কড়া অভিযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে যুক্তরাজ্য কোনো ভূমিকা পালন করবে কিনা? রবার্ট হাসলেন। বললেন, আমরা বাংলাদেশের বন্ধু। বাংলাদেশের জনগণই নির্বাচন করবে। এটা আমাদের কাজ নয়। ভালো নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য বাংলাদেশের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কারিগরি সক্ষমতা রয়েছে। এ নিয়ে আমাদের কোনো প্রেসক্রিপশন দেয়া ঠিক হবে না। তবে ১৯৭১ সাল থেকে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার বন্ধু এবং অংশীদার হিসেবে আমরা মনে করি এখানে গণতন্ত্র অত্যাবশ্যক। আমরা অবশ্যই এই নির্বাচনের ওপর গভীরভাবে নজর রাখবো। ঢাকাস্থ কূটনৈতিক মিশনগুলোর সঙ্গেও এ নিয়ে আলোচনা অব্যাহত থাকবে। ২০০৭ সালে জরুরি অবস্থা থাকা অবস্থায় ঢাকাস্থ বিদেশি কূটনীতিকরা নিয়মিত বৈঠক করতেন। তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন করা। ১৯৯০, ১৯৯৬ এবং ২০০১-এর নির্বাচনে তারা ভূমিকা রেখেছিলেন। কিন্তু বিগত দুটি নির্বাচনে (২০১৪ এবং ২০১৮) কূটনীতিকরা কোনো ভূমিকা রাখেননি। কিন্তু অতি সমপ্রতি শোনা যাচ্ছে, তারা টুয়েসডে গ্রুপের মতো একটি গ্রুপ গঠন করতে চাচ্ছেন। এই সম্পর্কে রবার্ট ডিকসনের জবাব, আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু বলতে পারছি না। তবে আমার মনে হয় এটা স্পষ্ট যে, বিশ্বজুড়েই উদার গণতন্ত্র এবং মূল্যবোধ চ্যালেঞ্জের মুখে। এক্ষেত্রে ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন সবার জন্য 'ওয়েকআপ কল' হিসেবে কাজ করছে। আমরা কি গণতন্ত্রকে বেছে নেব নাকি স্বৈরাচার, কর্তৃত্ববাদকে বেছে নেব? আপনার প্রশ্নের জবাব হচ্ছে, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নির্বাচন একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের কূটনীতিকদের মধ্যে এসব নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।









ইফতার কালচারে মুখরিত কমিউনিটি

(শেষের পাতার পর)

পার্টি/মাহফিল আয়োজনে মুখরিত হয়ে উঠেছে কমিউনিটি। ব্যক্তিগত উদ্যোগ থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক এবং প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগেও ইফতার মাহফিলের আয়োজন চলছে। রমজান শুরু হওয়ার পর থেকেই প্রতিদিনই চলছে ইফতারী পার্টির আয়োজন। উইক ডে ছাড়াও বিশেষ করে উকেন্ডে একাধিক পার্টির আয়োজন হচ্ছে। ফলে হোটেল-রেস্তোরা, পার্টি সেন্টার ইফতার পার্টিতে সরগম হয়ে উঠছে।

গেলো সপ্তাহে কমিউনিটিতে আয়োজিত উল্লেখযোগ্য ইফতার পার্টির মধ্যে বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক কর্মকর্তা আজাদ বাকির-এর দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে 'আজাদ বাকির স্মৃতি পরিষদ' গত ৬ এপ্রিল বুধবার সন্ধ্যা ৭টায় জ্যাকসন হাইটস্থ বাংলাদেশ প্লাজা মিলনায়তনে ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে।

পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের গত ৮ এপ্রিল শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে। এতে বিভিন্ন মিডিয়ার সম্পাদক, সাংবাদিক সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশ নেন।

এছাড়াও নারায়নগঞ্জ জেলা সমিতি অব নর্থ আমেরিকা'র গত ৮ এপ্রিল শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টায় উডসাইডের গুলশান ট্যারেসে ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে। বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ'র ইফতার ও দোয়া মাহফিল গত ৯ এপ্রিল শনিবার সন্ধ্যায় ব্রুকলীনস্থ নোয়াখালী সোসাইটি ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন অব আমেরিকার ইফতার পার্টি গত শনিবার ৯ এপ্রিল জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউস্থ ধানসিড়ি রেষ্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়। এতে কৃষিবিদ ও তাদের পরিবারের সদস্যরা উপস্থিতে অসুস্থ কৃষিবিদ খায়রুল আলম প্রিন্স ও কৃষিবিদ আজিম উদ্দিনের মায়ের সুস্থতা কামনায় বিশেষ দোয়া করা হয়।

অপরদিকে বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ'র ইফতার ও দোয়া মাহফিল গত ১০ এপ্রিল রোববার সন্ধ্যা ৭টায় ওজোন পার্কের রকওয়ে হলে (দেশী সিনিয়র সেন্টার) অনুষ্ঠিত হয়। এতে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তি সহ বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী অংশ নেন।

নিউজার্সী স্টেট নর্থ বিএনপি

নিউজার্সী স্টেট নর্থ বিএনপির উদ্যোগে ৯ এপ্রিল শনিবার ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় প্যাটারসনের একটি মিলনায়তনে। আহবায়ক সৈয়দ জুবায়ের আলীর সভাপতিত্বে এবং হোসেন পাঠান বাচ্চুর তত্বাবধানে উক্ত মাহফিলে প্রধান অতিথি ছিলেন ডাকসুর সাবেক এজিএস, সাবেক সংসদ সদস্য ও কেন্দ্রীয় নেতা নাজিমুদ্দিন আলম বিশেষ অতিথি হিসাবে ছিলেন স্বাধীনতার সূবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন কমিটির আহবায়ক ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান জিল্লু।

মাহফিলে নিউইয়র্ক থেকে অতিথি হিসাবে আরোও উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্ক বিএনপি নেতা এবাদ চৌধুরী, যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের সাধারন সম্পাদক আবু সাঈদ আহমেদ এবং যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা সাইফুর খান হারুন।

এছাড়াও নিউজার্সী বিএনপি নেতৃবৃন্দের মধ্যে গোলাম রাব্বানী চৌধুরী শাহীন, চেয়ারম্যান আনহার মিয়া, আলাউর রহমান খোন্দকার, নিপন চৌধুরী, মোহাম্মদ মহসিন, নওশাদ বখত, মিনহাজ আহমেদ, কামরান হাদী, লুৎফুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিপুল সংখ্যক নেতা কর্মীদের উপস্থিতিতে সভায় সম্প্রতি ঢাকায় তরুন নেতা ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক হোসেন এবং ঢাকা দক্ষিণ বিএনপির সদস্য সচীব রফিকুল আলম মজনুর গ্রেফতারের তীব্র প্রতিবাদ করা হয় ও অবিলম্বে তাদের মুক্তি দাবী করা হয়। এ ছাড়াও সাবে প্রধানমন্ত্রী ও দলীয় চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান সহ গোটা মুসলিম জাহানের মানুষের জন্য দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

চার জাতির টুর্নামেন্টে ভারত ও পাকিস্তান

(শেষের পাতার পর)

শেষদিনে পরিকল্পনার খুঁটিনাটি ও লভ্যাংশ ভাগাভাগির মডেল উপস্থাপন করবেন রমিজ।

আইসিসি বোর্ড মিটিংয়ে উত্থাপনের আগেই বেশ সমর্থন পেতে শুরু করেছেন পিসিবি চেয়ারম্যান। কারণ আই-সিসি ইভেন্ট ছাড়া ভারতের মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ নেই পাকিস্তানের। রাজনৈতিক বৈরিতায় দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সিরিজ আয়োজনও হচ্ছে না। তাই বিশ্বকাপ আর এশিয়া কাপ ছাড়া পাক-ভারত ম্যাচ দেখার সুযোগই মেলে না ক্রিকেটপ্রেমীদের। যে কারণে রমিজের এই প্রস্তাবে খুশি অনেকেই। এই চার জাতির টুর্নামেন্ট দিয়ে চিরবৈরি দুই দেশের ২২ গজের যুদ্ধ উপভোগ করা যাবে।

রমিজ রাজা জানিয়েছেন, প্রতি বছর একটা সময়ে এই টুর্নামেন্টটি আয়োজন হবে এবং এ থেকে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আয় করা সম্ভব। যা অংশগ্রহণকারী চারটি দেশগুলোতে বন্টন করার পাশাপাশি একটা বড় অংশ আইসিসিকেও দেয়া হবে। আইসিসি ওই অর্থ আবার সদস্য দেশগুলোতে কিংবা সহযোগি সদস্য দেশগুলোর ক্রিকেট উন্নয়নে ব্যায় করতে পারবে।

এরইমধ্যে ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডও (ইসিবি) একই ধরনের আরেকটি চার জাতির টুর্নামেন্ট চালুর আবদার নিয়ে হাজির হয়েছে। গত ৭ এপ্রিল আইসিসির প্রধান নির্বাহী কমিটির বৈঠকে এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

এদিকে ইংল্যান্ডকে সমর্থন জানিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও পাকিস্তান। তবে রমিজ ও ইসিবি তথা দুটি প্রস্তাবেই নিরপেক্ষ অবস্থানে থাকার নীতি অনুসরণ করছে ভারত। অন্যদিকে অর্থনীতি ও বাণিজ্য কমিটির সদস্যরা এর বিরোধিতা করছে। কারণ, প্রতি বছর চার জাতির টুর্নামেন্ট হলে বিশ্বকাপের আবেদন কমে যাবে।

দুবাইতে অনুষ্ঠিতব্য আইসিসি বোর্ড মিটিংয়ে এই প্রস্তাব উত্থাপন করার কথা রয়েছে রমিজ রাজার। তবে প্রস্তাব উত্থাপনের আগেই এটা কয়েকটি কারণে বেশ সমর্থন পেতে শুরু করেছে বলে জানিয়েছে ইএসপিএন ক্রিকইনফো।

ফারুকের মৃত্যুর গুজব, বিব্রত ও বিরক্ত পরিবার

(শেষের পাতার পর)

সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে রয়েছেন তিনি। তাঁর শারীরিক অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল বলে জানিয়েছে পরিবার। তবে শনিবার দিবাগত রাতে অভিনেতার মৃত্যুর গুজব ছড়িয়ে পড়ে।

সিঙ্গাপুরে চিত্রনায়ক ফারুকের সঙ্গে রয়েছেন তার স্ত্রী ফা-রহানা পাঠান। সিঙ্গাপুর থেকেই তিনি মুঠোফোনে বলেন, 'আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের প্রিয় ফারুক ভাই ভালো আছে। আপনারা সকলে দোয়া করবেন।'

ফেসবুকসহ সব ধরনের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বারবার অভিনেতা ফারুকের মৃত্যুর গুজব ছড়ানোয় ভীষণ বিরক্ত ও বিব্রত তাঁর পরিবার। গত বছরের ৮ এপ্রিল সন্ধ্যায় হঠাৎ তার মৃত্যুর গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল। ঠিক এক বছর পর আবারও কিংবদন্তি এ অভিনেতার মৃত্যুর গুজব ছড়ানো হলো। এর আগে নায়করাজ রাজ্জাক ও এ টি এম শামসুজ্জামানের মৃত্যুর গুজব ছড়ানো হয়েছিল একাধিকবার।

মাইগ্রেনের ব্যথায় করণীয়

(শেষের পাতার পর)

এ সমস্যায় চিকিৎসকের পরামর্শ ও চিকিৎসা নেয়া প্রয়োজন। মাইগ্রেনের ব্যথায় ওষুধও অনেক সময় কাজ করে না। তবে ওষুধ ছাড়াও ব্যথা কমানোর কিছু উপায় আছে।

* বাঁধাকপির ম্যাগনেশিয়াম, ওমেগা ৩ ও ফাইবার, বাঁ-ধাকপির স্যুপ ও স্মুথি বা সালাদ। এসব খাবার, মাইগ্রেনের ব্যথা কমায়।

* এ ছাড়া গাজর ও মিষ্টি আলুতে রয়েছে বিটা ক্যারোটিন। আরো রয়েছে ভিটামিন সি, বি২, বি৬, নিয়াসিন, ম্যাগনেশিয়াম, পটাশিয়াম, কপার, ম্যাঙ্গানিজ ও ফসফরাস, যা মাইগ্রেনের ব্যথা দূর করতে সহায়ক।

* মাইগ্রেনের ব্যথা নিয়ন্ত্রণে চেরি ফলের জুসও ভালো বেশ উপকারী। চেরিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে পলিফেনলস নামের অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট। চেরি স্ট্রেস দূর করে, মাথাব্যথা কমায়।

* মাইগ্রেনের ব্যথা নিয়ন্ত্রণে আরেকটি বিশেষ খাবার হচ্ছে মাশরুম। মাশরুমে ম্যাগনেশিয়াম ও রিবোফ্লোবিন থাকায় মাইগ্রেনের ব্যথা কমে।

১৬ জন বাংলাদেশী সহ ৩৪৫জন মনোনীত

(শেষের পাতার পর)

মেয়াদ বৃদ্ধি পাবে। এবছর ১৪টি কমিউনিটি বোর্ডের ৩৪৫টি আবেদন পত্র গৃহিত হয়েছে ৮৮৪টির মধ্যে। আবেদন পত্র জমা হবার ইতিহাসে এবার সর্বোচ্চ আবেদনের মধ্যে এবার হয়েছে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। বোর্ড মেম্বারদের মধ্যে ৯৪জন নতুন, বাকীরা বিভিন্ন সময় বোর্ড মেম্বার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

বার্তা সংস্থা ইউএনএ জানায়, নতুন ৯৪জন বোর্ড মেম্বারদের মধ্যে ৪৭ দশমিক ৯ ভাগ সদস্যদের বয়স ৪০ এর নীচে। এতে মূলধারার রাজনীতিতে নতুন প্রজন্মের অংশগ্রহন বাড়ছে, তারই প্রতিফলন ঘটেছে। আবার এই নতুনদের মধ্যে ১৯ দশমিক ২ ভাগ ইমিগ্র্যান্ট কমিউনিটির সদস্য।

এদিকে কুইন্স বরোর বিভিন্ন কমিউনিটি বোর্ডে এবছরও বিপুর সংখ্যক বাংলাদেশী সদস্য হয়েছেন। বিশেষ করে অন্যান্য বছরের মতো কমিউনিটি বোর্ড ৮-এ একাধিক বাংলাদেশী সদস্য হয়েছেন। উল্লেখ্যযোগ্য বাংলাদেশীদের মধ্যে কুইন্স কমিউনিটি বোর্ড-১ এ আমিন মেহেদী বাবুল (পুন: মনোনীত), কমিউনিটি বোর্ড-২ এ ওসমান চৌধুরী (পুন: মনোনীত), কমিউনিটি বোর্ড-৪ এ আবু জাফর মাহমুদ ও দেওয়ান তারেক, কমিউনিটি বোর্ড-৮ মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, দিল আফরোজ আহমেদ (নার্গিস আহমেদ), দিলিপ নাথ (পুন: মনোনীত) ও মোহাম্মদ তুহিন (পুন: মনোনীত), কমিউনিটি বোর্ড-৯ এ কামাল ভূইয়া (পুন: মনোনীত), কমিউনিটি বোর্ড-১০ এ মোহাম্মদ আমিন, ফজলুর রহমান, শরিফ উদ্দিন, কমিউনিটি বোর্ড-১২ এ তানভীর চৌধুরী, নূরুল হক (পুন: মনোনীত), আকতার রহমান টিপু (পুন: মনোনীত) এবং খন্দকার তারিকুল ইসলাম সদস্য হয়েছেন বলে জানা গেছে।

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের
একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES

International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয়
ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

25th Anniversary

KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authored IRS e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিপ্লু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

Afzal Hossain MD
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC

Board certified in Internal Medicine

87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302

Board certified in Cardiology

We perform tests in the office:

ECG

We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn





Blood test done in the office

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

We provide Vaccines for:
- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

Office Hours
Mon-Thurs 10am-6pm
Friday 11:30am-6pm
Saturday 10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

মেডালিয়নের মূল্য ১২৫০০০ হুইল চেয়ার, ১৭০০০০ রেগুলার

(শেষের পাতার পর)

দিশাহীন হয়ে পড়েন মেডালিয়ন মালিকরা। এদিকে মেডালিয়ন এর দাম নেমে যায় ৭০/৮০ হাজার ডলারে। তবে মহামারীর বাস্তবতা বিবেচনা করে ইয়েলো ক্যাবলের বাঁচাতে এগিয়ে আঁশে বিভিন্ন মহল। আন্দোলনের বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে স্বস্থির বার্তা পান ইয়েলো ক্যাব মালিকরা। এই আন্দোলনের অগ্রভাগে ছিল ট্যাক্সি ওয়ারকার এলায়েনস। এছাড়া সিনেটর চাক শুমার, নিউইয়র্ক এর সাবেক মেয়র এক ভুমিকা ছিল উল্লেখ করার। নানামুখী চেস্টার ফলে সিদ্ধান্ত হয় ব্যাংক অথবা লেনডারের কাছে দেনা যাই থাকুক ২০০ হাজার পরিশোধ করে মুক্তি পাবেন মেডালিয়ন এর মালিকরা। এই সিদ্ধান্তে আসার পর যাদের ৪/৫শত হাজার দেনা ছিল মেডালিয়ন এর বিপরীতে তারা ১৭০ হাজার পরিশোধ করে তাদের দায় মুক্ত পেয়েছেন। সিটি কর্তৃপক্ষ ৩০ হাজার ডলার সহ-ায়তা দিয়েছে এই বিপদ গ্রস্থ সেক্টর বাঁচাতে।

কমিউনিটি নেতা চমন এলাহী বলেন, তিনি ১৯৯৬ সালে মেডালিয়ন কিনেছিলেন ১৮২ হাজার ডলারে। ২০১২ সালে প্রতি সপ্তাহে ১৫শ ডলার মাসে ৬ হাজার ডলার আয় হতে এই বিনিয়োগের বিপরীতে। ২০১২/১৩ সালে মেডালিয়ন এক দাম মিলিয়ন ডলারে পৌঁছাত পরও তিনি বিক্রির চিন্তা করেননি।

এদিকে আরেক কমিউনিটি নেতা আব্দুল হাশিম হাসনু বলেন, তিনি ২০০০ সালে ২০৫ হাজার ডলারে মেডালিয়ন কিনেন। ২০১৫ সাল পর্যন্ত ভালো ব্যবসা ছিল মেডালিয়ন এর এমন তথ্য দিয়ে তিনি হলেন মহামারী করোনার কারনে অনেকের মত তারও ব্যাংক দেনা হয়। পরবরতীতে সিটির সিদদানত হওয়ার কারনে এবং তার লেনডারের সাথে আলোচনা করে সম্প্রতি তিনি তার মেডালিয়ন হাঁল নাগাদ করেছেন সব দেনা পরিশোধ করে মালিকানা পেতেছেন।

ইয়েলো ক্যাবের চালক মাহবুব বলেন এখনো তারা এই বাহন চালিয়ে তার পেশা অব্যাহত রেখেছেন। জামাইকার আবুল হাসনাত বলেন, এক সময় ইয়েলো ক্যাব চালাতেন তবে করোনা মহামারীর পর এরস রাইড উবার লিফ্ট চালান, তাক মতে করোনা মহামারীর পর অন্তত ৮০ ভাগ ইয়েলো ক্যাব চালক পেশা পরিবর্তন করেছেন। ইয়েলো ক্যাব চালকরা মনে করেন ১৪ হাজার মেডালিয়নের বিপরীতে রাসতায় ৩/৪ হাজার মেডালিয়ন চলাচল করছে।

চমন এলাহী জানান ২০১০ সালে উবার তাদের ব্যবসা শুরু করে বিফল হয়, তবে স্মার্ট ফোনের কল্যানে ২০১৫ সালে তারা সফলতা পেতে যায়। এক পর থেকেই ইয়েলো ক্যাপের ব্যবসা খারাপ হতে থাকে বলে তিনি মনে করেন। আব্দুল হাসিম হাসনু বলেন, এখনো বিভিন্ন গ্যারেজে শত শত ইয়েলো ক্যাব পড়ে আছে, এগুলোর সচল হওয়া এখনো অনিশ্চিত বলে তার ধারনা। চমন এলাহী বলেন ১৯৫০ সালে ৬শ মেডালিয়ন দিয়ে যাত্রা শুরু হয় ইয়েলো ক্যাবের ১৯৮৪ সালে এই সংখ্যা ৯হাজারে উন্নীত করা হয় সরবশেষ তথ্য মতে মেডালিয়ন এর সংখ্যা ১৩,৬০০ আহার কারো মতে ১৪ হাজার।

ইয়েলো ক্যাবের যাই হোক, এর চলাচল বাড়ুক কিংবা কমুক একটি বিষয়ে সবাই সন্তুষ্ট যে উঁচ্চ ব্যাংক সুদ এর হাত থেকে রক্ষা পেতেছেন তারা। মেডালিয়ন হুইল চেয়ারের মূল্য এখন ১২৫ হাজার ডলার আর রেগুলার মেডালিয়ন এখন পাওয়া যাচ্ছে ১৭৫ হাজার ডলারে। সংশ্লিস্ট বিভিন্ন ব্যক্তি স্বীকার করেছেন ইয়েলো ক্যাপের এই বাজার দরের বাস্তবতা।

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration

*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ



Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

ইফতারের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

(শেষের পাতার পর)

উপবাসের ক্লিষ্ট যাতনার অবসানে যখন ইফতারের সময় ঘনিয়ে আসে, তখন আর তার সয় না। দিনের শেষে ইফতারের অপেক্ষা করা সত্যি এক অদ্ভুত আনন্দের মাত্রা জোগান দেয় রোজাদারদের। ইফতারের সময় রোজাদার অপার প্রশান্তি অনুভব করে থাকেন এবং ইফতারের পর মনোদৈহিক ও আধ্যাত্মিক তৃপ্তির এক অনাবিল সুখানুভূতিতে নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান বলে মনে করে থাকেন। রমজানের পাঁচটি সুন্নতের দ্বিতীয়টি হলো ইফতার। হজরত আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত, 'রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, হাদিসে কুদসিতে মহান আল্লাহতায়ালা বলেন; আমার বান্দাদের মধ্যে তারা আমার বেশি প্রিয়, যারা দ্রুত ইফতার করে।' (তিরমিজি শরিফ)

ইফতার শব্দটি আরবি 'ফাতর' থেকে উদ্ধৃত, যার অর্থ ভঙ্গ করা বা ছিঁড়ে ফেলা। এখানে ' ফিতর' যে অর্থ প্রদান করে, তা হচ্ছে এমন খাদ্য যা দ্বারা রোজা ভঙ্গ করা হয়। আরবি শব্দ ইফতার এর অর্থ হলো রোজা ত্যাগ করা। একজন রোজাদারের যথাসময়ে ইফতার করা একান্ত প্রয়োজনীয়। সারাদিন রোজা পালন করে যথাযথভাবে সময়মতো ইফতার করার গুরুত্ব অত্যধিক। সূর্যাস্তের পর বেশি দেরি না করে ইফতার করা উত্তম। কোন শরিয়ত প্রদত্ত বৈধ কারণ ছাড়া বিলম্বে ইফতার করা মকরুহ। এ সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেছেন,' আমি ওই ব্যক্তিকে সর্বাধিক ভালবাসি, যে ইফতারের সময় হওয়া মাত্র ইফতার করে নেয়।' (তিরমিজি)। ইফতারের কিছুক্ষণ আগে থেকে খাদ্যসামগ্রী সামনে নিয়ে অপেক্ষা করা সুন্নাত। কারণ, এ সময়ে মানুষ খুবই ক্ষুধার্ত থাকে এবং একমাত্র আল্লাহর ভয়ে খাবার সামনে হাজির থাকা সত্ত্বেও মুখে তোলে না। এতে আল্লাহ খুব খুশি হন। কারণ, ইফতারের সময়টা হলো বিনয় ও আল্লাহর জন্য ধৈর্য্য ধারণের চরম মুহূর্ত। এ সময় জাহান্নাম থেকে মুক্তিদানের মুহূর্ত। এ সময় এক অনাবিল স্বর্গীয় বার্তাবরণ লক্ষ্য করা যায়।

নিজে ইফতার করার পাশাপাশি অন্যকে ইফতার করানোর মধ্যে প্রচুর সওয়াব ও বরকত নিহিত রয়েছে। রোজাদার নিজেও ইফতার করবে এবং সম্ভব হলে অন্যকেও এতে শরিক করবে। এ সম্পর্কে রাসূল (স.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রমজানে কোনও রোজাদারকে ইফতার করাবে, সে ব্যক্তির গোনাহ মাফ হবে এবং একই সঙ্গে রোজাদার ব্যক্তির সমপরিমান সওয়াব সে-ও পাবে।' সাহাবিরা রাসূল (স.)-কে জিজ্ঞেস করলেন হে আল্লাহর নবি, আমাদের মধ্যে এমন অনেক লোক আছে, যারা অন্যদের ইফতার করানোর সামর্থ নেই। জবাবে রাসুল(স.) বললেন, 'কাউকে পেট ভরে ইফতার করাবে- এমন কোনও শর্ত নেই। যদি কেউ রোজাদার ব্যক্তিকে একটি মাত্র খেজুর বা পানি দ্বারা ইফতার করালেও সে সমপরিমান সওয়াব লাভ করবে। এতে রোজাদারের সওয়াবের কোনও কমতি হবে না বরং আল্লাহ নিজের রহমতের ভা-ার থেকে এ সওয়াব প্রদান করবেন।'একটি কথা উল্লেখ করা যুক্তিসঙ্গত মনে করি, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান, এতে অসাম্যের কোনও রেশ কস্মিনকালেও নেই। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে প্রথম রমজানের কিংবা অন্য কোনও দিনে কার্টুন ভর্তি করে ইফতার প্রদানের কোনও যৌক্তিকতা ইসলাম ধর্মে নেই। এতে খাবারের অপচয় বাড়ে। সামাজিক অসাম্যের রেশও দেখা দিতে পারে। যদি সওয়াবের মনোভাব নিয়ে কেউ আত্মীয়তা রক্ষা করতে সামান্য পরিমাণ ইফতার সামগ্রী কারও বাড়িতে নিয়ে যান, এতে অসুবিধার কিছু দেখা যায় না। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় রমজান মাসে আত্মীয়ের বাড়িতে ইফতারি প্রদান বর্তমানে যেন প্রচলিত নিয়ম চালু রয়েছে। মেয়ের বাবার বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়িতে কার্টুন বোঝাই ইফতার পাঠানো, এসব ইফতারের নামে অপসংস্কৃতি ছাড়া কিছু নয়। এই প্রথায় ধনী পিতার সাময়িক আমোদ ও আদরের মেয়ের প্রতি ভালবাসা মনে হলেও ইফতারি প্রদানের তৈরি ট্রেন্ডের জন্য বা অত্যাচারিত হচ্ছেন যে-সব দরিদ্র বাবা অন্যের দেখাদেখি বাধ্য হয়ে মেয়ের সুখের জন্য ধারদেনা করে রেওয়াজগুলো মানতে বাধ্য হচ্ছেন, গরিব পিতা কার্টন বোঝাই ইফতারি পাঠাচ্ছেন মেয়ের স্বামীর বাড়িতে মেয়ের সুখের জন্য। নিভৃতে তারা অত্যাচারিত হচ্ছেন। সুতরাং, ইসলামের নামে এসব বাড়বাড়ন্তে সওয়াবের পরিবর্তে গোনাহগার হওয়ার আশঙ্কা অবজ্ঞা করা যায় না। তাই আমাদের এসব অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো একান্ত প্রয়োজন মনে করি। কারণ, কুরআন ও হাদিসবহির্ভূত কোনও কিছু ইসলাম গ্রহণ করে না আর এসব নি:সন্দেহে সামাজিক অসাম্যের দুয়ার উন্মুক্ত করে দেয়।

শরিয়তের নির্দেশমত ইফতার করলে এতে যথেষ্ট কল্যাণ নিহিত আছে। এ সময় আল্লাহর কাছে বান্দাহর দোয়া কবুল হওয়ার উত্তম সময়। ইফতার যে কোনও মিষ্টিদ্রব্য দিয়ে করা উচিত। রমজান মাসে রাসুল (স.) মাগরিব এর আজান হলে কয়েকটি ভেজা খেজুরের মাধ্যমে ইফতার করতেন। ভেজা খেজুর না থাকলে সাধারণ শুকনো খেজুর। এর ব্যতিক্রম হলে সামান্য পানি-ই ছিল রসুল (স.)-র ইফতার। সুতরাং, এসব সামগ্রী দিয়ে নবি (স.)-র মতো আড়ম্বরহীন ইফতার হওয়া উচিত। যদি এসব কারও কাছে না থাকে, যে কোনও প্রকার হালাল সামগ্রী খাদ্যই হচ্ছে ইফতার আর যদি কোনও বান্দাহর কাছে নাও থাকে, যে কোনও প্রকার হালাল খাদ্যই হচ্ছে ইফতার। হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন,' রাসূলে করিম (স.) প্রতিটি রোজার মাঝরাতে পানাহার, ইফতার বর্জনকে নিষেধ করেছেন। তখন একজন লোক আরজ করে বললেন, ওহে আল্লাহর রাসূল (স.) আপনি যে এমনটি করেন। উত্তরে হুজুর (স.) বললেন, তোমরা আমার মতো কে আছ? হ্যাঁ, সত্যি আমি ওই রকম রোজা রাখি। কেননা, আমার দয়াময় আল্লাহ আমাকে খাওয়ান আর পানও করান।' সুতরাং,এই হাদিস থেকে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয়, ইফতার রোজার একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। এর সুষ্ঠুতার মধ্যে সিয়ামের পূর্ণতা নির্ভর করে।

পরিশেষে বলব, রমজান মাসে সিয়াম পালনের অর্থ হচ্ছে শুধু দিনের বেলা খাবার পরিহার নয় বরং নিজেকে বিভিন্ন প্রকার পাপাচার থেকে বিরত রাখার অঙ্গীকার। রোজা সম্পর্কে আল্লাহ নিজেই প্রতিদান প্রদানের অঙ্গীকারবদ্ধ। আল্লাহর কাছে তার প্রিয় বান্দা সহজে পৌছার বড় মাধ্যমই হলো রোজা। রোজাব্রত পালনের ফজিলত ও প্রতিদান দেন আল্লাহ নিজেই। অন্য সব আমলের সওয়াব ফেরেশতাদের মাধ্যমে পৌছান কিংবা আমলের সওয়াব পূর্বনির্ধারিত থাকে। কিন্তু রোজাই একমাত্র আমল, যার সওয়াব আল্লাহ নিজেই দান করবেন। কেননা, মানুষ সব আমল তার নিজের জন্য করে আর রোজা আল্লাহর জন্য। মানুষের সিয়াম সাধনা জগতের মালিকের জন্য। আল্লাহর কথা প্রিয় নবির কণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে,'সিয়াম আমারই জন্য। তাই এর পুরস্কার আমি নিজেই দান করব। আর প্রত্যেক নেক কাজের বিনিময় দশগুণ।' (বোখারি)। তাই রমজান মাসের প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করে আল্লাহ সবাইকে রোজার প্রতিটি আমল উত্তমভাবে পালন করার সামর্থ দিন, আমিন।

স্বাস্থ্য সুরক্ষায় রমজান

ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভের তৃতীয় হচ্ছে সিয়াম সাধনা বা রোজা, তথা নির্ধারিত সময়ের জন্য খাওয়া-দাওয়া থেকে বিরত থেকে উপবাস যাপন। মানবজাতি এ রোজার মাধ্যমে মানসিকভাবে আত্মসংযমে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, যা দেহকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করে তোলে। রোজার দ্বারা মানুষের মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা হাসিল হয় এবং সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধিত হয়। রোজা একই সঙ্গে মানবদেহে রোগ প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করে। তাই নবী করিম (স.) বলেছেন, 'সুস্বাস্থ্যের জন্য রোজা রাখো।'

রমজান শব্দটি রামদ ধাতু থেকে উৎপন্ন। এর অর্থ হচ্ছে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দেওয়া। এভাবে ধ্বংস না-হলে কিন্তু এইসব বিষাক্ত পদার্থ শরীরে রক্তচাপ, একজিমা, অস্ত্র ও পেটের পীড়াসহ বিভিন্ন রোগব্যাধির জন্ম দিতে থাকত, যা জনস্বাস্থ্যের জন্যে হুমকিস্বরূপ। এছাড়া, উপবাস কিডনি ও লিভারের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে এবং শরীরে নতুন জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করে রোজাদারের মনে সজীব অনুভূতি এনে দেয়। সিয়াম সাধনায় দেহের পরিপাক যন্ত্র এক প্রকার পরিশুদ্ধি লাভের অবকাশ পায়। ফলে দেহের অপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের সারাংশ ও সঞ্চিত বিষাক্ত রস নিঃশেষ হয়ে যায়। দেহের বাড়তি ওজন রস, চর্বি ইত্যাদি হ্রাস পায়। পাকস্থলী সংক্রান্ত রোগসমূহ যেমন-ক্ষুধামান্দা, পেট ফাঁপা, চোঁয়া ঢেকুর, লিভারের দুর্বলতা, বমিবমি ভাব প্রভৃতি সিয়াম সাধনার ফলে স্বাভাবিকভাবেই উপশম হওয়ার সুযোগ পায়।

রোজা মানব স্বাস্থ্যের বিরাট উপকার সাধন করে। সারা বছর অনিয়মিত বা অতিরিক্ত পানাহার ও অধিক চর্বিযুক্ত খাদ্য খেয়ে রক্তে যখন প্রচুর কোলেস্টেরল জমে প্রেশার বা অন্য যে-কোনো পীড়া হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয় তখন রোজার উপবাস রক্তের কোলেস্টেরল ও হৃদরোগের আশঙ্কা মুক্ত করে। অতি ভোজনের অত্যাচারে পাকস্থলী যখন হতোদ্যম ও দুর্বল হয়ে পড়ে তখন একমাসের রোজা পাকস্থলীকে সবল করে নতুন জীবন দান করে, ফলে রক্ত ও রক্তনালীগুলো পরিস্কার হয়ে যায়। রোজা শুরুর কিছু দিনের মধ্যে রোজাদার নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে নিতে পারেন। কারণ ক্ষুধার চিরাচরিত অভ্যাস রোজা শুরুর প্রথম কয়েকদিনই একটু যন্ত্রণা দেয় মাত্র, পরে এটাও অভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এরপর সিয়াম সাধনা বা রোজা অনুশীলনকারী ব্যক্তি প্রতিদিনই মানসিকভাবে নিজেকে প্রাণময়, চঞ্চল ও উৎফুল্ল মনে করেন। জীবন চাঞ্চল্যের নবতর প্রবাহ শরীরে জীবনতরঙ্গের সৃষ্টি করে। রমজান মাসে দিনের বেলায় স্ত্রী-সহবাস নিষিদ্ধ থাকায় উভয়ের স্বাস্থ্য ভালো থাকে। আহার গ্রহণের রুটিন ঠিক থাকায় মহিলাদের মাসিক ঋতুজনিত কোনো ধরনের অসুবিধা থাকলে তাও ঠিক হয়ে যায়।

খাবারের উপাদান থেকে সারা বছর ধরে মানুষের শরীরের জমে থাকা কতিপয় বিষাক্ত পদার্থ, চর্বি ও আবর্জনা থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র সহজ ও স্বাভাবিক উপায় হচ্ছে উপবাস। রোজা রাখার ফলে দেহের অভ্যন্তরে দহনের সৃষ্টি হয় এবং শরীরের ভিতরে জমে থাকা বিষাক্ত পদার্থগুলো দগ্ধ হয়ে যায়। উপবাসকালে শরীরের মধ্যস্থিত প্রোটিন, ফ্যাট ও শর্করাজাতীয় পদার্থসমূহ স্বয়ং পাচিত হয়। ফলে গুরুত্বপূর্ণ কোষগুলোতে পুষ্টি বিধান হয়। ফলে শরীরে উৎপন্ন উৎসেচকগুলো বিভিন্ন কোষে ছড়িয়ে যায়। এটি হচ্ছে শারীরিক বিক্রিয়ার এক স্বাভাবিক পদ্ধতি। রোজা এই পদ্ধতিকে সহজ, সাবলীল ও গতিময় করে। রোজার উপবাসের মাধ্যমে লিভারে রক্তসঞ্চালন দ্রুত হয় ফলে ত্বকের নিচে সঞ্চিত চর্বি, পেশির প্রোটিন, গ্রন্থিসমূহ এবং লিভারের কোষসমূহ আন্দোলিত হয়। অভ্যন্তরীণ দেহযন্ত্রগুলোর সংরক্ষণ এবং হৃৎপিন্ডের নিরাপত্তার জন্য অন্য দেহযন্ত্রগুলোর বিক্রিয়া বন্ধ রাখে। খাদ্যাভাবে বা আরাম-আয়েশের জন্য মানুষের শরীরে যে ক্ষতি হয় রোজা তা পূরণ করে দেয়। এছাড়া, মানুষের শরীরে রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রেও রোজা অনেক উপকার সাধন করে। তাই বর্তমানে অনেক দূরারোগ্য রোগ, যেমন-হৃদরোগ চর্মরোগ, বাত, কোষ্ঠকাঠিন্য, স্থূলকায় রোগী, জ্বর, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি রোগ নিরাময়ে রোজা রাখার উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। রোজা এসব রোগের কষ্ট দূর করে। রোজা রাখার ফলে শরীরের মধ্যস্থিত অনেক ক্ষতিকারক টক্সিনের বিষক্রিয়া থেকে শরীর রক্ষা পায়। এটি অতি স্বাভাবিক ও অত্যন্ত কার্যকরী পন্থায় অভ্যন্তরে বিধৌত ও পরিচ্ছন্ন হয়। তাই আধ্যাত্মিক সুফি সাধকদের মতে, হৃদয়ের ক্ষমতা হাসিলে স্বল্প খাদ্য গ্রহণের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। রোজার সময়ে মানুষের শরীরের বিপাক ক্রিয়া বছরের অন্যান্য সময়ের চেয়ে কিছুটা পরিবর্তিত হয় বলে সহজপাচ্য অর্থাৎ সহজে হজম হয় এ জাতীয় খাবার গ্রহণ করা উচিত। সুতরাং, স্বাস্থ্য সচেতন হয়ে ও পরিমিত পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করে রমজান মাসে রোজাদারদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা করা মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়।

লেখক: সাংবাদিক-কলামিস্ট।

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services

Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212
37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Highland Medical Care, PLLC

Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine
Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992


DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.
কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন
আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।
আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি
আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা
QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে
BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।

ইমরানের বিরুদ্ধে অনাস্থা নিয়ে দিনভর নাটকীয়তা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ মেনে স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ১০টাতেই বসে পাকিস্তানের পার্লামেন্টের অধিবেশন। কিছুক্ষণ না যেতেই দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত তা মুলতবি করা হয়। পুনরায় অধিবেশন বসতে না বসতে আবারও মুলতবি। এভাবে তিন দফা মুলতবি শেষে ইফতারের পর অধিবেশন শুরু হয়। তবে এবারও প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের বিরুদ্ধে বিরোধীদের আনা অনাস্থা প্রস্তাবের ওপর ভোটাভুটির ঘোষণা এল না। আবার বিরতি। স্পিকার জানান, রাত সাড়ে নয়টায় অধিবেশন বসবে।

এভাবেই শনিবার দিনভর ইমরানের বিরুদ্ধে আনা অনাস্থা প্রস্তাবের ওপর ভোটাভুটি নিয়ে পাকিস্তানের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ জাতীয় পরিষদে ঘটল নানা নাটকীয়তা। যদিও সুপ্রিম কোর্টের আদেশ, এ অধিবেশনেই অনাস্থা প্রস্তাবের সুরাহা করতে হবে।

বারবার অধিবেশন মুলতবিকে ভোটাভুটির প্রশ্নে সময়ক্ষেপণ বলে অভিযোগ করেন বিরোধী আইনপ্রণেতারা। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে পাকিস্তান মুসলিম লিগ-নওয়াজের (পিএমএল-এন) মুখপাত্র মরিয়ম আওরঙ্গজেব সতর্ক করে বলেন, 'ভুলে যাবেন না, ভোটাভুটি না হলে তা হবে সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ অমান্য করা। এতে স্পিকারকে তিন বছর জেল খাটতে হবে ও পাঁচ বছরের জন্য তিনি অযোগ্য বিবেচিত হবেন।' শনিবার-ই ভোটাভুটির দাবি জানান মরিয়ম।

গত বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি উমর আতা বান্দিয়ালের নেতৃত্বাধীন পাঁচ বিচারপতির বৃহত্তর বেঞ্চ সর্বসম্মতভাবে রায় দেন, ইমরানের বিরুদ্ধে আনা অনাস্থা প্রস্তাবের ওপর ভোটাভুটি করতে শনিবার সকাল সাড়ে ১০টায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসতে হবে। সে অনুযায়ী ইমরানের ভাগ্যনির্ধারণী অধিবেশনও বসে সময়মতো। এতে সভাপতিত্ব করেন স্পিকার আসাদ কায়সার। পবিত্র কোরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয় অধিবেশন। তবে প্রথম দফায় মুলতবির আগপর্যন্ত অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন না ইমরান খান।

অধিবেশনের কার্যসূচিতে চার নম্বরে রাখা হয় প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আনা অনাস্থা প্রস্তাবের ওপর ভোটাভুটি। গুরুত্বপূর্ণ এ অধিবেশনে বিরোধী দলগুলোর সব আই-নপ্রণেতা অংশ নেন। শুরুতে পিটিআইয়ের (ইমরানের দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ) নেতৃত্বাধীন জোটের আইনপ্রণেতাদের কয়েকজনকে দেখা যায়। পরে তাঁদের উপস্থিতি বাড়তে থাকে।

নাটকীয়তায় ভরা অধিবেশন

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলোর বরাত দিয়ে পাকিস্তানের প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যমগুলো জানায়, ইচ্ছা করেই অধিবেশন বিলম্বিত করা হয়েছে। অধিবেশনে ইমরান খান সরকারের মন্ত্রীরা তাঁদের বক্তব্য দীর্ঘ করার চেষ্টা করেন। অধিবেশনের শুরুতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ মাহমুদ কোরেশি প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে তিন ঘণ্টা বক্তব্য দেওয়ার নির্দেশনা পান। তাঁর বক্তব্য দেওয়ার সময় হট্টগোল শুরু হয়। এ অবস্থায় অধিবেশন মুলতবি করেন স্পিকার।

অন্যদিকে এদিন যাতে ভোটাভুটি না হয়–সরকারি দলের এমন 'কৌশলে'র পাল্টা ব্যবস্থা নিতে বিরোধীদলীয় নেতা পিএমএল-এন সভাপতি শাহবাজ শরিফের চেম্বারে বৈঠক করেন বিরোধী দলের আই-নপ্রণেতারা। পার্লামেন্টের অধিবেশন প্রথম দফা মুলতবির সময় অনুষ্ঠিত হয় এ বৈঠক। এ সময় স্পিকার আসাদ কায়সারের চেম্বারে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে বিরোধী আইনপ্রণেতাদের একটি প্রতিনিধিদল। দলের সদস্যরা স্পিকারকে জাতীয় পরিষদে তাঁর সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করে যাওয়ার আহ্বান জানান।

একপর্যায়ে সরকার ও বিরোধী দলের আইনপ্রণেতারা একমত হন, কারও বক্তব্যের সময় বিঘ্ন ঘটানো হবে না। বিরোধীদের পক্ষে জমিয়ত-ই-ইসলামের (ফজল) নেতা মাওলানা আসাদ মাহমুদ বলেন, তাঁরা পিটিআইয়ের কোনো আইনপ্রণেতার বক্তব্যে বাধা সৃষ্টি করবেন না। তবে তাঁদের কারও বক্তব্যের সময় এমনটা করা হলে তাঁরা সম্মিলিতভাবে হট্টগোল বাধাবেন।

অন্যদিকে পিএমএল-এন মুখপাত্র মরিয়ম আওরঙ্গজেব বলেন, সরকারি দলের কোনো শর্তই তাঁরা মানবেন না। আজকেই অনাস্থা প্রস্তাবের ওপর ভোটাভুটি হতে হবে।

ভোটাভুটি সামনে রেখে পাকিস্তানের ইংরেজি সংবাদমাধ্যম ডন একটি হিসাব প্রকাশ করেছে। সে অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রী ইমরানের বিরুদ্ধে ভোট দিতে প্রস্তুত ১৭৬ জন আইনপ্রণেতা। আর অনাস্থা পাস হতে দরকার ১৭২ ভোট। ফলে ভোটাভুটিতে ইমরানের পরাজয় নিশ্চিত বলেই মনে করা হচ্ছিল।

যেভাবে সংকটের শুরু

দেশের আর্থিক দুরবস্থা ও ভুল পররাষ্ট্রনীতির অভিযোগে প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের বিরুদ্ধে এই অনাস্থা প্রস্তাব আনে বিরোধী দলগুলো। তবে একে 'অসাংবিধানিক' আখ্যা দিয়ে ৩ এপ্রিল খারিজ করে দেন জাতীয় পরিষদের ডেপুটি স্পিকার কাসিম খান সুরি। ওই দিনই প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে জাতীয় পরিষদ ভেঙে দেন প্রেসিডেন্ট আরিফ আলভি। এতে চরম রাজনৈতিক সংকটে পড়ে পাকিস্তান।

এ অবস্থায় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নোটিশ দেন সুপ্রিম কোর্ট। বিরোধীরাও আদালতের দ্বারস্থ হন। এর ওপর টানা পাঁচ দিনের শুনানি শেষে গত বৃহস্পতিবার অনাস্থা প্রস্তাব খারিজ ও জাতীয় পরিষদ ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্তকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করেন সুপ্রিম কোর্ট। একই সঙ্গে শনিবার অনাস্থা প্রস্তাবের ওপর ভোট আয়োজনের নির্দেশ দেন।

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়



নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১
ব্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00

প্যাকেজ-২
ব্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00

প্যাকেজ-৩
ব্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00

প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527



নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

(শেষের পাতার পর)

বিশিষ্ট ব্যাংকার ও ক্রিকেটার ওয়াহিদুল করীম বাবুল, বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি মরহুম কামাল আহমেদ সহ মহামারী কভিডে আক্রান্ত হয়ে যারা ইন্তেকাল করেছেন তাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা দোয়া করা হয়।

প্রেসক্লাবের সভাপতি আবু তাহেরের সভাতিত্বে অনুষ্ঠিত ব্যতিক্রমী এই মাহফিল পরিচালনা করেন প্রেসক্লাকের সাধারণ সম্পদক মনোয়ারুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সভাপতি। এরপর পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত এবং বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন প্রেসক্লাবের কোষাধ্যক্ষ রশীদ আহমদ এবং হামদ-নাত পরিবেশন করেন এটর্নী মঈন চৌধুরী।

মাহফিলে নিউইয়র্কের বিভিন্ন বাংলা মিডিয়ার সম্পাদক, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী ও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও প্রেসক্লাবের বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তা এবং সদস্যগণ সহ শতাধিক বাংলাদেশী এই ইফতার মাফিল ও দোয়া পার্টি অংশ নেন।

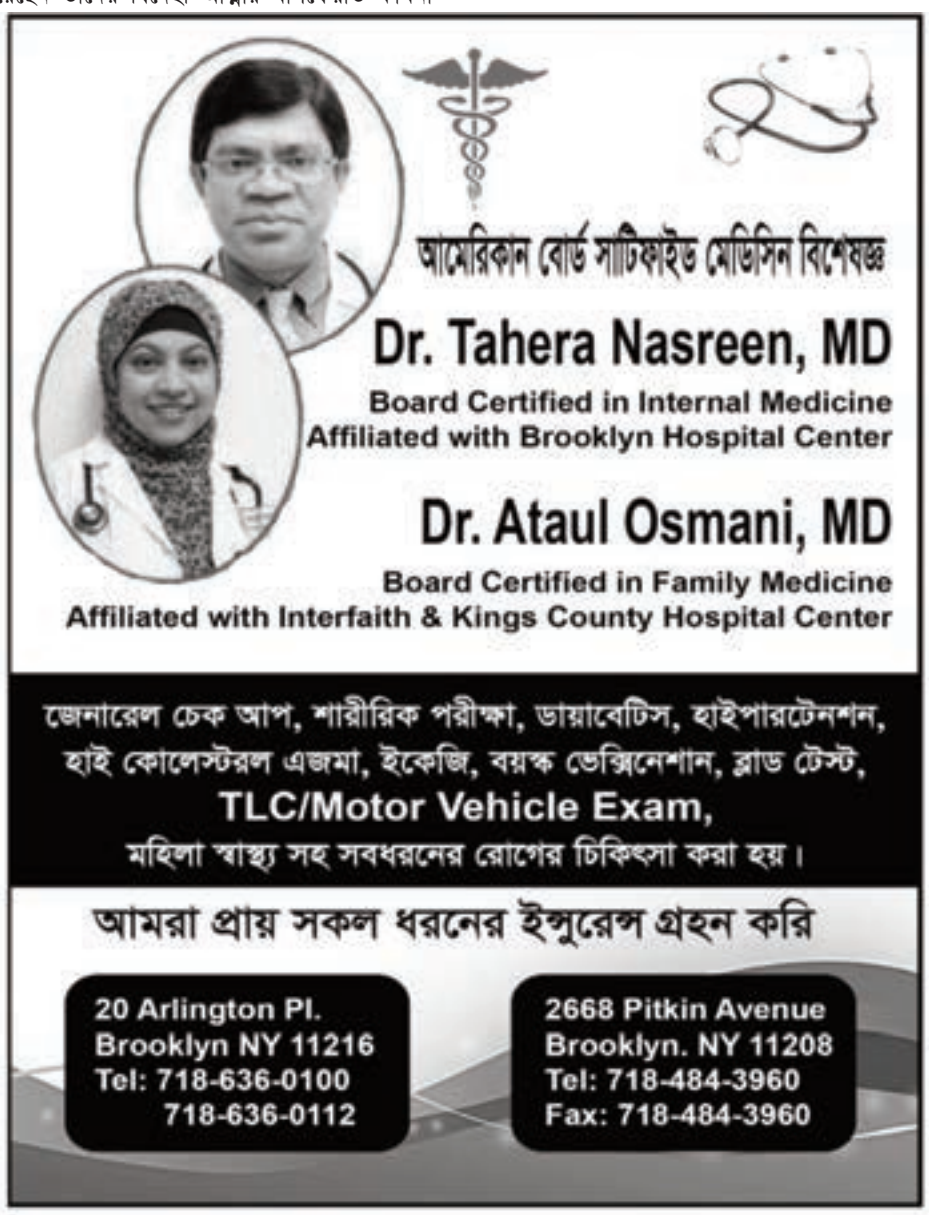
বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)







Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস
167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয়।

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

ব্রঙ্কস এর জেরিগা এভিনিউর উপরে ৬ ট্রেন সনাবওয়ে এবং স্টারলিং এভিনিউ এর অতি সন্নিকটে সেমিবেসমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ : ৬৪৬-৭৩২-৮৭৯০।

কন্ডোমনিয়াম ভাড়া বা বিক্রয়

৩ বেড রুমের কন্ডোমিনিয়াম বিক্রয় অথবা ভাড়া হবে। ১৫৯৪ মেট্রোপলিটান এভিনিউ, পার্কচেস্টার, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২. মসজিদ, সুপারমার্কেট সাবওয়ে কাছে।

যোগাযোগ: ৩৪৭-৭৪০-২৪৬৩, ৩৪৭-৫৬৭-৮৭১০

রুম ভাড়া

করোনায় সেভেন ট্রেন সাবওয়ের কাছে সিঙ্গেল ওয়ার্কিং কর্মজীবী তরুনদের কাছে দুটি আলাদা রুম ভাড়া হবে। ভাড়া ৩৫০ ও ৪০০ ডলার। গ্যাস ও বিদ্যুত বিল আলাদা। কোন ভিজিটর আসতে পারবে না।

যোগাযোগ: ৭১৮-৫০৭-৪১৬৯

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২তলা ২ বেডরুম এটিক সহ বাসা ভাড়া দেওয়া হবে ফেব্রুয়ারি থেকে। 222-26 93 Avenue queens village মোবাইল নাম্বার (৩৪৭) ৪৬৮ ০৯০৩

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ ঠিকানায় সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডেরুম এটিক সহ বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
জা-১৭/২৪

জরুরী নিয়োগ

ম্যাসাচুসেটস এ স্প্রীং ফিল্ড শহরে একটি স্টোরে লোক নিয়োগ করা হচ্ছে। যোগাযোগ: ৪১৩-৩১৪-৮৪৯১
জা-১৭/২৪

বাসা ভাড়া

এস্টোরিয়ার ডিটমার্স বুলেভার্ড সাবওয়ের কাছে দুই বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: জামিল। ফোন: ৩৪৭-৬৭৯-০৭৮০
এ্যা-১৪/২১

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ ঠিকানায় সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডেরুম এটিক সহ বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
জা-১৭/২৪

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ৯০-৩৭ ১৯৮ ষ্ট্রীট, হলিস, নিউইয়র্ক ১১৪২৩ ঠিকানায় ফাস্ট ফ্লোরে এক বেডরুমের বাসা ১ ফেব্রুয়ারী থেকে ছোট পরিবারের কাছে (২/৩ সদস্য) ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৯৬৭-৭৪৯৯
জা-১০/১৭

রুম ভাড়া

কুইন্সের জ্যামাইকা এস্টেটে তিন তলা ফ্ল্যাটের একটি ফামিলির সাথে থাকার জন্য একটি সম্পূর্ণ পৃথক ফার্নিসড রুম ইউটিলিটি সহ একজন ব্যাচেলর অথবা স্বামী-স্ত্রীর কাছে ভাড়া হবে। বাসার এক ব্লকের মধ্যে এফ ট্রেন সবওয়ে (লাস্ট স্টপেজ) এবং অন্তত ৫/৬টি বাস স্টপেজ। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৫৮-৪২৯০ অথবা ৯১৭-৩০০-৫০০৪
ফে-০৭/২১

আবশ্যক

টেক্সাসের সান এন্টনিও শহরে বাংলাদেশী মালিকানাধীন আবাসিক হোটেলে ফ্রন্ট ডেস্ক ও হাউস কিপিংয়ে লোক প্রয়োজন। আগ্রহী প্রার্থীরা দ্রুত যোগাযোগ করুন।
মনির: ৬৬১-৩৭৩-১৫২৮
ন-০৮/১৫

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ব্রায়ারউডে (১৩৯ স্ট্রীট, ৮৭ এভিনিউ) এফ ট্রেনের সন্নিকটে আগামী মার্চ মাস থেকে প্রাইভেট হাউজের নীচতলা তিন রুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। মসজিদ, স্কুল, বাস, ট্রেন স্টপেজ- কয়েক ব্লকের মধ্যে।
যোগাযোগ: ৬৪৬-২৪০-৬০৬২
জা-৩১/ফে-০৮

আবশ্যক

নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডের সাফক কাউন্টিতে একটি ড্রাইভিং স্কুলের জন্য ফুল টাইম/পার্ট টাইম ইন্সট্রাক্টর আবশ্যক। প্রার্থীকে অবশ্যই অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
যোগাযোগ: ৬৩১-২৭৫-০০৭
মা-২৮/০৪

বাসা ভাড়া

এস্টোরিয়া ডিটমার্স বুলেভার্ড সাবওয়ের কাছে দুই বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে।
যোগাযোগঃ জামিল ৩৪৭-৬৭৯-০৭৮০

বেসমেন্ট ভাড়া

জেরিগা এভিনিউ(ব্রঙ্কস) এর উপরে ৬ ট্রেন সাবওয়ে এবং স্টারলিং এভিনিউ এর অতি সন্নিকটে সেমিবেসমেন্ট আগামী ১লা এপ্রিল থেকে ভাড়া দেয়া হবে।
যোগাযোগঃ ৬৪৬-৭৩২-৮৭৯০

ইয়েলো ট্যাক্সি মেডালিয়ান বিক্রয়

গাড়ীসহ হুইল চেয়ার ট্যাক্সি মেডালিয়ান বিক্রয় হবে। আগ্রহী ব্যক্তি যোগাযোগ করুন: ফোন: ৩৪৭-৩৪৫-৮৭০০

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্
যোগাযোগঃ **৬৩১-২৭৫-৪০০৭**

ঢাকায় জমি/প্লট ক্রয়

আমরা ঢাকায় গুলশান, বারিধারা, উত্তরা, পূর্বাচল এবং বসুন্ধরায় যে কোন সাইজের জমি/প্লট ক্রয় করে থাকি।
যোগাযোগ করুন:
আমেরিকা: Omar Chowdhury Tel: (+1) 404-610-4002
e-mail: omarchowdhury@hotmail.com
লন্ডন: Foyzul Islam Tel: (+44) 794-9533089
e-mail: foyzul.islam@hotmail.co.uk

পাত্র আবশ্যক

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি, সুশ্রী, শান্ত স্বভাবের কানাডিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ বর্ষে অধ্যয়নরতা, ২৩ বছর বয়সী, সিটিজেন, নামাজী পাত্রীর জন্য নামাজী উপযুক্ত ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার পাত্র আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৬৪৭-৬৩৭-৫৭৮৯
মা-০৭/২৮

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

৭১৮-৪৭২-৯৯২৩

রুমমেট আবশ্যক

জ্যামাইকার ১৬৮ হিলসাইড এভিনিউর ১৬৯ সাবওয়ের (এফ ট্রেন) একেবারে সাথে এপারটমেন্ট বিল্ডিংএ একজন অধুমপায়ী, কর্মজীবি রুমমেট আবশ্যক। রুম খালি আছে, ১ জানুয়ারী অথবা ফেব্রুয়ারী মাসের ১ তারিখ থেকে উঠতে পারবে। মাসিক ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে।
যোগাযোগ: মান্নান। ফোন: ৩৪৭-৪২০-২৬৯২ ডি-২৭/জা-০৩

মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে অবস্থিত একটি স্বনামধন্য ডায়াগনিস্টিক সেন্টারে কাজ করার জন্য বাংলাভাষী মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক। বাংলাদেশ থেকে ডাক্তারী পাশ করা বা নার্স হিসাবে কাজে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।

যোগাযোগঃ ২৬৭-৩৪২-১৪৮১

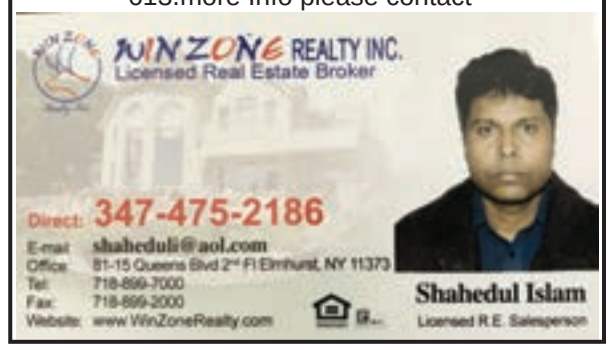
টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোচিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে। কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।

ফোনঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

সিলেটে জায়গা বিক্রয়

সিলেটের চন্ডিপুল বলদী মৌজা এলাকায় কুশিয়ারা মেইন রোড সংলগ্ন ৪০ শতক জায়গা বিক্রয় হইবে। পূর্বে সিলেট-ঢাকা-চৌমুহনী (চন্ডিপুল), পশ্চিমে কুশিয়ারা কনভেনশন হল, উত্তরে ইকবাল টাওয়ারে পূবালী ব্যাংক, দক্ষিণে নিয়ামাহ টাওয়ার মেঘনা ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। যোগাযোগ: মহিদুল ইসলাম লোফা। **ফোন: ১-৯২৯-২৬১-৩৮৬২** জা-৩১/ফে-২২

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।

Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444







প্যানেল গঠন নিয়ে জল্পনা-কল্পনা

(শেষের পাতার পর)

আমেরিকা ইনক-এর কার্যকরী কমিটি ২০২২-২০২৪-এর নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে। ঘোষিত তফসিল মোতাবেক এসোসিয়েশনের কার্যকরী কমিটির নির্বাচন আগামী ৫ জুন অনুষ্ঠিত হবে। নিউইয়র্ক, নিউজার্সী, কানেকটিকাট ও পেনসিলভানিয়া রাজ্যের ১০ হাজারের অধিক সদস্য এই নির্বাচনে ভোটার বলে জানা গেছে। এদিকে তফসিল ঘোষণার পর শুরু হয়েছে প্যানেল গঠনের জল্পনা-কল্পনা।

জানা গেছে, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের নির্বাচন ঘিরে সাবেক সভাপতি বদরুল হোসেন খান ও বর্তমান কোষাধ্যক্ষ মইনুল ইসলামের নেতৃত্বে 'বদরুল-মইনুল' প্যানেল হচ্ছে এমন কথা কমিউনিটিতে আলোচিত হলেও আরো একটি প্যানেলের কথা শুনা যাচ্ছে। কেননা, সম্ভাব্য 'বদরুল-মইনুল' প্যানেলের পক্ষ থেকে সভাপতি পদপ্রার্থী বদরুল হোসেন খান ও সাধারণ সম্পাক পদপ্রার্থী মইনুল ইসলাম সহ অন্যান্য প্রার্থীর উপস্থিতিতে মনোনয়নপত্রের প্যাকেজ ক্রয় করলেও একক প্রার্থী হিসেবে একাধিক ব্যক্তিবর্গ তাদের নিজ নিজ মনোনয়নপত্র ক্রয় করেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন- শাহ মিজান, আবুল ফজল লিটন, দরুদ মিয়া রনেল, সাইকুল ইসলাম, সারোয়ার হোসেন, ফয়সাল আহমেদ প্রমুখ। সভাপতি পদে আবুল ফজল লিটন এবং সাধারণ সম্পাদক পদে দরুদ মিয়া রনেল ও সাইকুল ইসলাম নিজ নিজ মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন এবং তারা 'বদরুল-মইনুল' প্যানেলে বিরুদ্ধে পাল্টা প্যানেল অথবা ব্যক্তিগতভাবে নির্বাচন করবেন বলে জানা গেছে। তবে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের নির্বাচনে 'বদরুল-মইনুল' একটি শক্ত প্যানেল হচ্ছে এটা অনেকেই নিশ্চিত করেছেন। এই প্যানেলে পক্ষে বড় একটি অংশ কাজ করছে ও সমর্থন জানাচ্ছে। প্যানেলটির পক্ষ থেকে ১০/১২ হাজার ভোটার করা হয়েছে বলে জনশ্রুতি রয়েছে। ফলে ব্যাংক ভোট নিয়ে 'বদরুল-মইনুল' খোশ মেজাজেই রয়েছেন। এদিকে গত ৩ এপ্রিল আয়োজিত এসোসিয়েশনের ইফতার ও দোয়া মাহফিলে সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী ও বর্তমান কোষাধ্যক্ষ মইনুল ইসলামের পক্ষ থেকে অতিথিদের মাঝে একটি করে জায়নামাজ উপহার দেয়ার বিষয় কমিউনিটিতে ব্যাপক আলোচিত হয়েছে। এই উপহারকে অনেকে 'বদরুল-মইনুল' প্যানেলের পক্ষ থেকে মইনুল ইসলামের 'নির্বাচনী উপহার' হিসেবে আখ্যায়িত করছেন।

নির্বাচনের ব্যাপারে দরুদ মিয়া রনেল বলেন, আমি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি এটা শতভাগ সত্যি। কেননা, আমরা জেনেশুনে আমাদের প্রিয় সংগঠনের সুনাম নষ্ট করতে পারি না। সংগঠনে এক নায়কতন্ত্র চলতে দেয়া যায় না।

সাইকুল ইসলাম বলেন, নির্বাচন করবো বলেই মনোনয়নপত্র ক্রয় করেছি। আমরা পরিবর্তন চাই, সংগঠনকে কোন ব্যক্তির কাছে জিম্মি করতে চাই না। তিনি বলেন, সব কিছু ঠিকা থাকলে নির্বাচন ঘিরে চমক দেখাবো।

অপরদিকে তফশিলের ঘোষণা অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন গত ৩ এপ্রিল, রোববার বিকাল ৩টা থেকে ৬টা পর্যন্ত উডসাইডের গুলশান ট্যারেসে নির্বাচনী প্যাকেজ বিতরণ করা হয়। এই প্যাকেজে ভোটার তালিকা, প্রার্থী ফরম, প্রার্থীতা প্রত্যাহার ফরম, এসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্রসহ যাবতীয় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র অন্তর্ভুক্ত ছিলো। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আগ্রহীরা নগদ ১৫০ ডলারের বিনিময়ে এই ফর্ম সংগ্রহ করেন। এদিন কার্যকরী পরিষদের ১৯ পদে ৩৭টি মনোনয়ন পত্র বিক্রি হয়। এতে সংগঠনের আয় হয়েছে ৫,৫৫০ ডলার।

উল্লেখ্য, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের ৫ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার হচ্ছেন বাংলাদেশ সোসাইটি ও জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান সেলিম। কমিশনের সদস্যরা হলেন- মোশাররফ হোসেন, সাব্বির হোসেন, আহমেদ এ হাকিম ও মিনহাজ আহমেদ।



ফ্লোরিডায় বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিস উদ্বোধন

(শেষের পাতার পর)

দাবী পূরণ হলো। গত ৭ এপ্রিল বৃহস্পতিবার মায়ামীতে নতুন কন্স্যুলেট অফিসের উদ্বোধনকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে এ মোমেন।

মায়ামীর ৭৬০ নর্থওয়েস্ট, ১০৭ এভিনিউতে অবস্থিত এপার্টমেন্ট ভবনের ৩২০ নম্বর স্যুইটে ফিতা কাটার মধ্যদিয়ে নতুন কনস্যুলেটের উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে ওয়াশিংটনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এম শহীদুল ইসলাম ছাড়াও মায়ামীর আশপাশের কয়েকটি সিটির মেয়র শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। এই কনস্যুলেটের প্রথম কনসাল জেনারেল ইকবাল আহমেদ অতিথিদের স্বাগত জানান। কয়েক মাস আগে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাকে কনসাল জেনারেল হিসেবে নিয়োগ দেয়।

এর আগে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন মায়ামীতে পৌঁছলে সর্বস্তরের প্রবাসীরা তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান। এসময় উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে আওয়ামী লীগ নেতা ফজলুর রহমান, মুজিবউদ্দিন, এডভোকেট জহীর, নান্নু আহমেদ, নাফিজ জুয়েল, আনোয়ার খান দিপু, লেবু চৌধুরী, যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের নেতা ইফজাল চৌধুরী, জামাল হোসেন ডেমক্র্যাটিক পার্টির নেতা জুনায়েদ আকতার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন বলেন, পৃথিবীর বেশ কটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নিজস্ব ভবনে আমাদের দূতাবাস, কন্স্যুলেট স্থাপিত হয়েছে। এ ধারা সূচিত হয় জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর আমলে। এরপর আবারো শুরু হয়েছে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনা রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর। আমরা আশা করছি, বাংলাদেশে বিনিয়োগের অপূর্ব পরিবেশ বিরাজ করছে, ফ্লোরিডার ব্যবসায়ী-শিল্পপতিরাও এই সুযোগ লুফে নেবেন।

ড. মোমেন বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যা বলেন তা করেন। প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়নে শেখ হাসিনা তার বাবা বঙ্গবন্ধুর মতোই সাহসী একজন ব্যক্তিত্ব। এভাবেই তিনি নানা সীমাবদ্ধতা সত্বেও বাংলাদেশকে উন্নয়নের মডেল হিসেবে পরিণত করেছেন।

ড. মোমেন প্রবাসীদের একেকজনকে মাতৃভূমির একজন রাষ্ট্রদূত হিসেবে পুনরুল্লেখ করে বলেন, করোনাকালেও প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সচল রাখা সম্ভব হয়। এজন্য প্রবাসীদেরকে অভিবাদন জানান।

উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন যাবত ফ্লোরিডায় বাংলাদেশ কন্স্যুলেট জেনারেলের অফিসের দাবি ছিল। শেখ হাসিনা ফ্লোরিডা প্রবাসীদের ২৭ বছর আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি ক্ষমতায় গেলে এই দাবী পূরণ করবেন। সেই দাবী অবশেষে পুরণ হলো। এদিকে টেক্সাস, মিশিগান, জর্জিয়াতেও কনস্যুলেট অফিস স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাই করা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

উদীচী-প্রোগ্রেসিভ ফোরাম ও মহিলা

(শেষের পাতার পর)

মুন্সিগঞ্জের বিজ্ঞান শিক্ষক হৃদয় মন্ডলকে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের মিথ্যা অভিযোগে গ্রেফতারের প্রতিবাদে গত ৮ এপ্রিল নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী যুক্তরাষ্ট্র সংসদ, প্রোগ্রেসিভ ফোরাম ইউএসএ ও মহিলা পরিষদের মিলিত উদ্যোগে প্রতিবাদ সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। উদীচীর সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা সুব্রত বিশ্বাসের সভাপতিত্বে প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রবাসের প্রথম বাংলা পত্রিকা প্রবাসী'র সম্পাদক, প্রবীণ সাংবাদিক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ, প্রবীণ সাংবাদিক সাপ্তাহিক আজকাল-এর প্রধান সম্পাদক মনজুর আহমদ, সাপ্তাহিক প্রথম আলো'র সম্পাদক ইব্রাহিম চৌধুরী, প্রোগ্রেসিভ ফোরামের সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা খুরশেদুল ইসলাম ও জাকির হোসেন বাচ্চু, মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদিকা সুদ্রিতা পাল, জাসদের সাধারণ সম্পাদক নুরে আলম জিকু, উদীচী জ্যামাইকা শাখার সভাপতি বাবুল আচার্য, প্রগতিশীল ব্যক্তিত্ব রতন কর্মকার, বাংলাদেশ কৃষক সমিতি কেন্দ্রীয় নেতা বিল্লব চাকি প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন উদীচীর সাধারণ সম্পাদক আলীম উদ্দীন।

সভায় বক্তারা বলেন, আমি কি পরবো না পরবো, কি খাবো না খাবো তা আমার ব্যক্তিগত বিষয়। মৌলবাদী গোষ্ঠী আজ এসবের গায়ে ধর্মীয় মোড়ক পরিয়ে মানুষকে ধর্মীয় অনুশাসনে আটকিয়ে নিতে চাইছে। কিছুদিন আগে একজন সচিব তার মন্ত্রণালয়ে ধর্মীয় বিশেষ পোষাক পরে আসার নির্দেশ প্রদান করেন। প্রতিবাদ উঠলে তা প্রত্যাহার করা হয়, কিন্তু সচিবের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি। লতা সমাদ্দার টিপ পরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার পথে রাস্তায় কর্মরত পুলিশ তার সাথে চরম অসদাচরণ করেছে। সাম্প্রদায়িক বিভেদের উস্কানিমূলক গালাগাল করেছে। পুলিশ রাষ্ট্রের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, মানুষের সমাজের মতবিরোধ, মতভেদ দেখভাল করার কথা। সেক্ষেত্রে পুলিশ নিজেই আজ আইনের বরখেলাফ করে সাম্প্রদায়িক বিভেদে লিপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগে হৃদয় মন্ডলের গ্রেফতারের ব্যাপারে বক্তারা বলেন, দেশের সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণ ও ত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীনতার মূল ভিত্তি এবং জনগণের প্রত্যাশা ছিল বাংলাদেশ হবে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। কিন্তু এখন যা ঘটছে এবং ঘটে চলেছে তা দেখে প্রতীয়মান হয় দেশটা আজ আর মুক্তিযুদ্ধের চেতনার জায়গায় নেই। সমগ্র দেশ আজ মৌলবাদের, পরাজিত শক্তির করতলে চলে যাচ্ছে। বক্তারা অভিযোগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, সরকারের প্রচ্ছন্ন মদত ও পৃষ্ঠপোষকতায় দেশের গ্রাম গঞ্জে সর্বত্র অবাধে মৌলবাদী চর্চা চলছে। মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রগতি বিরোধী মৌলবাদী চর্চার প্রসার স্বাধীন বাংলাদেশকে পাক আমলের চেয়েও চরম সাম্প্রদায়িকাতর দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সরকার মৌলবাদের আবদারে স্কুল কলেজের পাঠ্যবইয়ে সাম্প্রদায়িকতার বিভেদ ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পাঠ্য বইতে প্রগতিশীল লেখকদের লেখা পরিকল্পিতভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে। মৌলবাদের প্রতি সরকারের দুর্বলতার সুযোগে মৌলবাদের প্রভাবে গ্রামে-গঞ্জে খেলাধূলা, যাত্রা, নাটক, পালাগান, কবিগান, সিনেমা বন্ধ হয়ে গেছে। সরকার তার দিকে নজর না দিয়ে মৌলবাদকে খুশী করতে ইসলামী বিধি ব্যবস্থা বেশি করে গড়ে তোলা হচ্ছে। তারই পরিণতি ও প্রতিফলনই আজ স্কুল কলেজ সর্বত্র ঘটছে।

বক্তরা বলেন, হৃদয় মন্ডলের বিরুদ্ধে পরিকল্পিতভাবে ধর্মীয় অনুভূতির অভিযোগ তুলে মামলা করে তাকে জেলে প্রেরণ করা হয়েছে। স্কুলে বিজ্ঞান শিক্ষার ক্লাসে বিজ্ঞান ও ধর্ম নিয়ে আলোচনা করছিলেন তিনি। ওই আলোচনা এক শিক্ষার্থী মুঠোফোনে ভিডিও ধারণ করে সামাজিক যোগাযোগে শেয়ার করে উত্তেজনা সৃষ্টি করে গ্রেফতার ও হেনস্তার পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক একজন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীকে দিয়ে মামলা করে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। লক্ষণীয় ব্যাপার স্থানীয় দুষ্ট চক্র প্রভাবশালীদের প্রভাবে মামলা জামিনযোগ্য হওয়া সত্বে দুইবার আবেদন করা সত্বে তাকে জামিন দেওয়া হয়নি। বক্তরা আরও বলেন, পত্রপত্রিকায় আমরা হৃদয় মন্ডলের কথোপকথন পড়েছি, কোথাও ধর্ম অবমাননার কোনও উল্লেখ দেখিনি। তিনি যা বলেছেন, বিজ্ঞানের বিশ্লেষণই লক্ষ্য করেছি। আজকে ডিজিটেল পদ্ধতিতে দেশকে উন্নতির দিকে নেওয়ার প্রচেষ্টা চলছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভিত্তিতে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে স্কুল কলেজে বিজ্ঞানের চর্চা অপরিহার্য। সেক্ষেত্রে বিজ্ঞান পড়ানোর কারণে হৃদয় মন্ডলকে জেলে যেতে হয়েছে। এটা জাতির জন্য লজ্জার এবং দেশের শিক্ষার অগ্রগতির জন্য চরম হুমকি। বক্তারা সরকারের উদ্দেশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ঘটনার বেশ কয়েকদিন অতিক্রান্ত হতে চলেছে অথচ সরকার ব্যাপারটি নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্চ করছে না। অনেকে অভিযোগ করে বলেন, এর আগে রাম, হাটহাজারি, ব্রাম্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর, নারয়াণগঞ্জে এবং সুনামগঞ্জের শাল্লায় ধারাবাহিকভাবে ঘটনা ঘটে চলেছে। সরকার একটি ঘটনারও বিচার করেনি। অধিকন্তু দোষীদের পৃষ্ঠপোষকতা দিতে দেখা গেছে। ব্রাম্মণবাড়িয়ায় গোয়েন্দা পুলিশ তদন্ত রিপোর্ট দিয়ে বলেছে, রসরাজ একটি অশিক্ষিত ছেলে তার পক্ষে এমন কাজ করার উপযুক্ত নয়। তারপরও তাকে জেলে থাকতে হয়েছে। উল্টো অপরাধীদের মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। একই ঘটনা শাল্লার ঘটনায় দেখা গেছে। অভিযুক্ত ৫২জনকে মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। অথচ ঝুলন দাসকে নিরাপত্তার অজুহাতে জেলে রাখা হয়েছে। সরকার নিরপরাধের নিরাপত্তা দিতে পারে না অথচ অপরাধীদের বাইরে রেখে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। যে মামুনুল প্রধান অভিযুক্ত তারও কিছু হয়নি। সরকারের বিচারহীনতা ও দ্বি-চারিতাই আজ দেশে মৌলবাদের অবাধ রমরমা প্রভাব।

প্রতিবাদ সভা থেকে অবিলম্বে হৃদয় মন্ডলকে মুক্তির দাবি জানানো হয়। একই সাথে মৌলবাদের আচল ছেড়ে স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে সরকারের প্রতি পরামর্শ এবং হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

কুইন্স কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার হলেন আবু জাফর মাহমুদ

বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্কের কুইন্স কমিউনিটি বোর্ড নং ৪ এর মেম্বার হলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা, রাজনীতি বিশ্লেষক ও নিউইয়র্কে বাংলাদেশী সমাজে হোম কেয়ার সেবার পথ প্রদর্শক নেতা আবু জাফর মাহমুদ। বরো প্রেসিডেন্ট দনবান রিচার্ড এর অফিস থেকে ৪/৪/২০২২ সোমবার এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ১ এপ্রিল ২০২২ থেকে দুই বছরের মেয়াদে এই মেম্বারশীপ কার্যকর থাকবে। দায়িত্ব পালনের ভিত্তিতে পরবর্তীতে মেম্বারশীপ মেয়াদ বৃদ্ধি পাবে। এবছর কুইন্সের ১৪টি কমিউনিটি বোর্ডের ৩৪৫টি আবেদন পত্র গৃহিত হয়েছে ৮৮৪টির মধ্যে। আবেদন পত্র জমা হবার ইতিহাসে এবার সর্বোচ্চ আবেদনের মধ্যে এবার হয়েছে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। নিউইয়র্কের বাসিন্দা বাংলাদেশী আমেরিকান আবু জাফর মাহমুদ আমেরিকার মুলধারার রাজনীতিতে একজন জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। তিনি বাংলাদেশীদের মধ্যে যেমন পরিচিত ও সমাদৃত, মুলধারার রাজনীতিকদের মধ্যেও তার গ্রহনযোগ্যতার উচ্চতা সাজিয়েছেন। নিউইয়র্কে তাঁর অবস্থান ৩০ বছর অতিক্রম করতে চলেছে। সামাজিক, রাজনৈতিক কর্মকান্ড ছাড়িয়ে তিনি মিডিয়া জগতেও আপনজন্ন হয়েছেন তার স্বভাব সুলভ আচরণ ও জীবন দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্টের গুণে। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সম্পর্ক ও বিশ্ব রাজনীতির নানা দিক নিয়ে তাঁর লেখা পাঠক মহলে তাঁকে বিশেষ স্থান করে দিয়েছে। সমাজে বহুল আলোচিত এই রাজনীতিক বাংলাদেশ স্বাধীন হবার আগে থেকে মানবিক মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমকে জীবনাদর্শ রূপে গ্রহন করে আন্দোলন সংগ্রামে সাধারণ মানুষের আপন জন থাকার পথ সন্ধানে নিবেদিত থাকেন।



১৯৬৭ সনে জীবনের প্রথম পুরস্কার অর্জন করেন ঢাকা বাংলা একাডেমী থেকে। দেশাত্মবোধক কবিতা লিখে সারা পূর্ব পাকিস্তানে তিনি দ্বিতীয় পুরস্কার পান। সনদ্বীপে জন্মগ্রহনকারি আবু জাফর মাহমুদ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নেন তৎকালীন কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক এবং সন্দ্বীপ থানা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্বে থাকা কালে। দেরাদুন মিলিটারী একাডেমি থেকে সামরিক পাস আউট করে বি এল এফের পার্বত্য চট্টগ্রাম জুড়ে মাউন্টেন ব্যাটেলিয়নের একজন অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেন তিনি। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজতত্ত্বে এম এ পাশ করেন তৎকালীন বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তীকালীন অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নিজের বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত হবার তাগিদে একদিকে একাডেমিক শিক্ষা এবং অপরদিকে রাষ্ট্র পরিচালনা সম্পর্কিত জ্ঞান অন্বেষণের পথ খুঁজতে নামেন তিনি।

অনেককে অবাক করে দিয়ে সাম্প্রতিক ডেমোক্রেটিক প্রাইমারী নির্বাচনের দিন সকাল বেলায় একজন মেয়ার প্রার্থী, একজন কুইন্স বরো প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী, একজন কাউন্সিলম্যান পদপ্রার্থী এবং একজন জাজ এর পক্ষে র ্যালি(মিছিল) করেন জ্যাক্সন হাইটসের ৭২-২৮ ব্রডওয়ে নিজ কার্যালয় থেকে। মিছিলের ব্যানারে প্লেকার্ডে থাকা ছবিতে দেখানো এই প্রার্থীরাই আজ একজন হলেন নিউইয়র্ক সিটি মেয়র, একজন কুইন্স বরো প্রেসিডেন্ট, একজন হলেন জ্যাক্সন এলাকার কাউন্সিল্যান এবং অপরজন হলেন বাংলাদেশী আমেরিকান জাজ সোমা সাঈদ। আবু জাফর মাহমুদ সব সময় নেতা তৈরীর দায়িত্ব পালন করেছেন। নিজেকে নেতার পদে নেয়ার চিন্তায় অভ্যস্থ হন নি। নিউইয়র্কে হোম কেয়ারের মাধ্যমে বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের সেবা দেয়ার আমেরিকান মডেলকে ভালোবাসা, আদর যত্নে বাঙালী সমাজে এক অপূর্ব হোম কেয়ার সৃষ্টির অগ্রদূতের নাম আবু জাফর মাহমুদ। বাংলা সিডিপ্যাপ হম কেয়ার এখন পত্রিকার পাতা খুললেই দেখা যায়। শীঘ্রই তাকে দেখা মিলবে এলমহার্ষ্ট হাসপাতাল পরিচালনায় ব্যবস্থাপক এবং ডাক্তারদের সাথে অন্যান্য হাসপাতাল সহ চিকিৎসা কেন্দ্রে মানুষের সেবায় আধুনিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতে দায়িত্ব পালনে।







বাংলা পত্রিকা

প্রান্তিক পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা | The Weekly Bangla Patrika // Monday // April 11 // 2022

সাকিবের শাশুড়ি আর নেই



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের সময় মায়ের অসুস্থতার সংবাদ পান সাকিব আল হাসান। অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন তার শাশুড়ি নার্গিস বেগমও। যেকারণে টেস্ট না খেলেই দেশে ফিরেন সাকিব। এবার বড় দুঃসংবাদ পেলেন বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার। সাকিবের শাশুড়ি আর নেই। দীর্ঘদিন ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াই করে শুক্রবার দিবাগত রাত পৌনে তিনটায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) চিকিৎসা চলছিল নার্গিস বেগমের। জানা গাছে, শাশুড়ি মারা গেলেও যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসতে পারবেন না সাকিব। গত ১লা এপ্রিল বড় মেয়ে আলাইনা হাসানকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে যান সাকিব। সেখানে মেয়েকে একা রেখে আসা সম্ভব নয় এজন্য দেশে ফেরা হচ্ছে না বাঁহাতি অলরাউন্ডারের। মায়ের অসুস্থতা ও চিকিৎসাজনিত কারণে যুক্তরাষ্ট্রে যেতে পারেননি সাকিবের স্ত্রী উম্মে আহমেদ শিশির। ছোট মেয়ে ও ছেলেকে নিয়ে বাংলাদেশে ছিলেন তিনি।





এনওয়াইপিডি'র গোয়েন্দা বিভাগে বাংলাদেশী অফিসারদের সংখ্যা বাড়ছে

নিউইয়র্ক: এনওয়াইপিডি'র গোয়েন্দা বিভাবে বাংলাদেশী অফিসারদের সংখ্যা বাড়ছে। সর্বশেষ গত এপ্রিল ১, ২০২২ শুক্রবার, তিনজন বাংলাদেশী-আমেরিকান এনওয়াইপিডি'র গোয়েন্দা বিভাগের তৃতীয় গ্রেড থেকে সম্মানজনক দ্বিতীয়-গ্রেড পদে পদোন্নতি পেয়েছেন এবং একজন পুলিশ অফিসার থেকে গোয়েন্দা বিভাগে তৃতীয় গ্রেডে পদোন্নতি পেয়েছেন। ওয়ান পুলিশ প্লাজায় এ পদোন্নতি অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। কমিশনার কিচ্যান্ট সেওয়েল, বিভাগের প্রধান কেনেথ কোরি এবং শত শত পুলিশ কর্মী ও পরিবারের সদস্যরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

পদোন্নতিপ্রাপ্ত গোয়েন্দা মাসুদ রহমান ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশের নোয়াখালী থেকে তার পরিবারের সদস্যদের সাথে যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। তিনি লোয়ার ইস্ট সাইড, ম্যানহাটনে বড় হয়েছেন। তার পিতার নাম (মৃত) নুরুল ইসলাম। তিনি তৃতীয় গ্রেড থেকে পড়াশুনা শুরু করেন এবং বিএমসিসি থেকে সহযোগী ডিগ্রি সম্পন্ন করেন। তিনি ২০০২ সালে একজন পুলিশ অফিসারের পদে এনওয়াইপিডি-তে যোগ দেন এবং গোয়েন্দাদের তৃতীয় গ্রেডে এবং এখন দ্বিতীয়-গ্রেডের গোয়েন্দায় উন্নীত হওয়ার পথে কাজ করছেন। তিনি পুলিশ বিভাগে অসামান্য কাজের পাশাপাশি বিভিন্ন সুযোগে বাংলাদেশী কমিউনিটির সেবা করে চলেছেন। একজন পুলিশ অফিসার হিসাবে সেভেন প্রিসেঙ্কট-এ নিয়োগ পাওয়ার পর তিনি তার কর্ম দক্ষতায় সাফল্য দেখিয়েছেন। তার দৃষ্টান্তমূলক কাজের জন্য তাকে একটি বিশেষ অভিজাত ইউনিট- ম্যানহাটন সাউথ গ্র্যান্ড লার্সেনি অ্যান্টি ক্রাইম ইউনিটে নিয়োগ দেয় হয়। আরেকটি সফল অ্যাসাইনমেন্ট তাকে ১৩ শতাংশ ডিটেকটিভ স্কোয়াডে নিয়োগ দেয়া হয়, যেখানে তিনি বড় বড় অপরাধ কর্মকান্ডের সমস্যার সমাধানে বিশেষ অবদান রাখেন। ২০১৮ সালে তাকে তদন্ত পরিচালনা করার জন্য পুলিশ কমিশনার অফিসে এবং বেসামরিক তদন্ত পরিচালনার জন্য পার্সোনেল ব্যুরোতে নিযুক্ত করা হয়েছিল। অপরাধ তদন্ত কাজের পাশাপাশি, গোয়েন্দা রহমান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য অনেক দেশের জন্য একজন বিশিষ্ট সুরক্ষা কর্মকর্তা হিসেবেও কাজ করেছেন। তিনি তার কর্মের জন্য নিউইয়র্ক সিটির অন্যান্য কমিউনিটি বিশেষ করে বাংলাদেশী কমিউনিটির মধ্যে সুপরিচিত এবং সম্মানিত। অনেক তরুণ তার দিকে তাকিয়ে আছে। ডিটেক্টিভ মোহম্মদ হোসেন ১৯৯০ সালে তার পরিবারের সদস্যদের সাথে যুক্তরাষ্ট্রে আগমন করেন। তার পিতার নাম আব্দুল খালিক। তারা সিলেটের বিয়ানী বাজারের আরিজখাটিলা গ্রামের অধিবাসী। তিনি প্রথম শ্রেণী থেকে স্কুল শুরু করেন এবং হাই স্কুল ফর হেলথ প্রফেশনস অ্যান্ড হিউম্যান সার্ভিসেস থেকে স্নাতক হন। তিনি নিউইয়র্কের সিটি ইউনিভার্সিটির লেম্যান কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ২০০৬ সালে নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ বিভাগে যোগদান করেন। তিনি হার্লেমে একজন পুলিশ অফিসার হিসাবে তার কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি কাউন্টার-টেররিজম ব্যুরোতে কাজ করার জন্য নির্বাচিত হন। ২০১৪ সালে তিনি এনওয়াইপিডি'র অভ্যন্তরীণ বিষয়ক ব্যুরোতে যোগ দেন এবং ২০১৬ সালে তিনি তার অসামান্য কাজের জন্য গোয়েন্দা বিভাগের তৃতীয় গ্রেডে উন্নীত হন। ডিটেক্টিভ হোসেন কঠোর পরিশ্রম করতে থাকেন, ফলে সহজেই গোয়েন্দা বিভাগের দ্বিতীয় গ্রেডে উন্নীত হন।



ডিটেক্টিভ হোসেন সম্পর্কে তার সাবেক সুপারভাইজার লেফটেন্যান্ট কমান্ডার শামসুল হক বলেন, 'ডিটেক্টিভ হোসেন একজন স্মার্ট, বিশদ-ভিত্তিক, প্রতিভাবান এবং অস্বাভাবিকভাবে তার কাজের প্রতি নিবেদিত। তিনি তার তত্ত্বাবধায়কদের দ্বারা যথেষ্ট সম্মানিত।' ডিটেকক্টিভ হোসেন সবার সাথে ভালো কাজ করে। আইন প্রয়োগকারী ক্ষমতায় তিনিই একমাত্র নন। তার ভাই আকমল হুসেন গত দশ বছর ধরে একজন সংশোধন কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। গোয়েন্দা হোসেনের অন্য পাঁচ ভাইবোন রয়েছেন। যাদের মধ্যে ২ জন শিক্ষক, একজন নার্স, একজন ডাক্তার এবং একজন আইটি বিশেষজ্ঞ। ডিটেকক্টিভ নিলুফা হোসেনকে বিয়ে করে হোসেন সুখি মুনুষ এবং তাদের তিনটি ছেলে রয়েছে।

অপর ডিটেকক্টিভ মোহাম্মদ আলী ১৯৯৭ সালে ডাইভার-সিটি ভিসা জয় করে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান। তার পিতা মোহাম্মদ মোক্তার হোসেন মজুমদার, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অবসরপ্রাপ্ত উপসচিব যিনি ব্যাপকভাবে বিআইএসই নামে পরিচিত। ডিটেকক্টিভ আলী যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসী হওয়ার আগে আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ থেকে স্নাতক হন। ম্যানহাটন কমিউনিটি কলেজ থেকে অ্যাসোসিয়েট ডিগ্রি শেষ করার পর, তিনি কম্পিউটার বিজ্ঞান এবং গণিতে স্নাতক ডিগ্রি সম্পন্ন করেন নিউইয়র্কের সিটি সিটি ইউনিভার্সিটি ব্রুকলীন কলেজে। তিনি ২০০৬ সালে নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ বিভাগে যোগ দেন এবং ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোতে একটি বিশেষ ইউনিটে নিয়োগ পান। তিনি ২০০৮ সালে গোয়েন্দা বিভাগের তৃতীয় গ্রেড পদে উন্নীত হন। আলী বর্তমানে ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর অধীনে লিড ইনভেস্টিগেশন ইউনিটে কর্মরত। তার নিবেদিত পরিশ্রমের কারণে সে গোয়েন্দা বিভাগের দ্বিতীয় গ্রেডে উন্নীত হয়। ডিটেকক্টিভ দিলরুবা জাহান-আলী দম্পতির তিনটি সন্তান রয়েছে।

গোয়েন্দা আসহাফিক চৌধুরীর জন্ম এবং বেড়ে ওঠা যুক্তরাষ্ট্রে। তার বাবার নাম সেলিম চৌধুরী এবং মায়ের নাম শাহনাজ চৌধুরী। তার বাবা-মা ফেনী জেলার বাসিন্দা। তিনি বেঞ্জামিন কার্ডোজো হাই স্কুল থেকে স্নাতক হন এবং সিটি কলেজে প্রাক-আইন বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি সম্পন্ন করেন। তিনি ২০১৭ সালে নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ বিভাগে যোগ দেন এবং কুইন্সের জ্যাকসন হাইটস, করোনায় কাজ শুরু করেন। ২০১৯ সালে তিনি তখন পেট্রোল বরো কুইন্স নর্থ অ্যান্টি-ক্রাইম টিমে কাজ করার জন্য নির্বাচিত হন, যারা সমগ্র কুইন্স জুড়ে সাদামাটা পোশাক প্রয়োগ করে। অবশেষে তাকে কুইন্সের জ্যামাইকার ১০৩তম ডিটেকটিভ স্কোয়াডে নিয়োগ দেওয়া হয় এবং গোয়েন্দা পদে উন্নীত হন। গোয়েন্দা চৌধুরীরা তিন ভাইবোন। তাদের মধ্যে একজন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল সরকারের চুক্তি বিশেষজ্ঞ, আরেকজন ফেডারেল সরকারের একজন সাইকোথেরাপিস্ট এবং চিফ অপারেশন অফিসার। গোয়েন্দা চৌধুরী স্ত্রী ফারিহা চৌধুরীকে বিয়ে করে সুখে আছেন।

এদিকে বাংলাদেশী আমেরিকান পুলিশ এসোসিয়েশনের সভাপতি ক্যাপ্টেন করম চৌধুরী এক বিবৃতিতে গোয়েন্দা হোসেন, রহমান ও আলীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন, একজন ডিটেকটিভ দ্বিতীয় গ্রেড পাওয়া কঠিন। বাংলাদেশী-আমেরিকান যারা গোয়েন্দা বিভাগে পদোন্নতি পেয়েছেন তাদের কাজ অনুকরণীয় এবং তারা আমাদের গর্ব, কমিউনিটির গর্ব।

এনওয়াইপিডি এখন বাংলাদেশী-আমেরিকানদের কাছে আকর্ষণীয় পেশায় পরিণত হয়েছে। বর্তমানে আনুমানিক ২০০০ জন বাংলাদেশী এনওয়াইপিডির বিভিন্ন বিভাগে দায়িত্ব পালন করছেন। যাদের মধ্যে ৪ জন ক্যাপ্টেন, ১০ জন লেফটেন্যান্ট, কয়েক ডজন সার্জেন্ট এবং গোয়েন্দা রয়েছেন। এছাড়াও এনওয়াইপিডি দ্বারা প্রায় ১,৪০০ বেসামরিক লোক নিযুক্ত রয়েছেন এবং তারা সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করছেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।











জ্যাকসন হাইটসের ৭৩ স্ট্রিটে নতুন শাখা উদ্বোধন

(শেষের পাতার পর)

প্রতিষ্ঠান সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেস করপোরেশন জ্যাকসন হাইটসে তাদের আরও একটি নতুন শাখার মাধ্যমে সেবার দুয়ার উন্মোচন করেছে। ৩৭-১৪ ৭৩ স্ট্রিটে (রুম # ২০১), প্রিমিয়াম রেস্টুরেন্ট বিল্ডিংয়ের দ্বিতীয় তলায় গ্রাহকরা গত ১ এপ্রিল থেকে দেশে অর্থ পাঠাতে পারছেন।

প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া, নেপাল, পাকিস্তান এবং ওয়েষ্ট আফ্রিকাতে ১৯৯৮ সাল থেকে অর্থ পাঠিয়ে আসছে। বাংলাদেশের অগ্রণী ব্যাংক, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিঃ, উত্তরা ব্যাংক লিঃ, ঢাকা ব্যাংক লিঃ, সাউথইস্ট ব্যাংক লিঃ, যমুনা ব্যাংক লিঃ, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, এবং সাউথ বাংলা এগ্রিকালচার এন্ড কমার্স ব্যাংক লিঃ এর মাধ্যমে 'ক্যাশ পিক আপ' এবং বাংলাদেশের সকল ব্যাংক একাউন্টে অর্থ পাঠানো হয়।

প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট ও সিইও মাসুদ রানা তপন বলেন, সানম্যান এক্সপ্রেস এর সকল শাখা এবং এজেন্ট লোকেশন থেকে গ্রাহকরা বাংলাদেশে 'বিকাশ' এর মাধ্যমেও অর্থ পাঠাতে পারবেন। এছাড়া খুব শিগ্রই 'মোবাইল ওয়ালেটস' এর মাধ্যমেও গ্রাহকরা অর্থ পাঠাতে পারবেন।

মাসুদ রানা তপন সকল গ্রাহকদের তাদের জ্যাকসন হাইটস্ শাখা, হিলসাইড এভিনিউ শাখা, এস্টোরিয়া শাখা এবং সকল এজেন্ট লোকেশন থেকে সানম্যান এক্সপ্রেস এর মাধ্যমে বাংলাদেশে অর্থ পাঠানোর অনুরোধ এবং সকলকে তাদের জ্যাকসন হাইটসের ৭৩ স্ট্রীটের নতুন অফিসে সেবা নেওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, নতুন অফিসটি সকল ১০টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা থাকবে।

BOMBAY
TRAVELS & GRAPHICS INC.
Grand Opening Special Grand Opening Special Grand Opening Special
সব থেকে সস্তায় টিকেট গ্যারান্টি
টার্কিস এয়ারলাইন্সে সেল সাথে ৩টি লাগেজ ফ্রি
Domestic & International
Emirates
Bahalul Syed (uzzal)
President
স্পেশাল সেল: সাউদিয়া এয়ারলাইন্স
Emirates ETIHAD SAUDIA QATAR KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SINGAPORE AIRLINES AmericanAirlines
DESIGN & PRINTING
• BANNER • FLYER • MAGAZINE
• POSTER • CALENDAR • BUSINESS CARD
PASSPORT PHOTO
168-25A Hillside Avenue, Jamaica NY 11432
Phone: 718-725-1332, Cell: 347-586-7124, Email: bombaytg@gmail.com

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO
CPA

sunman express
global money transfer
সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেস

জ্যাকসন হাইটসের ৭৩ স্ট্রিটে নতুন শাখা উদ্বোধন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: আমেরিকার সবচেয়ে পুরাতন এবং বিশ্বস্ত অর্থ প্রেরণকারী বাংলাদেশী **(বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)**

ফ্লোরিডায় বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিস উদ্বোধন

বিশেষ প্রতিনিধি: অবশেষে ফ্লোরিডার মায়ামীতে চালু হলো বাংলাদেশ কনস্যুলেট। আর এর মধ্য দিয়ে ফ্লোরিডা প্রবাসী সহ ট্রাইস্টেটে বসবাসকারী বাংলাদেশীদের দীর্ঘদিনের **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

SECI Sonali Exchange
A Subsidiary of Sonali Bank

সোনালী এক্সচেঞ্জের বিকাশ সার্ভিস চালু

নিউইয়র্ক: যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের মালিকানাধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠান সোনালী এক্সচেঞ্জ যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত প্রবাসীদের সুবিধার কথা **(বাকি অংশ ০৪ পাতায়)**

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**


নার্গিস আহমেদ


আবু জাফর মাহমুদ


ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার


ওসমান চৌধুরী


কামাল ভুইয়া


মোহাম্মদ তুহিন


দিলীপ নাথ


খন্দকার তারিকুল ইসলাম


আমিন মেহেদী বাবুল


আকতার রহমান টিপু

কুইন্স কমিউনিটি বোর্ড সদস্য পদে আবেদনকারী ৮৮৪জন

১৬ জন বাংলাদেশী সহ ৩৪৫জন মনোনীত

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: কুইন্স বরো প্রেসিডেন্ট ডনবান রিচার্ড বিভিন্ন কমিউনিটি বোর্ডের সদস্যদেও নামের তালিকা ঘোষণা করেছেন। তার অফিস থেকে ৪ এপ্রিল সোমবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কমিউনিটি বোর্ড মেম্বারদের নতুন তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। ১ এপ্রিল ২০২২ থেকে দুই বছরের মেয়াদে এই মেম্বারশীপ কার্যকর থাকবে। দায়িত্ব পালনের ভিত্তিতে পরবর্তীতে মেম্বারশীপ **(বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)**

জালালাবাদ এসোসিয়েশনের নির্বাচন-২০২২

প্যানেল গঠন নিয়ে জল্পনা-কল্পনা


বদরুল,খান


মইনুল ইসলাম,


রনেল


সাইকুল ইসলাম

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: উত্তর আমেরিকার বৃহত্তর আঞ্চলিক সংগঠন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

মেডালিয়নের মূল্য হুইল চেয়ার ১২৫০০০, রেগুলার ১৭০০০০

এমদাদ চৌধুরী দীপু: এক সময়ের সোনার হরিণ খ্যাত পরিবহন মেডালিয়ন জৌলুস হারিয়ে এখন রয়েছে অস্থিত্ব রক্ষার সংগ্রামে। নিউইয়রক নগরীর ঐতিহ্য এই মেডালিয়ন সারা বিশ্বে ইয়েলো ক্যাব নামে ব্যাপক পরিচিত। মহামারী করোনার পর ডুবতে বসেছিল এই সেক্টর ।ব্যাংক দেনা পরিশোধ নিয়ে **(বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)**

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

বাংলা পত্রিকা রিপোর্টঃ ধর্মীয় ভাব-গম্ভীর পরিবেশে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে আয়োজিত শুক্রবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের একটি পার্টি হলে আয়োজিত এই ইফতার মাহফিলে বিশেষ দোয়ায় মরহুম সাংবাদিক ফাজলে রশীদ, সদ্য প্রয়াত **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**


নিউইয়র্ক-বাংলাদেশ প্রেস ক্লাবের ইফতার পার্টি

আড়াই প্যাচের জিলিপিতেও খলিলের বাজারমাত

হাবিব রহমানঃ ভারতীয় উপমহাদেশে জিলাপির বয়স কম **(বাকি অংশ ৪ পাতায়)**

উদীচী-প্রোগ্রেসিভ ফোরাম ও মহিলা পরিষদের প্রতিবাদ সভা

নিউইয়র্ক: কপালে টিপ পরা নিয়ে পুলিশের অসদাচরণ এবং **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

ইফতার কালচারে মুখরিত কমিউনিটি

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে ইফতার **(বাকি অংশ৩৭ পাতায়)**



ইফতারের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

আফতাব চৌধুরী

রমজান মাসে রোজাদারের কাছে প্রতিটি মুহূর্ত আনন্দের। কারণ এ মাসে আল্লাহর অফুরন্ত রহমতের বারিধারা পৃথিবীতে বর্ষিত হয়। সারাদিনের **(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)**

খেলার খবর

চার জাতির টুর্নামেন্টে ভারত ও পাকিস্তান

স্পোর্টস ডেস্ক: পাকিস্তান, ভারত, ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়াকে নিয়ে নিয়মিত চার জাতির একটি টুর্নামেন্ট আয়োজনের পরিকল্পনা করেছেন পিসিবি চেয়ারম্যান রমিজ রাজা। দুবাইয়ে রোববার (১০ এপ্রিল) আইসিসির বোর্ড সভার **(বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)**

হেলথ টিপস

মাইগ্রেনের ব্যথায় করণীয়

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: অনেকের প্রচন্ড মাইগ্রেনের ব্যথা হয়। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এ রোগের শিকার। তবে মাইগ্রেন সমস্যায় অনেক বিষয় আমাদের জানা প্রয়োজন। **(বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)**

বিনোদন

ফারুকের মৃত্যুর গুজব, বিব্রত ও বিরক্ত পরিবার

বিনোদন ডেস্ক: অভিনেতা ও ঢাকা-১৭ আসনের এমপি আকবর হোসেন পাঠান ফারুক অনেক দিন ধরেই চিকিৎসা নিচ্ছেন। **(বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)**

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং রিয়েলেস্টেলশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

বাসা, বাড়ি, অ্যাপার্টমেন্ট এবং কমার্শিয়াল প্রপার্টি/স্পেস ক্রয় বিক্রয় এবং ভাড়ার জন্য যোগাযোগ করুন
EXIT REALTY PRIME
Text Ashif to 85377
To get my Digital business card
Ashif A Choudhury
Licenced Realtor
Cell: 917-741-5308
Phone: 718-262-0205
Fax : 718-262-0254
Email : Ashif.Choudhury@gmail.com
189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, NY 11423
www.EXITPrimeNY.com
Each Office is independently owned and operated

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩৮ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত দেখুন ৩১ পাতায়

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com